পরিষদ্-গ্রন্থাবলী ২০

প্রতাপাদিত্য।

শ্রীনিখিলনাথ রায় বি, এল্

সম্পাদিত।

কলিকাতা

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩১৩ সাল।

মূল্য ২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র

SL. No. 069963

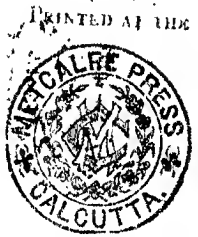

PRINTED AT THE
METCALFE PRESS
CALCUTTA.
76 Balaram Dey Street.

ভূমিকা।

প্রতাপাদিত্য প্রকাশিত হইল। কয়েক বৎসর হইতে আমরা এই গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। কিন্তু নানারূপ বাধা বিঘ্ন ঘটায়, প্রতাপাদিত্যকে যথাসময়ে সাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিতে পারি নাই। এত দিনে আমাদের আশা সফল হইল। কিন্তু এই বিরাট্ ব্যাপার আমাদের দ্বারা সমাগ্‌রূপে সংসাধিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। তবে আমাদের এই পরিশ্রমের যৎকিঞ্চিৎ মূল্য সাধারণে প্রদান করিলে আমরা চরিতার্থ হইব।

বাস্তবিক প্রতাপাদিত্যসম্পাদন বড়ই দুরূহ ব্যাপার। নানা ভাষার গ্রন্থ আলোচনা ও ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গলার ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিলে তবে ইহার প্রকৃত সম্পাদন কার্য্য সংসাধিত হয়। কিন্তু আমাদের সেরূপ ক্ষমতা বা অবসর নাই। সেই জন্য বলিতেছি, আমাদেরই সাধ্যানুরূপ সম্পাদনসহ আমরা প্রতাপাদিত্যকে সাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিলাম। ইহাতে যে অনেক ত্রুটি আছে, তাহা আমরা বিশেষরূপ জ্ঞাত আছি। তবে উদার পাঠকবর্গের সে দিকে দৃষ্টি না থাকলেই সুখী হইব।

এই গ্রন্থে যে যে পুস্তক সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাদের কোন কোন খানি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিবার ইচ্ছা করিতেছি। প্রথম, রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্যচরিত্র। ইহা বাঙ্গলা ভাষার প্রকাশিত আদি গদ্যগ্রন্থ। সে সম্বন্ধে আমরা গ্রন্থমধ্যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। উক্ত গ্রন্থের

আর সংস্করণ হয় নাই। আমরাই উহার দ্বিতীয় সংস্করণ করিলাম। ইহার প্রথম সংস্করণের তিন খানি মুদ্রিত পুস্তক আমরা পাইয়াছিলাম। সব কয়খানির সদর পৃষ্ঠা নাই, প্রধান, এই জন্য আমরা তাহার সদর পৃষ্ঠা দিতে পারি নাই। এই গ্রন্থই বিস্তৃত টিপ্পনীসহ সম্পাদিত হইয়াছে। হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কারের প্রতাপাদিত্যচরিত্রের প্রথম সংস্করণ পাই নাই। সেই জন্য দ্বিতীয় সংস্করণই মুদ্রিত করিয়াছি। উক্ত সংস্করণের দুই খানি পুস্তক দেখিয়াছি। তর্কালঙ্কারের গ্রন্থ রামরাম বসুর গ্রন্থেরই নব্যভাষায় রূপান্তর। উহাও গ্রন্থমধ্যে আলোচিত হইয়াছে। ঘটককারিকা, শশিভূষণ নন্দী প্রকাশিত কায়স্থকারিকা ও শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রণীত প্রতাপাদিত্য গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের পরিশিষ্টে প্রদত্ত কারিকা আলোচনা করিয়া সন্নিবেশিত হইয়াছে। উভয় কারিকা একই, যাহা কিছু পার্থক্য আছে, তাহা যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি। স্বর্গীয় রামগোপাল রায় মহাশয়ের সারতত্ত্বতরঙ্গিণী, এক খানি বৃহৎ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি। তাহাতে প্রতাপাদিত্যসম্বন্ধে যে অংশ আছে, আমরা কেবল, তাহাই প্রদান করিয়াছি। আমাদের অনুমান তিনি উহার কোন কোন কথা ফারসী রাজনামা গ্রন্থ হইতে লইয়া থাকিবেন। রায় মহাশয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের নিকট হইতে সারতত্ত্বতরঙ্গিণী প্রাপ্ত হইয়াছি। নবকৃষ্ণ বাবু আমাদিগকে অম্বরের শিলাদেবীর বিবরণও পাঠাইয়াছেন। পাইমেণ্টার দুই খানি পুস্তক আছে। আমরা যেখানি হইতে ফার্ণাণ্ডেজের একখানি পত্র উদ্ধৃত করিয়াছি, সেখানি প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর তাঁহার মন্তব্যসহ বঙ্গদেশে আগত জেসুইট পাদরীগণের অন্যান্য পত্রসম্বলিত আর এক খানি পুস্তক পরে প্রকাশিত হয়। সে পুস্তকখানি আমরা দেখিতে পাই নাই। ডুজারিকের গ্রন্থ হইতে বাঙ্গালায় আনুপূর্ব্বিক বিবরণই উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা

ডুজারিক ও পাইমেণ্টার উক্তাংশের মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিয়াছে। কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে উক্ত পুস্তক দুইখানি দেখিতে পাইয়াছিলাম।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ থাকিতে, ইহার প্রকাশের প্রয়োজন কি? তদুত্তরে আমরা দুইটি কথা বলিতে চাহি। প্রথমতঃ সেই সমস্ত গ্রন্থ যে সকল মূল গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত, সেই মূল গুলি ক্রমে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠায়, ও সহজে সাধারণের দৃষ্টিগোচর না হওয়ায়, আমরা তাহাদিগকে সাধারণের সমক্ষে আনয়নের জন্যই এই ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ কোন গ্রন্থ হইতে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না। আমরা এই সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থ আলোচনা করিয়া ও ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া, সে সময়ের ঐতিহাসিক তত্ত্ব যতদূর জানিতে পারিয়াছি, ঐ সমস্ত গ্রন্থের টিপ্পনীতে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া, আমাদের লিখিত উপক্রমণিকাভাগে তাহা বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিয়াছি। উপক্রমণিকা ভাগটিতে সাধারণতঃ ঐতিহাসিক তত্ত্বই সন্নিবেশিত হইয়াছে। সাধারণের নিকট প্রতাপাদিত্যসম্বন্ধীয় মূল গ্রন্থ ও ঐতিহাসিক তত্ত্বগুলি প্রকাশ করাই এই গ্রন্থপ্রচারের উদ্দেশ্য।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিবার ইচ্ছা হইতেছে। ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গলার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা অবগত হইয়াছি যে, সে সময়ের বাঙ্গালী একালের বাঙ্গালী হইতে পৃথক্ ছিল, এবং সে সময়ের বাঙ্গলাও স্বতন্ত্র ছিল। বাঙ্গালী যে এককালে বাহুবলে অজেয় ছিল, এবং শ্মশান-বাঙ্গলা যে সোনার বাঙ্গলা ছিল, ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাস আমাদিগকে তাহাই দেখাইয়া দেয়। আমরা ইতিহাস পড়ি না, তাই আমরা মনে করি যে, আমরা চিরকালই যেন সকল জাতির পরিত্যক্ত।

এই গ্রন্থে ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর সেই গৌরবের একটি ছায়া প্রদানের চেষ্টা করিয়াছি।

পরিশেষে এই গ্রন্থ সম্পাদনে যাঁহাদের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছি, তাঁহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। সর্ব্বাপেক্ষা যাঁহার নিকট হইতে আমরা বহুল পরিমাণে সাহায্য লাভ করিয়াছি, তাঁহার নামোল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। নানাভাষাবিৎ ও ঐতিহাসিক তত্ত্বজ্ঞ সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ এই গ্রন্থসম্পাদনে যেরূপ সাহায্য করিয়াছেন, তাহা আমরা কদাচ বিস্মৃত হইব না। বিশেষতঃ তাঁহার সাহায্য না পাইলে, আমরা ডুজারিক ও পাইমেণ্টার প্রকাশে বা অনুবাদে কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না। রাজা যতীন্দ্রনাথ রায়ও আমাদিগকে অনেক বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন। এক্ষণে সাধারণে ইহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

প্রতাপাদিত্যকে পরিষদ্-গ্রন্থাবলী ভুক্ত করা হইল। ইতি

বহরমপুর
১৮ই ভাদ্র
১৩১৩।

সম্পাদক

প্রাচীন যশোর ও উপকণ্ঠ।

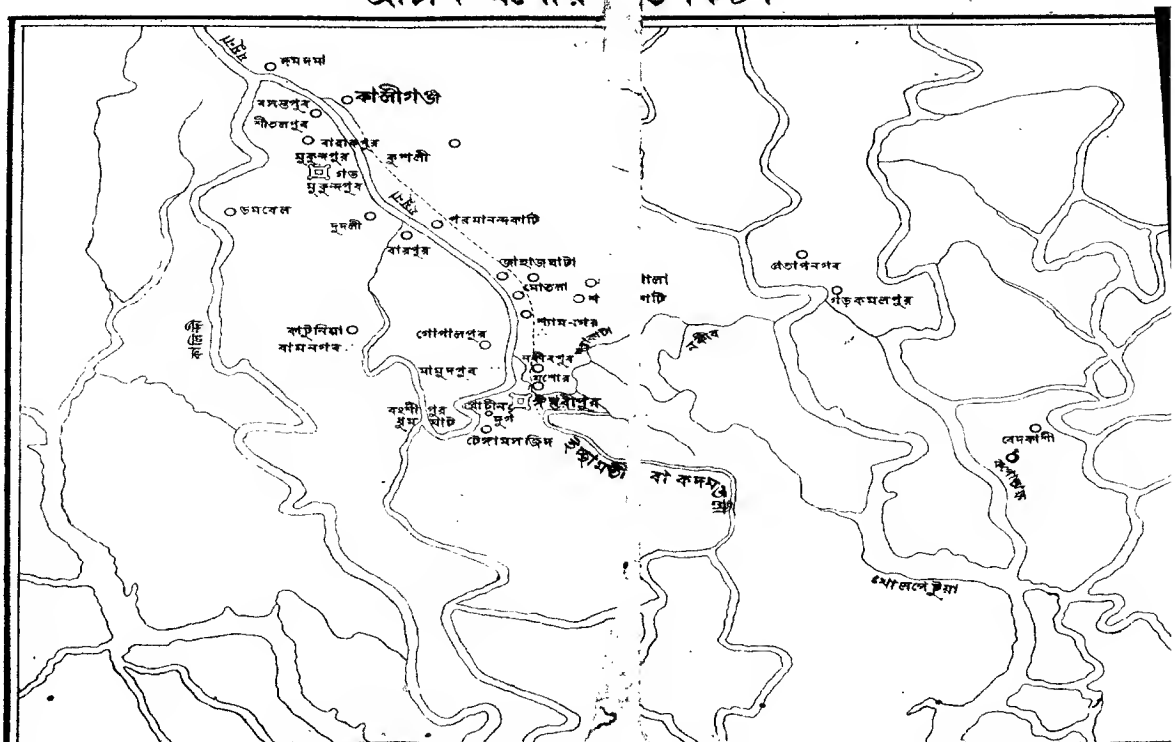

এই গ্রন্থে ষোড়

প্রদানের চেষ্টা

পরিশেষে

তাঁহাদিগকে সর্ব

নিকট হইতে

নামোল্লেখ না

হাসিক তত্ত্ব

যেরূপ সাহায্য

ষতঃ তাঁহার সা

বা অনুবাদে কৃ

আমাদিগকে অ

প্রীতির চক্ষে দে

প্রত্যপাদি

বহরমপুর

১৮ই ভাদ্র

১৩১০।

উপক্রমণিকা।

শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি এক্ষণে জীর্ণ, শীর্ণ ও কঙ্কালাবশিষ্ট সন্তান ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ধ্বংসের শেষ আঘাত সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন।

প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গলা।

তাঁহার শান্ত ও পাবন পল্লীনিচয় মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে। তথা হইতে প্রতিনিয়ত মহামারী, দুর্ভিক্ষ ও জলকষ্টের হাহাকারধ্বনি গগনমার্গে উত্থিত হইতেছে! তাহাদের "মর্ম্মরায়মাণ বেণুকুঞ্জে" ও "আম-কাঁঠালের বনচ্ছায়ায়" আর 'দেবায়তন' উঠিতেছে না, এবং অতিথিশালা স্থাপিত বা পুষ্করিণী নিখাত হইতেছে না। যে সমস্ত এককালে হইয়াছিল, তাহা ভগ্নস্তূপ বা শুষ্ক কূপে পরিণত হইয়াছে। সেই পল্লীনিচয় এক্ষণে দিবাভাগেও সূচীভেদ্য অন্ধকারে সমাচ্ছাদিত, এক্ষণে তাহারা হিংস্রজন্তুর প্রিয়নিকেতনরূপে বিরাজ করিতেছে। যেখান হইতে কোন দিন কীর্ত্তন বা চণ্ডীর সুমধুর গীতধ্বনি বায়ুস্তরকে কাঁপাইয়া তুলিত, এক্ষণে সেখান হইতে শৃগাল বা পেচকের কর্কশ রব হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার করিয়া দিতেছে। বঙ্গলক্ষ্মীর সেই শ্যামলশ্রী দিন দিন কালিমামলিন হইয়া উঠিতেছে। যে বঙ্গভূমি এক দিন স্বাস্থ্যে, বাণিজ্যে ও ঐশ্বর্য্যে 'সোনার বাঙ্গলা' নামে দেশবিদেশে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, এক্ষণে তাহা শ্মশানভূমিরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। তাহার স্বাস্থ্য এক্ষণে মহামারীর করকবলগত, বাণিজ্য দূরদেশে পলায়িত, এবং ঐশ্বর্য্য ভিক্ষাভাণ্ডের আশ্রিত হইয়া উঠিয়াছে। যে বঙ্গসন্তান একদিন অসি, যষ্টি ও বন্দুকক্রীড়ায় বৈদেশিকগণেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, মগ, ফিরিঙ্গী,

পাঠান ও মোগলের সহিত অবিশ্রান্ত জলযুদ্ধে ও স্থলযুদ্ধে বাহুবলের পরিচয় দিয়াছিল, এক্ষণে তাহারা কঙ্কালসার প্রেতমূর্ত্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। একদিন যাহাদের সবল হস্তের তরবারি-চালনায় ও অত্যদ্ভুত অগ্নিক্রীড়ায় মোগল সুবাদারগণ সন্ত্রস্ত, পাঠান সর্দারগণ পশ্চাৎপদ, আরাকানীগণ পলায়িত এবং পর্টুগীজগণ অবনতমস্তক হইয়াছিল, আজ তাহারা জগতের সমক্ষে কাপুরুষ জাতি বলিয়া বিঘোষিত হইতেছে! একদিন যে বাঙ্গলার গৃহে গৃহে বঙ্গজননীর অঙ্ক আলোকিত করিয়া হৃষ্ট পুষ্ট বঙ্গসন্তান হাস্য করিয়া উঠিত, এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে প্লীহাযকৃৎ-ক্ষীতোদর, বিমর্ষবদন বঙ্গশিশু প্রত্যেক পল্লীর প্রতিগৃহে অবস্থিতি করিতেছে। একদিন যাহার প্রতি গণ্ডগ্রামের চতুষ্পাঠীতে ন্যায়, স্মৃতি, সাহিত্য ও অলঙ্কারের পঠনপাঠনে বাগ্‌দেবী আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন, এক্ষণে তাহার প্রতিপল্লীতে দলাদলির বাগ্‌বিতণ্ডা ব্যতীত আর কিছুই শ্রুতিগোচর হয় না। একদিন যাহার একান্নবর্ত্তী পরিবারে মহাশান্তি অনবরত কল্যাণ বর্ষণ করিত, এক্ষণে তথায় দুইটি ভ্রাতায় স্বল্পসময়ও একসঙ্গে থাকিতে পারিতেছে না! একদা যথায় অতিথিসমাগমে গৃহ পবিত্র হইল বলিয়া মনে হইত, এক্ষণে তথায় অভ্যাগতের পক্ষে দ্বার দিবারাত্রই অর্গলবদ্ধ। একদিন যে বঙ্গগৃহিণীর পবিত্র হস্তনিক্ষিপ্ত তণ্ডুলকণা ভক্ষণ করিয়া গ্রাম্য পশুপক্ষী পর্য্যন্ত পরিতৃপ্তি করিত, এক্ষণে দ্বারে ভিক্ষুক উপস্থিত হইলে, তাঁহারা বিরক্তিসহকারে মুখ ফিরাইয়া লন। এখন আর পূর্ব্বপুরুষের পুণ্যার্থে জলাশয় নিখাত বা বৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না, কিন্তু নানা উপায়ে যে অর্থের অপব্যয় হইতেছে তাহাও অস্বীকার করা যায় না। একদিন যথায় গ্রাম্য শিল্পিগণ আনন্দে কালযাপন করিত, এক্ষণে তথায় তাহারা অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে। ফলতঃ বর্ত্তমান বাঙ্গলার সহিত পূর্ব্ব অবস্থার তুলনাই হয় না। আমরা অতি প্রাচীন বাঙ্গলার কথা বলিতেছি না, কিন্তু তিন শত

বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলার যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহাতে তাহাকে সমগ্র ভারতে দেশপদবাচ্য করিয়া রাখিয়াছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে এই বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কিরূপ অবস্থা ছিল, আমরা প্রথমে তাহাই প্রদর্শন করিতেছি।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী বঙ্গদেশের পক্ষে এক নবযুগের অবতারণা করিয়াছিল। ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি সকল বিষয়েই ষোড়শ শতাব্দীতে এক মহান্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। এই শতাব্দীর প্রথমভাগে নবদ্বীপ হইতে যে নব বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রেমবন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহাতে সমগ্র বাঙ্গলা ও উড়িষ্যা প্লাবিত হইয়া যায়। তৎপূর্ব্বে বঙ্গদেশে তান্ত্রিক ধর্ম্মের কিছু প্রাধান্য লক্ষিত হইত, এই তান্ত্রিক ধর্ম্ম হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় মতের মিশ্রণে উৎপন্ন হয়। তৎকালে প্রাচীন বৈষ্ণব ধর্ম্ম কিঞ্চিৎ ম্লানপ্রভ হইয়াছিল। জয়দেবের 'মধুরকোমলকান্তপদাবলী' এবং বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির পদলহরী ক্ষীণধারায় বঙ্গভূমিতে প্রবাহিত হইতেছিল। আবার অনেক হিন্দুসন্তান ইসলামধর্ম্মের নিকটও মস্তক অবনত করিয়াছিল। এইরূপ ধর্ম্মবিপ্লবকালে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে নবদ্বীপে প্রেমাবতার চৈতন্যদেব আবির্ভূত হন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে তাঁহার নব ধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হয়। তাঁহার উদার ধর্ম্ম বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত এমন কি মুসলমানগণকেও আলিঙ্গন করিতে লাগিল। নবদ্বীপের ঘরে ঘরে কীর্ত্তনের মধুর নিনাদ ধ্বনিত হইতে লাগিল, হরিধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শ্রুতিগোচর ছিল না।* সেই কীর্ত্তনানন্দ ক্রমে সমগ্র বাঙ্গলা ও উড়িষ্যায়

ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গলা, ধর্ম্মান্দোলন।

* "নগরিয়া লোকে প্রভু ঘরে আজ্ঞা দিল।
ঘরে ঘরে মহাকীর্ত্তন করিতে লাগিল॥
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণযাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥

ছড়াইয়া পড়িল। উড়িষ্যার প্রবল পরাক্রান্ত গঙ্গাবংশীয় রাজা প্রতাপ রুদ্র চৈতন্যদেবের ধর্ম্মের নিকট মস্তক অবনত করিলেন, তদবধি উড়িষ্যা হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের চিরনির্ব্বাসন ঘটিল। বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার রাজনিকেতন হইতে ভিখারীর পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত কীর্ত্তনের মধুর নিক্কণে মুখর হইয়া উঠিল। গৌড়সম্রাট হোসেনসাহের সচিব হইতে দীনদরিদ্রকে পর্য্যন্ত তাহা আকর্ষণ করিল। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে হরিনামের বন্যা বহিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে এই নব বৈষ্ণব ধর্ম্ম বাঙ্গালীর জাতীয় ধর্ম্ম হইয়া উঠিল। বিষ্ণুপুরপ্রভৃতির রাজগণ তাহার ভক্ত হইয়া উঠিলেন। যদিও ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠবর্ণের মধ্যে ইহা প্রথমতঃ প্রাধান্যলাভ করিতে পারে নাই, তথাপি বাঙ্গালীর জনসাধারণের ধর্ম্ম হওয়ায় ইহা বাঙ্গালীর জাতীয় ধর্ম্মই হইয়া উঠিল। এইরূপে চৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত নব ধর্ম্ম বাঙ্গলায় ষোড়শ শতাব্দীতে ধর্ম্মজগতে এক মহান্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল।

এই ধর্ম্মান্দোলনের সময় আবার সমাজসংস্কারেরও যার পর নাই চেষ্টা হইতে লাগিল। ধর্ম্মবিপ্লবে যে সমাজে শোচনীয় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার সংস্কার আরব্ধ হইল। বাঙ্গলার স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিশাস্ত্র মন্থন করিয়া সমাজের শিথিল ভিত্তিকে দৃঢ়ীভূত করার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব পঙ্কিল হিন্দুসমাজে পবিত্রতার ধারা প্রবাহিত করিল। নিষ্ঠা ও আচারে হিন্দুসমাজ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। বাঙ্গালীর মধ্যে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই জাতিমাত্র স্থির করিয়া তিনি তাহারই ব্যবস্থা প্রচলন করেন। এখনও বঙ্গসমাজ অবনতমস্তকে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে। তবে স্থলবিশেষে তাহার

সামাজিক আন্দোলন।

মৃদঙ্গ করতাল সঙ্কীর্ত্তন উচ্চধ্বনি।
হরি হরি ধ্বনি বিনে আর নাহি শুনি॥"
চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ১৭ পরিচ্ছেদ।

কিছু কিছু পরিবর্ত্তনের চেষ্টা হইতেছে বটে, কিন্তু তাহা চিরস্থায়ী হইবে বলিয়া বলিতে পারা যায় না। ইহার কিছু পূর্ব্বে সেখানে বাচক কর্ত্তৃক গৌড় ব্রাহ্মণগণের সেন্সবন্ধন আরম্ভ হয়, এবং ক্রমশঃ সাহিত্য ... সমাজসংস্কার আরম্ভ হইয়াছিল। এই দেশে তাহা আরও দৃঢ়ীভূত হইয়া উঠে। রঘুনন্দনের স্মৃতি কঠোর সদাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, দেশবাসীগণের সহিত স্থানে স্থানে তাঁহার মতভেদ উপস্থিত হয়। কিন্তু বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ বর্ণের মধ্যে অধিকাংশই রঘুনন্দনের মত প্রতিপালিত হইলেন। বিশেষতঃ এদেশের পণ্ডিতগণ রঘুনন্দনের স্মৃতির আদর করায় তাহা বঙ্গদেশে বদ্ধমূল হইয়া পড়ে। অন্যান্য লেখকগণও স্মৃতি সং-সংকলনে মনোনিবেশ করেন, কিন্তু তাহা তাঁহাদের সম্প্রদায়গত হইয়া পড়ে। রঘুনন্দনের স্মৃতির ন্যায় তাহা বাঙ্গালীর জাতীয় সম্পত্তি হয় নাই। স্মৃতির প্রভাবে, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতির সমাজসংস্কারে বঙ্গদেশব্যাপী আন্দোলন দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হয়। এই সমাজসংস্কারে চৈতন্যদেবের উদার বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়া পড়ে। কারণ, বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ জাতিসমূহ রঘুনন্দনের স্মৃতির ও তৎকালিক সমাজ-সংস্কারের ঘোরতর পক্ষপাতী হইয়া উঠে। কঠোর নীতিব্যবস্থার উপর তাহাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মহা বৈষ্ণব ধর্ম্ম উদার হইলেও তাহা-দিগকে তাদৃশ শিথিল করিতে পারে নাই। কিন্তু তাহা বাঙ্গলার সমস্ত ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

বাঙ্গালীর শাস্ত্রচর্চ্চা।

কেবল ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ও সামাজিক আন্দোলনে ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী-প্রতিভা আবদ্ধ ছিল না। এই সময়ে বঙ্গদেশ হইতে যে প্রতিভার উজ্জ্বল আলোক সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারই বিষয় উক্ত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ক আন্দোলন বহু শতাব্দী হইতে বঙ্গভূমির হৃদয়েই বদ্ধমূল হইয়া

আছে, ভারতের সর্ব্বত্র তাহাদের প্রচার স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু দ্বীপের কাণভট্টের মস্তিষ্ক হইতে যে প্রতিভালোক মধ্যাহ্ন সূর্য্যের কি লহরীর ন্যায় আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহা সমগ্র ভারতে আজিও আলোক বিতরণ করিতেছে। মিথিলার সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রকে পরাস্ত করিয়া যিনি নবদ্বীপে নব্যন্যায়ের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই রঘুনাথ শিরোমণির প্রতিভার কথা কে না অবগত আছে? তাঁহার প্রবর্ত্তিত ন্যায়শাস্ত্র আজিও কেবল বঙ্গদেশে নহে, সমস্ত ভারতেই আদৃত হইতেছে। আজিও আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাপথের অনেক স্থলে তাহার পঠনপাঠন চলিতেছে। আজিও সেই সেই স্থল হইতে বিদ্যার্থিগণ নবদ্বীপ ও বাঙ্গলার নানাস্থানে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য সমাগত হইতেছে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতেই সেই ন্যায়শাস্ত্রের প্রচার হইয়াছিল। তখন বাঙ্গলার প্রধান চতুষ্পাঠীসমূহে তাহার অধ্যয়ন চলিতে থাকে। সেইরূপ রঘুনন্দনের স্মৃতি ও ভাগবত প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্রও বাঙ্গলার গ্রামে গ্রামে অধীত হইতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কারও গ্রাম্য বিদ্যার্থীর আলোচনায় বিষয় হইয়া উঠিল। এইরূপে ষোড়শ শতাব্দীতে সমগ্র বঙ্গদেশে শাস্ত্রচর্চ্চার এক মহাধূম পড়িয়া যায়। ক্রমে বিশুদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রও অধ্যয়নের যোগ্য হইয়া ধীরে ধীরে তান্ত্রিকমতের প্রচার করিতে লাগিল। সাধারণতঃ পূর্ব্ববঙ্গেই তাহার আদর বাড়িয়া উঠে। এই সংস্কৃতচর্চ্চার সহিত বৈষয়িকগণও রাজপ্রসাদলাভার্থে ফারসী প্রভৃতি ভাষা অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। বৈদ্যগণও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে যথারীতি মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন।

বঙ্গ সাহিত্য।

এই শতাব্দীতে বঙ্গসাহিত্যেরও এক যুগপ্রলয় উপস্থিত হয়। যে বৈষ্ণব সাহিত্যের জন্য বঙ্গভাষা একটি শ্রেষ্ঠ ভাষা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, এই ষোড়শ শতাব্দীতে সেই বৈষ্ণব সাহিত্যের চরম উন্নতি সাধিত হয়। পূর্ব্বপ্রচ-

...তে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির পদাবলী মধুর ভাবে গীত হইয়া সাধারণের মনে অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার করিয়া তুলে। [illegible] প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ নানাপ্রকার পদসংগ্রহ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন। এবং মহাপ্রভুর জীবনলীলা সঙ্কলন করিয়া অনেক গ্রন্থ বিরচিত হইতে আরম্ভ হয়। তাহারই ফলে চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ বিরচিত হয়। অবশেষে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বৈষ্ণব সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃত রচিত হইয়া বঙ্গভাষাকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলে। যদিও এই যুগে বৈষ্ণব ধর্ম্ম, বৈষ্ণব সাহিত্য বঙ্গভূমিকে ছাইয়া ফেলিয়াছিল, তথাপি শাক্তধর্ম্মের একেবারে বিলয় প্রাপ্তি হয় নাই। রঘুনন্দনের স্মৃতি-ব্যবস্থায় বিশুদ্ধ শক্তিপূজা দিন দিন বঙ্গে প্রাধান্যলাভ করিতে আরম্ভ করে; তান্ত্রিকধর্ম্মও অনেক পরিমাণে পরিশুদ্ধ আকার ধারণ করে। তাহারই ফলে আমরা দেখিতে পাই যে, কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্য বৈষ্ণব-সাহিত্যপ্লাবিত বঙ্গদেশের এক প্রান্ত হইতে উত্থিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত বাঙ্গলায় প্রচারিত হইয়া পড়ে। এই কবিকঙ্কণচণ্ডী বঙ্গসাহিত্যের যে একখানি উজ্জ্বলতম অলঙ্কার, তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। সুতরাং ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে শাক্ত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থও বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে গীত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। সেই সময়ে বঙ্গাকাশ হরিধ্বনি ও চণ্ডীর গীতে তরঙ্গায়িত হইয়া বাঙ্গালীর হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছিল।

ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের আন্দোলনে ষোড়শ শতাব্দী যেমন গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল, তেমনই স্বাস্থ্য ও বাণিজ্যবিষয়েও উহা

স্বাস্থ্য।

বঙ্গভূমিকে প্রকৃত 'সোনার বাঙ্গলা' করিয়া রাখিয়াছিল। বাঙ্গলার পল্লীনিচয় চিরদিন হইতে বংশকুঞ্জে বা আমকাঁঠালের বনচ্ছায়ায় সমাচ্ছাদিত থাকিলেও পূর্ব্বকালে তথায় স্বাস্থ্য

অবিচলিতভাবে বিদ্যমান ছিল। তখন বঙ্গভূমিতে ম্যালেরিয়া বা বিসূচিকার আবির্ভাব হয় নাই, তাই সে সময়ের পল্লীগুলি নিজেই স্বাস্থ্যনিকেতনরূপে নিজের অধিবাসীদিগকে সুস্থ ও সবল করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার বিশাল প্রান্তরসমূহ ধান্য, গম, ইক্ষু, আদা, লঙ্কা, কার্পাস ও তুতবৃক্ষের চাষে প্রতিনিয়ত শ্যামায়মান হইয়া রহিত, এবং পল্লীমধ্যস্থ বৃক্ষচ্ছায়া রৌদ্রের প্রাখর্য্য প্রশমিত করিয়া ইহার স্বাস্থ্য সম্পাদন করিত। ইউরোপীয় পরিব্রাজকগণও বাঙ্গলার এই স্বাস্থ্যের কথা বলিয়া গিয়াছেন।* বিশেষতঃ তৎকালে সকলে কার্য্য ও আমোদের উদ্দেশ্যে শারীরিক বৃত্তির পরিচালনা করিত বলিয়া তাহাদের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ রূপে রক্ষিত হইত। তখন পল্লীগ্রামের বয়ঃপ্রাপ্ত বালকগণ লাঠী, তরবারিক্রীড়া, কুস্তী আদি শিক্ষা করিতেন। প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া আখড়া বিদ্যমান ছিল। অনেক প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থ হইতে এই সমস্ত আখড়ার বিবরণ অবগত হওয়া যায়। ইহার ফলে যে কেবল স্বাস্থ্য সম্পাদিত হইত তাহা নহে, অধিকন্তু বাহুবলের বৃদ্ধি হওয়ায় সে কালের বঙ্গবাসিগণ আমাদের অপেক্ষা অনেক পরিমাণে নির্ভীক হইতেন। সেই জন্য মগ, ফিরিঙ্গী, মোগল ও পাঠানের বিরুদ্ধে তাঁহারা অস্ত্রধারণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

সমগ্র বঙ্গভূমিতে স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকায়, তাহার বাণিজ্যও দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছিল। বাঙ্গলা যে রেশম ও কার্পাস বস্ত্রের জন্য চিরবিখ্যাত, ষোড়শ শতাব্দীতে অনেক স্থানে তাহার বহুল প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সময়ে ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশে ধীরে ধীরে ইউরোপীয়গণ সমাগত হইতে আরম্ভ

বাণিজ্য।

* "It is plentiful in Rice, Wheat, Sugar, Ginger, Longpepper, Cotton and Silke, and enjoyeth a very wholesome ayre."
(Purchas His Pilgrimes, The Fourth Part, 5th book, page 508.)

করেন। প্রথমে পর্তুগীজগণ আসিয়া বাঙ্গলায় একরূপ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। চটগ্রাম ও সপ্তগ্রাম তাঁহাদের দুইটি প্রধান বন্দর ছিল। ঐ দুইটী নগরকে তাঁহারা পোর্টো গ্রাণ্ডি ও পোর্টো পেকিনো আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। সপ্তগ্রামের অবনতি আরম্ভ হওয়ায়, পরে হুগলী তাহার স্থান অধিকার করে ও পোর্টো পেকিনো হইয়া উঠে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লুডভিকো ডি বার্থেমা নামে একজন ইটালীয় পর্য্যটক বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, বঙ্গভূমিতে এত অধিক পরিমাণে ধান্য, মাংস, চিনি, আদা ও কার্পাস জন্মিত যে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে সেরূপ উৎপাদন পরিলক্ষিত হইত না। তদ্ভিন্ন এখানে অনেক ধনশালী বণিকের সমাগম হইত। প্রতি বৎসর পঞ্চাশৎ খানি জাহাজ কার্পাস ও রেশমী বস্ত্রে বোঝাই হইয়া তুরস্ক, সিরিয়া, আরব, পারস্য প্রভৃতি স্থানে গমন করিত, এই স্থানে ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে অনেক জহরত ব্যবসায়ীও আগমন করিত। * ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে প্রথম ইংরেজ পরিব্রাজক রাল্ফ ফিচ্ বঙ্গদেশে আগমন করেন, তিনি ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ফিচ্ বাঙ্গলার অনেক স্থানের বিবরণে রেশম ও কার্পাস বস্ত্রে

* "This country abounds more in grain, flesh of every kind in great quantity of sugar, also of ginger and of great abundance of cotton, than any country in the world. And here there are the richest merchants I ever met with. Fifty ships are laden every year in this place with cotton and silk stuffs, which stuffs are these that is to say, *bairam, namone, lizati, ciantar, doazar,* and *sinab.* These same stuffs go through all Turky, through Syria, through Persia, through Arabia Felix, through Ethopia and through India. There are also here very great merchants in jewels, which came from other countries." (The Travels of Ludivico di Varthema.

প্রাচুর্য্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। টাণ্ডা, কুচবিহার, হিজলী, বাকলা, শ্রীপুর, সোনারগাঁ প্রভৃতি স্থানের কার্পাস বস্ত্র ও রেশমের বিষয় তাঁহার বিবরণে দৃষ্ট হয়। * তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সোনারগাঁয়ের সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রের কথা তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। এই সোনারগাঁয়ের সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র যে ঢাকার মসলিন, বোধ হয় তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, হিজলীর এক প্রকার তৃণ হইতে রেশমী বস্ত্রের ন্যায় সুন্দর বস্ত্র নির্ম্মিত হইত। এতদ্ভিন্ন অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ধান্য, চাউলের উৎপত্তি ও বাণিজ্যের কথা তাঁহার বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায়। তিনি সপ্তগ্রাম প্রভৃতির বাজারের যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে অনেক দ্রব্যের আমদানী, রপ্তানীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে। † তৎকালে সপ্তগ্রামের অনেক অবনতি সাধিত

* Tonda,—"Great trade and traffique is here of cotton, and cloth of cotton."

Country of Couche,—"Here they have much silke and muske, and cloth made of cotton."

Higili,—"In this place is very much Rice, and cloth made of cotton, and great store of cloth which is made of grasse, which they call yerum, it is like a silke."

Bacola,—"His country is very great and plentiful, and hath store of Rice, much cotton cloth, and cloth of silke."

SERREPORE—"Great store of cotton cloth is made here."

SINNERGAN,—"There is best and finest cloth made of cotton that is in all India. * * * Great store of cotton cloth goeth from hence, and much rice, wherewith they serve all India, Ceilon, Pegu, Malacca, Sumatra, and many other places."

(J. Horton Ryley's Ralph Fitch.)

† "Satgam is a faire citie for a citie of the Moores, and very plentiful of all things. Here in Bengala they have every day in

হইয়াছিল এবং হুগলী তাহার স্থানে বন্দরে পরিণত হয়, কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত সপ্তগ্রামে ক্রয়বিক্রয়ের বাহুল্য পরিলক্ষিত হইত। ধান্য, পটোল ব্যতীত গম, ইক্ষু, আদা, শঙ্খ প্রভৃতির বাণিজ্যের জন্য বঙ্গভূমি ইউরোপীয়দিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।* তদ্ভিন্ন কুচবিহার প্রভৃতি স্থানে মৃগনাভিরও ক্রয়বিক্রয় হইত। অনেক স্থান হইতে জাহাজ বোঝাই করিয়া লবণের রপ্তানী হইতে দেখা যায়, তন্মধ্যে সমরীপই প্রধান ছিল। তথা হইতে প্রতি বৎসর তিনশত জাহাজ লবণে পরিপূর্ণ হইত।† এইরূপে বঙ্গভূমি ষোড়শ শতাব্দীতে বাণিজ্যেও মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল।

ষোড়শ শতাব্দী এই প্রকারে বঙ্গভূমিকে প্রকৃত 'সোনার বাঙ্গলা' করিয়া তুলিয়াছিল। তখন তাহার শ্যামলমান পল্লীনিচয় হইতে স্বাস্থ্য ও আনন্দের তরঙ্গ উঠিয়া পড়িত। কৃষি ও বাণিজ্যলব্ধ অর্থের যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চয়ে বঙ্গবাসিগণ স্বচ্ছন্দচিত্তে ও আনন্দচিত্তে সময় অতিবাহিত করিত, স্নানচর্চ্চায় ও দানচর্চ্চায় তাহারা আনন্দ উপভোগ করিত। একদিকে যেমন ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ শাস্ত্রচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিতেন, অন্যদিকে তেমনি প্রতি গ্রাম হইতে কীর্ত্তন, চণ্ডী বা রামায়ণগানের মধুর নিক্কণ নীরব রজনীর নিস্তব্ধ আকাশকে স্পর্শ করিত।

সাধারণ চিত্র।

one place or other a great market which they call Chandeun, and they have many great boats which they call pencose, wherewithal they go from place to place and buy Rice and many other things; their boats have 24 or 26 ores to roame them, they be great of burthen, but have no coverture."

(J. H. Ryley's Ralph Fitch.)

* "It is plentiful in Rice, Wheat, Sugar, Ginger, Longpeppers, Cotton and Silke." (Purcha)

† "Three hundredth ships are yearly laden from hence with salt." (Purcha p. 513.)

উৎসবের সময় নগরে বা গ্রামে কীর্ত্তন বাহির হইলে সকলে আপন আপন গৃহদ্বার নানাপ্রকার মাঙ্গলিক দ্রব্যে সজ্জিত করিত।* নারীগণের হুলাহুলিতে ও শঙ্খধ্বনিতে সমস্ত গ্রাম বা নগর মুখর হইয়া উঠিত। তদ্ব্যতীত নানা-প্রকার উৎসবে বঙ্গভূমি উৎসবময়ী হইয়া থাকিত। বৈষ্ণবগণের নানা-বিধ উৎসব ছিল। অন্যান্য উৎসবও সমভাবে অনুষ্ঠিত হইত। সকল উৎসবের শ্রেষ্ঠ সেই দুর্গোৎসব তখনও মহাসমারোহের সহিত সম্পাদিত হইত। † আবালবৃদ্ধবনিতা নূতন বস্ত্রে ভূষিত হইয়া মহানন্দে উৎসবে যোগদান করিত। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যায় যে, সে সময়ে বঙ্গদেশের ও বাঙ্গালী-সাধারণের মধ্যে কেমন একটি পবিত্র আনন্দের অনুভূতি হইত। দেশের চারিদিকে স্বাস্থ্য ও উদরান্নের জন্য সকলের এক এক প্রকার উপায় থাকায়, তৎকালে বঙ্গবাসী এই পবিত্র আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আবার সে সময়ে নব বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচারে দেশে প্রেমবন্যা বহিয়া যাওয়ায়, দ্বেষ, হিংসা, শোক, তাপ যেন বঙ্গভূমি হইতে কোন্ দূরদেশে পলায়ন করিয়াছিল। ইউরোপীয় পরিব্রাজকগণের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, বঙ্গদেশের অনেক স্থলে বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ প্রভৃতি স্থানে মনুষ্য-

* "কান্দির সহিত কলা সকল দুয়ারে।
পূর্ণঘট শোভে নারিকেল আম্রসারে॥
ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে পরম সুন্দর।
দধি দুর্ব্বা ধান্য দিব্য বাটার উপর॥"
(চৈতন্য ভাগবত মধ্যখণ্ড ২৩ অ)

"আশ্বিনে অম্বিকাপূজা করে জগজনে।
ছাগ মহিষ মেষ দিয়া বলিদানে॥
উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা।
অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা॥
মাংস না লয় কেহ করিয়া আদরে।
দেবীর প্রসাদ মাংস সবাকার ঘরে॥"
কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

সেবার ন্যায় জীবসেবাও প্রচলিত ছিল। তথায় পশুপক্ষীরও সেবার জন্য স্বতন্ত্র আগার প্রতিষ্ঠিত হইত।* অধিবাসিগণ আমিষ আহার পরিত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিক আহারে জীবন যাপন করিত।† তাহারা ক্ষুদ্র বস্ত্রে আপনাদের অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া, ‡ শারীরিকপরিশ্রমলব্ধ সামান্য অর্থে পল্লীজাত ফলমূলশস্যে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া, কীর্ত্তন, রামায়ণ ও চণ্ডীর গানে রজনীর কিয়দংশ অতিবাহিত করিয়া, সানন্দ চিত্তে জীবন যাপন করিত। স্বাস্থ্য তাহাদিগকে বল প্রদান করিয়াছিল, শান্তি তাহাদিগকে পবিত্রতা দিয়াছিল, পল্লীসমাজ তাহাদিগকে সবলতা প্রদান করিয়াছিল। যদিও ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গভূমি রাজনৈতিক আন্দোলনে আলোড়িত হইয়াছিল, তথাপি বঙ্গভূমির পল্লীনিচয়ের শান্তি একেবারে অপনীত হয় নাই। আমরা অতঃপর রাজনৈতিক আন্দোলনের বিষয়ই আলোচনা করিতেছি।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে কেবল বঙ্গভূমি বলিয়া নহে,

* Country of Couche,—"Here they bee all Gentiles, and will kill nothing. They have hospitals for sheepe, goats, dogs, cats birds, &c. for all other living creatures. When they bee old and lame, they keepe them until they die."

(J. H. Ryley's Ralph Fitch.)

† Sinnergan—"Many of the people are very rich. Here they will eat no flesh, nor kill no beast. They live of Rice, milke, and fruits, they goe with a little cloth before them, and all the rest of their bodies is naked."

‡ Bacola—"The people naked, except a little cloth about their waste."

Tonda—"The people goe naked with little cloth bound about their waste."

(Ralph Fitch.)

ভারতবর্ষে বোরতর রাজনৈতিক আন্দোলন সংঘটিত হইয়াছিল। এই শতাব্দীতে দিল্লী হইতে পাঠান রাজত্বের চিরাবসান ঘটে। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের যুদ্ধে বিজয়লক্ষ্মী মোগলবীর বাবরের মস্তকে আশীর্বাদ নিক্ষেপ করিলে দিল্লী হইতে পাঠান-গৌরব চিরদিনের জন্য অস্তমিত হয়। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত বঙ্গভূমি হইতে পাঠান রাজত্বের একেবারে অন্তর্ধান ঘটে নাই। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের সুপ্রসিদ্ধ বাদসাহ হোসেনসাহ ইহ-লোক হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলে, তৎপুত্র নসীবসাহ গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তৎপরে নসীবসাহের পুত্র ফেরোজের তিন মাস রাজত্ব। পরে হোসেনসাহের অন্যতম পুত্র মামুদসাহ ফেরোজকে নিহত করিয়া গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। মামুদসাহের রাজত্ব-কালে সুপ্রসিদ্ধ সেরসাহ কর্ত্তৃক গৌড় আক্রান্ত হইলে মামুদসাহ দিল্লীশ্বর হুমায়ুনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। হুমায়ুন মামুদসাহের সহিত গৌড়ের অভিমুখে অগ্রসর হইলে পথিমধ্যে মামুদের মৃত্যু হয়, এবং সেরও গৌড় পরিত্যাগ করিয়া ঝারখণ্ড বা বর্ত্তমান ছোটনাগপুর প্রদেশের পথ দিয়া স্বীয় আবাসস্থান সাসেরামে গমন করেন। হুমায়ুন গৌড়ে উপস্থিত হইয়া উক্ত নগর অধিকার ও তাহাকে মোগলরাজ্যভুক্ত বলিয়া প্রচার করেন। রাজধানী গৌড়কে জেন্নেতাবাদ নাম প্রদান করা হয়। এই সময় অর্থাৎ ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দ হইতে গৌড়রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যের সহিত মিলিত হয়। সেরসাহ হুমায়ুনের অনুপস্থিতিতে হিন্দুস্থানাভিমুখে অগ্রসর হইলে, হুমায়ুন তৎশ্রবণে গৌড় হইতে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। ইহার পর হুমায়ুনের নিকট হইতে সের দিল্লীর সিংহাসন বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে, গৌড় বাঙ্গলায় তিনি একজন অধীন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। সেরসাহের সময় বঙ্গরাজ্য কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত হয়, এবং

রাজনৈতিক বিপ্লব।

[illegible] প্রসিদ্ধ তোড়রমল্লের সংস্কার ও পরগণাবিভাগাদির মূল। সেরশাহের মৃত্যুর পর তৎপুত্র সেলিম দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া [illegible] মহম্মদ খাঁ সূরকে বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। সেলিমের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা মহম্মদ আদিল সেলিমের পুত্রকে নিহত করিয়া [illegible] খৃঃ অব্দে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলে, মহম্মদ খাঁ বঙ্গে স্বাধীন হইয়া উঠেন। কিন্তু তাঁহাকে আদিলের উজীর হিমুর সহিত যুদ্ধে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয়। মহম্মদ খাঁ সূরের পুত্র খিজির খাঁ গৌড়ের স্বাধীন নরপতিরূপে সম্রাট আদিলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, [illegible] সেই যুদ্ধে [illegible] খৃঃ অব্দে আদিল নিহত হইলে হুমায়ুন পুনর্ব্বার দিল্লী অধিকার করেন, এবং অল্পদিন পরে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে, তৎপুত্র জেলালউদ্দীন আকবর শাহ দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। ১৫৫৬ খৃঃ অব্দে আকবরের অভিভাবক বৈরাম খাঁ পানিপথক্ষেত্রে আদিলের উজীর হিমুর দর্প চূর্ণ করিলে, আকবরের পক্ষে দিল্লীর সিংহাসন নিষ্কণ্টক হয়। বাহাদুর শাহ ও তাঁহার ভ্রাতা জেলালউদ্দীন ১৫৬৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য করার পর জেলালের পুত্র গিয়াসউদ্দীন নামক এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিহত হন। তৎপরে কিরানীবংশীয় সুলেমান ও তাঁহার ভ্রাতা তাজ খাঁ বাঙ্গলা অধিকার করেন। সুলেমান গৌড় হইতে টাঁড়ায় রাজধানী লইয়া যান, এবং আকবর বাদশাহের সন্তোষ বিধান জন্য দিল্লীতে অনেক উপঢৌকন পাঠাইয়া দেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তিনি স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৫৬৮ খৃঃ অব্দে সুলেমান উড়িষ্যা অধিকার করেন। তাহার পূর্ব্ব হইতে উড়িষ্যার হিন্দুরাজগণ স্বাধীনভাবে আপনাদের শাসনকার্য্য পরিচালন করিতেছিলেন। সুলেমানের সেনাপতি [illegible] কালাপাহাড়ের সহিত যুদ্ধে উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন রাজা মুকুন্দ-

অশেষ প্রকার দুর্গতি ঘটিয়াছিল। সুলেমানের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়জিদ গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন, কিন্তু কয়েক মাস পরে আফগান সর্দারেরা তাঁহাকে নিহত করিয়া ১৫৭৩ খৃঃ অব্দে সুলেমানের কনিষ্ঠ পুত্র দায়ুদকে সিংহাসন প্রদান করেন।

সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া দায়ুদ খাঁ আপনাকে গৌড়ের স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিনি আপনার সহস্র সহস্র অশ্বারোহী

খাঁ।

সেনা, বহুসহস্র কামান, হস্তী ও পরিপূর্ণ রাজকোষ দেখিয়া, দিল্লীশ্বর আকবরের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে চাহিলেন, এবং মোগলরাজ্যমধ্যে উপদ্রব আরম্ভ করিলেন। দায়ুদের উপদ্রবের কথা সম্রাটের কর্ণগোচর হইলে মোগলসেনাপতি মুনিম খাঁ দায়ুদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। অল্পকালেই মোগল সেনাপতি মুনিমের সহিত দায়ুদের সেনাপতি লোদী খাঁর সন্ধি হইল, কিন্তু ইহাতে সম্রাট বা দায়ুদ কেহই সন্তুষ্ট হন নাই। দায়ুদের সেনাপতি কালাপাহাড় প্রভৃতি শত্রুগণ লোদীকে পরিত্যাগ করে। দায়ুদ তাহার পর লোদী খাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। দায়ুদ পুনরায় বাদসাহের বশ্যতা অস্বীকার করিলে, মুনিম খাঁ ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে পাটনা অবরোধ করেন। এই যুদ্ধে স্বয়ং আকবর বাদসাহ স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। মোগল সেনাপতি খাঁ আলম ও বিহার প্রদেশের জমীদার রাজা গজপতির রণকৌশলে আফগানগণ পরাজিত হয়। দায়ুদ কোন ক্রমে তথা হইতে পলায়ন করিয়া নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে রাজা তোডরমল্ল সম্রাটের আদেশে তাঁহার সহিত যোগ দিবার জন্য প্রেরিত হন। মুনিম খাঁ বাদসাহের নিকট হইতে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার সুবেদারীর ভার প্রাপ্ত হন। তিনি খাঁ খানান উপাধি পাইয়াছিলেন। রাজা তোডরমল্ল তাঁহার সহিত

সেই সময় তাঁহার নিকট সংবাদ পৌঁছিল যে, মোগল সৈন্যগণ বঙ্গের দ্বার তেলিয়াগুড়ি অধিকার করিয়াছে। তথন তিনি আপনার সমস্ত বহুমূল্য ধন-সম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া উড়িষ্যা অভিমুখে যাত্রা করেন। মুনিম খাঁ টাঁড়ায় উপস্থিত হইয়া রাজা তোড়রমল্লকে দায়ূদের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দেন। সেই সময়ে ঘোড়াঘাট প্রদেশস্থ আফগান জায়গীরদারদিগকে দমন করিবার জন্যও মুজেনন খাঁ কাকশাল প্রেরিত হইয়াছিল। তিনি আফগান-দিগকে দমন করিয়া তাহাদের জায়গীর আপনার স্বজাতি কাকশালদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। রাজা তোড়রমল্ল মাদারুণ বা বীরভূম পর্য্যন্ত অগ্র-সর হইলে, তাঁহার সাহায্যের জন্য মহম্মদ কুলী খাঁর অধীনে আর এক দল মোগল সৈন্য প্রে[illegible]ত হয়। তাহারা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, আফগান সর্দ্দার জোনিয়েদকে পরাস্ত করে ও দায়ূদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া মেদিনীপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। এই সময়ে মহম্মদ কুলী খাঁর মৃত্যু হইলে, মোগল কর্ম্মচারিগণের সহিত রাজা তোড়রমল্লের মতদ্বৈধ ঘটায়, তিনি বর্দ্ধমানে ফিরিয়া আসেন। মুনিম খাঁ তাঁহার সাহায্যের জন্য আর এক দল সৈন্য পাঠাইয়া দেন। অবশেষে নিজে সসৈন্যে তাঁহার সহিত যোগ দিয়া উড়িষ্যা-অভিমুখে অগ্রসর হন। দায়ূদ কটকের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কটকের দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন; তাহার পর তিনি বাদসাহের বশ্যতা স্বীকার করিয়া সন্ধি করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহাকে উড়িষ্যা প্রদেশ প্রদান করা হইয়াছিল। মুনিম খাঁ তাহার পর টাঁড়া অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই সময়ে ঘোড়াঘাটের আফগানগণ মুজেনন খাঁকে বিতাড়িত করিয়া প্রায় গৌড় পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসে। তাহার পর মোগল সৈন্যগণ তাহাদের বিরুদ্ধে গমন করিলে, তাহারা পলায়ন করিয়া বনে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

মুনিম খাঁ বাঙ্গলার প্রাচীন রাজধানী গৌড়ের পূর্ব্ব বিবরণ অবগত-

হইয়া তাহার প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের নিদর্শন দেখিবার জন্য তথায় গমন করেন, এবং সেই হিন্দু, মুসলমান রাজগণের অধ্যুষিত বহু-সংখ্যক সৌধ-পরিপূর্ণ মহানগরী দর্শন করিয়া যারপর-নাই পরিতৃপ্ত হন, এবং তাহাকেই বাঙ্গলার রাজধানীর উপযুক্ত মনে করিয়া, টাঁড়া হইতে রাজধানী তথায় অন্তরিত করেন। কিন্তু সে সময় হইতে গৌড়ের স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তাহার ভূমি সকল সর্ব্বদাই জলসিক্ত থাকিত, এবং জলও এক প্রকার অপেয় হইয়া পড়িয়াছিল। এরূপ অবস্থায় গৌড়ে পুনর্ব্বার রাজধানী স্থাপিত হওয়ায়, তথায় মোগল সৈন্য ও অধিবাসীদিগের মধ্যে মহামারী উপস্থিত হইল। প্রত্যহ সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। শেষে এরূপ অবস্থা ঘটিল যে, লোকে আর শবের সৎকার করিয়া উঠিতে পারে নাই। তখন কি হিন্দু, কি মুসলমান, সমস্ত মৃতদেহ টানিয়া জলে নিক্ষেপ করা হইতে লাগিল। * সুবেদার মুনিম খাঁও সেই মহামারীতে আক্রান্ত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইলেন। ১৫৭৫ খৃঃ অব্দে গৌড়-ধ্বংসকর সেই মহামারী আবির্ভূত হইয়াছিল।

গৌড়ের মহামারী।

মুনিম খাঁর মৃত্যুর পর দায়ূদ পুনর্ব্বার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া বাঙ্গলা অধিকারের জন্য আগমন করেন, এবং মোগল সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়া, রাজধানী টাঁড়া ও পরিশেষে বেহার পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লন। বাদসাহ ঐ সংবাদে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা হোসেন কুলী খাঁকে খাঁজেহান উপাধি প্রদান করিয়া বাঙ্গলার সুবেদার

দায়ূদের পরিণাম।

* "Thousands died every day and the living, tired with burying the dead threw them into the river, without distinction of Hindoo or Mohammedan." (Stewart.)

"By degrees the pestilence reached to such a pitch that men were unable to bury the dead, cast the corpses into the river." (Elliot. Azim-ud-din Ahamad, Tabkat-i-Akbari.)

নিযুক্ত করিয়া পাঠান। তাঁহার সৈন্যমণ্ডলী লাহোরে অবস্থিতি করায়, হোসেন কুলীর বাঙ্গলা যাইতে কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছিল। ইতিমধ্যে দায়ুদ অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মোগল সৈন্যের বাধা প্রদানের জন্য অবস্থিতি করিতে থাকেন। নূতন মোগল সুবেদার বাঙ্গলা অভিমুখে অগ্রসর হইলে, তেলিয়াগুড়িতে প্রথমে আফগানদিগের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। তিনি তাহাতে জয়লাভ করিয়া আগমহল বা রাজমহলে ১৫৭৬ খৃঃ অব্দে * দায়ুদের সৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই যুদ্ধে কালাপাহাড় পরাজিত ও নিহত হয়; দায়ুদ সাহসসহকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অশ্বের পদ কর্দ্দমে প্রোথিত হইয়া যাওয়ায়, তিনি হাসেন বেগ নামক মোগল সেনানী কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া, সুবেদারের নিকট আনীত হইলে, তাঁহার আদেশে তাঁহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, এবং তাহা আকবর বাদসাহের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। † দায়ুদের অবসান হইতে বাঙ্গলায় পাঠান রাজত্বের শেষ হয়।

* এই যুদ্ধ ৯৮৪ হিজরী বা ১৫৭৬ খৃঃ অব্দে ঘটে, কেহ কেহ ৯৮৩ হিজরী বলিয়া থাকেন।

† দায়ুদের পরিণামসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন রূপ লিখিত আছে। বদৌনি বলেন যে, তিনি সুবাদারের নিকট নীত হইলে পিপাসায় কাতর হইয়া জল পান করিতে চাহেন। মোগলসৈন্যেরা তাঁহার জুতা জলপূর্ণ করিয়া দেয়, কিন্তু খাঁ জাহান তাঁহার জলপাত্র হইতে তাঁহাকে জলপান করিতে দেন। দায়ুদ অত্যন্ত সুন্দর ছিলেন বলিয়া খাঁ জাহান তাঁহার মস্তকচ্ছেদনের আদেশ দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু আমীরগণের উত্তেজনায় তিনি পরিশেষে স্বীকৃত হন। তাঁহাকে একাধিক আঘাতে নিহত করিতে হইয়াছিল। আকবরনামায় লিখিত আছে, দায়ুদ বন্দী হইয়া খাঁ জাহানের নিকট নীত হইলে, তিনি তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্ব সন্ধির কথা বলেন, দায়ুদ উত্তর দেন যে, তাহা মুনিম খাঁর সহিত ব্যক্তিগত ভাবে হয়। তিনি খাঁ জাহানকে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া গুপ্ত পরামর্শের জন্য আহ্বান করিলে, খাঁ জাহান তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া মস্তকচ্ছেদনের আদেশ দেন।

বঙ্গভূমি হইতে পাঠান রাজত্বের অবসান ঘটিলে, মোগল সুবেদারগণ ইহার শাসনভার গ্রহণ করেন। হোসেন কুলী খাঁ খাঁ জেহানের পর মজঃফর খাঁ বাঙ্গলার সুবেদার নিযুক্ত হন। ইঁহার সময়ে মোগল কর্ম্মচারীরা বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে হত্যা করে। তাহার পর রাজা তোড়রমল্ল বাঙ্গলার সুবেদার হইয়া হিন্দুদিগের সাহায্যে বিদ্রোহীদিগের দমনে সচেষ্ট হন। তোড়রমল্ল বাঙ্গলার রাজস্ব বন্দোবস্ত করিয়া চিরবিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন। ১৫৮২ খৃঃ অব্দে 'আসল জমা' তুমার প্রস্তুত হয়। তিনি বাঙ্গলা দেশের সমস্ত ভূমির বিবরণ ও পরিমাণ যথাসাধ্য জ্ঞাত হইয়া, তাহাকে কতকগুলি বিভাগে বিভক্ত করিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহার বৃহত্তর বিভাগগুলি সরকার ও ক্ষুদ্রতর বিভাগগুলি পরগণা বা মহাল নামে অভিহিত হয়। কতকগুলি মৌজা বা গ্রাম লইয়া পরগণার সৃষ্টি ও কতকগুলি পরগণা লইয়া সরকার গঠিত হয়। সমস্ত বাঙ্গলা দেশ ১৯ সরকার ও ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত হইয়াছিল। বাঙ্গলার ভূমি খাল্‌সা ও জায়গীর দুই নামে অভিহিত হয়। যে জমির আয় রাজকোষে আসিত, তাহাকে খাল্‌সা ও যাহার আয় কর্ম্মচারিগণের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য প্রদত্ত হইত, তাহাকে জায়গীর কহিত। তোড়রমল্ল খাল্‌সা ভূমির ৬৩,৪৪,২৬০ টাকা ও জায়গীর ভূমির ৪৩,৪৮,৮৯২ টাকা, মোট ১,২৬,৯৩,১৫২ টাকায় বঙ্গ রাজ্যের জমা নির্দ্দেশ করেন। এই সময় হইতে জমীদারগণ সরকারের প্রকৃত অধীন হইয়া পড়েন। পূর্ব্বে যাঁহারা ভুঁইয়া নামে অনেক স্বাধীনতা ভোগ করিতেন, এই সময় হইতে তাঁহাদের ক্ষমতার হ্রাস হয়। ভূমির সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া ক্রমে তাঁহাদের অন্যান্য ক্ষমতারও হ্রাস করা হয়। যে দিন হইতে বাঙ্গলা দেশে ভুঁইয়া প্রথা রহিত হইয়া জমীদারী প্রথার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছিল, সেই দিন হইতে বাঙ্গলার প্রকৃত অবনতির দিন আসিয়াছিল। ভুঁইয়াগণের

মোগল সুবেদারগণ বাঙ্গলার বন্দোবস্ত।

প্রবল ক্ষমতা দেখিয়া সূক্ষ্মদর্শী আকবর বাদসাহের আদেশে তাঁহার সুচতুর কর্ম্মচারী রাজা তোড়রমল্ল বাঙ্গলার এই সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে রাজা তোড়রমল্ল ভুঁইয়া প্রথার সর্ব্বনাশ করেন। অন্যান্য সুবেদারগণ কেবল দুই চারি জন ভুঁইয়ার স্বাধীনতা নষ্ট করিয়াছিলেন মাত্র। রাজা তোড়রমল্লের পর খাঁ আজিম, পরে সাহাবাজ খাঁ কুম্বু, অবশেষে রাজা মানসিংহ বাঙ্গলার সুবেদার হইয়া আসেন। মানসিংহের পূর্ব্বে যাঁহারা সুবেদার নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই বাঙ্গলায় শান্তি স্থাপন করিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু মানসিংহ সমস্ত বিদ্রোহ দমন করিয়া বাঙ্গলায় শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন; তথাপি বাঙ্গলার শেষ বিদ্রোহ ইসলাম খাঁর সময়ে নির্ব্বাপিত হয়।

বঙ্গরাজ্য মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইল বটে, কিন্তু তাহা অনেক দিন পর্য্যন্ত মোগলের রাজ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে নাই। আফগানরাজের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও আফগান সর্দ্দারগণের দেহে মস্তক থাকিতে, তাহারা সহজে মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহে নাই। উড়িষ্যায় সাধারণতঃ তাহারা অবস্থিতি করিয়া ক্রমে বলসঞ্চয় করিতে আরম্ভ করে। আবার ঘোড়াঘাট প্রদেশেও তাহারা স্বাধীনতা অবলম্বনের প্রয়াস পাইতে ত্রুটি করে নাই। এই সময়ে কতকগুলি বিদ্রোহী মোগল কর্ম্মচারীও আফগানদিগের সহিত যোগদান করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে মাশুম খাঁ কাবুলী প্রভৃতি প্রধান। আজিম খাঁর শাসন সময়ে উড়িষ্যার পাঠানগণ সুপ্রসিদ্ধ কতলু খাঁর অধীনে মোগল সুবেদারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইলে, তিনি তাঁহার সহিত সন্ধিবন্ধনে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু কতলু খাঁর কর্ম্মচারিগণের ঔদ্ধত্যে অবশেষে তাঁহাকেই অরণ্যমধ্যে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। সাহাবাজ খাঁ ঘোড়াঘাটের মোগল বিদ্রোহিগণের ও উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের আফগানদিগের দমনে

বিদ্রোহী পাঠানগণ।

সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাহার পর মানসিংহ আফগানদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার পুত্র জগৎসিংহ আফগানদিগের হস্তে বন্দী হইয়া কোনরূপে নিষ্কৃতি লাভ করেন। তাহার পর কতলুখাঁর মৃত্যুর পর কিছুকাল উড়িষ্যায় আফগানগণ শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছিল। কিন্তু মানসিংহকে সমগ্র বঙ্গের স্বাধীন আফগান ও অন্যান্য ভুঁইয়াদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল। পুনর্ব্বার আফগান সর্দ্দার ওসমান বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া বাঙ্গলা রাজ্য আক্রমণ করে, কিন্তু সেরপুর আতাইয়ের যুদ্ধে মানসিংহের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া যায়। তদবধি বহুদিন পর্য্যন্ত আফগানগণ আর মোগল সৈন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে সাহসী হয় নাই।

ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী।

যৎকালে মোগল ও পাঠানের অস্ত্রঝঞ্ঝনায় সমগ্র বঙ্গভূমি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়ে বাঙ্গালীগণ নিতান্ত নির্জীবের ন্যায় নীরবে পল্লীচ্ছায়ায় সময় অতিবাহিত করে নাই। এই বাঙ্গালীগণও সেই সময়ে বন্দুক, তরবারি ধারণ করিয়া ষোড়শ শতাব্দীর সেই রণক্রীড়ায় যোগদান করিয়াছিল। বাঙ্গলা দেশ অনেক দিন হইতে যে বারভুঁইয়ার মুলুক বলিয়া বিখ্যাত ছিল, সেই বারভুঁইয়াগণ স্ব স্ব সত্ব রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়া, মোগলপাঠানের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন। মোগল পাঠান ভিন্ন তাঁহাদের আরও দুই ভীষণ শত্রু সে সময়ে বঙ্গদেশে অনর্থ উপস্থিত করিয়াছিল। তাহারা মগ ও ফিরিঙ্গী। এই চারি শত্রুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া বাঙ্গালী ষোড়শ শতাব্দীতে একবার বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। বারভুঁইয়ার মধ্যে অধিকাংশ মুসলমান হইলেও, অবশিষ্ট যাঁহারা হিন্দু ছিলেন, তাঁহাদিগের অধীনে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের অনেক স্থান অবস্থিত ছিল। এই হিন্দু ভুঁইয়াগণের অধীন বাঙ্গালী সৈন্য ও সেনা-

পতিগণ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে যে রণক্রীড়ার পরিচয় দিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে, হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা আরব্য উপন্যাসের ন্যায় আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়। মোগলগণ তাহাদের স্বাধীনতা লোপে অগ্রসর, পাঠানগণ তাহাদের ভূমি হরণে ব্যস্ত, মগ, ফিরিঙ্গিগণ তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনে ব্যাপৃত; এরূপ অবস্থায় তাহারা একমাত্র আপনাদিগের বাহুবল আশ্রয় করিয়া সকলেরই বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছিল। তাহাদের এই বীরত্বকাহিনী মুসল্মান ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন, ইউরোপীয় পরিব্রাজক জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট উক্ত ভুঁইয়াগণ ক্ষমতাশালী রাজা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। সেই প্রতাপাদিত্য, কেদার রায়, রামচন্দ্র রায়ের কীর্ত্তিকাহিনী বাঙ্গালীর নিকট যে গৌরবের সামগ্রী, তাহা কি বলিতে হইবে? তাঁহারা মোগল, পাঠান, মগ, ফিরিঙ্গীর সহিত জলযুদ্ধে ও স্থলযুদ্ধে আপনাদের যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে বাঙ্গালী নামের দুর্নাম দূরীভূত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ভুঁইয়াগণের ন্যায়, লক্ষ্মণমাণিক্য, মুকুন্দরাম প্রভৃতি অন্যান্য জমীদারগণও আপনাদের বাহুবলের অল্প পরিচয় প্রদান করেন নাই। ফলতঃ ষোড়শ শতাব্দীর রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত বাঙ্গালীর সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সময়ে সাধারণতঃ দক্ষিণ বঙ্গ বা সুন্দরবন এই রণক্রীড়ার রঙ্গমঞ্চ হইয়াছিল। বিশেষতঃ এইখানে প্রতাপাদিত্যের অক্ষয় কীর্ত্তি বিঘোষিত হয়। আমরা সেই সুন্দরবনের একটি আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রদান করিয়া বারভুঁইয়াগণের, এবং তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রতাপাদিত্যের বিবরণ আলোচনা করার চেষ্টা করিতেছি। তদ্ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তির বিষয়ও আলোচিত হইবে।

প্রকৃতির রম্যনিকেতন, বহুনদনদী-পরিপূর্ণ শ্যামাঙ্গমানদিগন্ত সুন্দর-

বন* বহুযুগ হইতে অতলস্পর্শ বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গলহরীর দ্বারা প্রক্ষালিত হইতেছে। কতদিন হইতে যে ইহা বঙ্গমাতার বাহন রাজব্যাঘ্র ও ভীমকায় গণ্ডার কুম্ভীরের আশ্রয়স্থান হইয়াছে, তাহা সহজে অনুমান করা যায় না। কেহ কেহ বিবেচনা করিয়া থাকেন যে, এককালে এই বিশাল ভূখণ্ড বহুগ্রামনগরাধ্যুষিত অধিবাসীসমূহের আশ্রয়স্থান হইয়া বাণিজ্য-গৌরবে মহিমাশালী ছিল; অপর কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ইহা চিরদিন হইতে এইরূপ নিবিড় অরণ্যরূপেই বিরাজ করিতেছে। ইহার মধ্যে কোন্ মত অভ্রান্ত, তাহা আমরা স্থির করিতে সমর্থ নহি। সমগ্র সুন্দরবন যে, কোন কালে গ্রাম নগরে পরিবৃত ছিল, এ কথা সাহস করিয়া বলা যায় না; আবার ইহার সকল স্থানই যে চিরদিন বনভূমি, তাহাও বলিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। প্রাচীন বিবরণাদি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ইহার যে অংশে পতিতপাবনী ভাগীরথী সাগরসঙ্গমে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা বহুদিন হইতে লোকালয়ে পূর্ণ হইয়া তীর্থস্থান রূপে অবস্থিত রহিয়াছে; কপিল-মুনির আশ্রমরূপে তাহা চির বিখ্যাত। সুন্দরবনের যে অংশ দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত হইয়াছেন, তাহার বহু অংশে ভাগীরথীর উভয় তীরে অনেক সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ও নগরের উল্লেখ বহুদিন হইতে জানিতে পারা যায়। তদ্ভিন্ন ইহার মধ্যস্থ দুই একটি বিক্ষিপ্ত গ্রাম ও নগরের বিষয়ও অবগত হওয়া যায়। ঐতিহাসিক যুগের সময় আলোচনা করিলে জানা যায় যে, ইহার মধ্যভাগ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে সুন্দর সুন্দর নগর, গ্রাম, রাজপথ, অট্টালিকা, মস্‌জীদে পরিবৃত হইয়া এক নূতন কলেবর ধারণ করিয়াছিল। তাহার পর ষোড়শ শতাব্দীতে ইহা একটি বিস্তৃত জনপদ হইয়া উঠে।

সুন্দরবন।

* সুন্দরবনে জাত সুন্দরী বৃক্ষ হইতে ইহার নামকরণ হইয়া থাকে। কেহ কেহ চন্দ্রবন নামে ইহার প্রাচীন অধিবাসী হইতে ইহার নামকরণ করেন।

কিন্তু তখনও ইহার নিবিড় অরণ্য সুন্দরবনের পৃষ্ঠ হইতে একবারে তিরোহিত হয় নাই। স্থানে স্থানে তাহার প্রাচীন কলেবর প্রগাঢ় রূপেই বিরাজ করিতেছিল। সপ্তদশ-শতাব্দী হইতে আবার সেই সমস্ত জনপদ বনভূমিতে পরিণত হইয়া ক্রমে ব্যাঘ্র, গণ্ডার, কুম্ভীরের আশ্রয় স্থান হইয়া উঠে। আমরা নিম্নে ইহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতেছি।

প্রাচীনকালে সুন্দরবন, রামায়ণ, মহাভারত।

বহু প্রাচীনকালে এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ যে বঙ্গোপসাগরের অতল গর্ভে নিহিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ক্রমে নিম্ন বঙ্গের সৃষ্টি আরম্ভ হইয়া তাহা সুন্দরবন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। সুতরাং প্রথমেই যে ইহা নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল, এরূপ বলা যায় না। কিন্তু ইহাতে বহুতর নদ, নদী ও খাল বিল থাকায় লোকে যে ইহার সর্ব্বত্র বাস করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহাও প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। বৈদিক গ্রন্থে যে বঙ্গের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা যে সুন্দরবন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহা নহে। তখন নিম্ন বঙ্গের সৃষ্টি আরব্ধ হয় নাই। রামায়ণের সময় ভাগীরথী বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ বা নবদ্বীপ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রসঙ্গতা হইয়াছিলেন, * এবং তথায় কপিলাশ্রম ছিল বলিয়া অনুমান হয়। তাহার পর ত্রিবেণীতে কপিলাশ্রম ছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। মহাভারতের সময় বঙ্গভূমি আরও দক্ষিণে বিস্তৃত হইয়াছিল। সেই সময় হইতে সুন্দরবনের উৎপত্তি সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। মহাভারতের বনপর্ব্বে লিখিত আছে যে, যুধিষ্ঠির তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়া নন্দা ও কৌশিকী তীর্থে স্নানাদি করিয়া গঙ্গাসাগরসঙ্গমে

* A note on the Ancient Geography of Asia compiled from Valmiki Ramayana by Nabin Chandra Das P. 20-21. মুর্শিদাবাদের ইতিহাস ১ম খণ্ড ৫৯ পৃঃ।

উপস্থিত হন। তথায় পঞ্চশত নদী মধ্যে অবগাহন করিয়া সমুদ্রতীর দিয়া কলিঙ্গদেশে গমন করেন। * গঙ্গাসাগর হইতে কলিঙ্গ বা উড়িষ্যায় যাইতে হইলে সুন্দরবন দিয়াই যাইতে হয়, সুতরাং বর্ত্তমান সুন্দরবনে তৎকালে সাগরসঙ্গম ছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যাইতেছে। মহাভারতের উক্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, তৎকালে সুন্দরবনে অসংখ্য নদনদী ছিল, তখনও ইহার সম্পূর্ণ গঠন হয় নাই। কিন্তু যে অংশে গঙ্গাসাগরসঙ্গম হইয়াছিল, তাহা তৎকালে তীর্থস্বরূপেই পরিগণিত হইত, এবং তদবধি আজ পর্য্যন্ত তাহা সেই ভাবে গণ্য হইয়া আসিতেছে। সুতরাং সুন্দরবনের পশ্চিমাংশ যে বহুকাল হইতে সুগম ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা পূর্ব্বাপর বলিয়া আসিতেছি যে, সুন্দরবনের যে অংশে গঙ্গাসাগরসঙ্গম, তাহা বহুদিন হইতে তীর্থস্থান রূপে পরিচিত। পদ্মপুরাণে এই সাগরসঙ্গমকে এক বিস্তৃত জনপদরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। তথায় সুষেন নামে চন্দ্রবংশীয় একজন রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার সুভায় প্রক্ষদ্বীপস্থ দীপ্যন্তী নগরীর রাজা গুণাকরের কন্যা ও তালধ্বজ নগরের রাজপুত্র মাধবের পত্নী সুলোচনা পুরুষবেশে বীরবর নাম ধারণ করিয়া ভীমনাদ নামে এক

পদ্মপুরাণ।

* "ততঃ প্রযাতঃ কৌশিক্যাঃ পাণ্ডবো জনমেজয়।
আনুপূর্ব্বেণ সর্ব্বাণি জগামায়তনান্যথ॥
স সাগরং সমাসাদ্য গঙ্গায়াঃ সঙ্গমে নৃপঃ।
নদীশতানাং পঞ্চানাং মধ্যে চক্রে সমাপ্লবং॥
ততঃ সমুদ্রতীরেণ জগাম বসুধাধিপঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বীরঃ কলিঙ্গান্ প্রতি ভারত॥"
(মহাভারত বনপর্ব্ব ১১৪ অঃ)

ইহাতে বুঝা যায় যে, সেই সময় সমুদ্রে দ্বীপ সৃষ্টি আরম্ভ হইয়া সুন্দরবনের উৎপত্তি হইতেছিল। তখন ইহার পশ্চিম অংশ দুর্গম হইয়া উঠে নাই।

গঙ্গাসাগরসঙ্গম ও নিম্নবঙ্গের উৎপত্তি বিষয়ে মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের ৬০ পৃঃ দেখ।

গণ্ডার বধ করিয়াছিলেন। * ধর্ম্মবুদ্ধি নামে এক রাজা ব্রহ্মস্বহরণের জন্য গণ্ডারযোনিতে পরিণত হইয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, পদ্মপুরাণের কথিত গঙ্গাসাগর সঙ্গম সুন্দরবনেই অবস্থিত ছিল। কারণ সুন্দরবন ব্যতীত নিম্নবঙ্গের অপর কোন স্থানে গণ্ডার দৃষ্ট হয় না এবং তাহা চিরদিনই গণ্ডার প্রভৃতির আশ্রয় স্থান। সুতরাং পদ্মপুরাণের সময় যে সুন্দরবনের পূর্ণ অস্তিত্ব ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং তথায় অরণ্য ও জনপদ উভয়ই অবস্থিত ছিল।

তন্ত্র ও দিগ্বিজয়-প্রকাশ।

পুরাণাদির ন্যায় তন্ত্রেও সুন্দরবনের উল্লেখ আছে। তন্ত্রচূড়ামণি, মহানীলতন্ত্র, কুব্জিকাতন্ত্র প্রভৃতিতে সুন্দরবনের সুস্পষ্ট রূপে উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্ত্রোক্ত পীঠস্থানের মধ্যে যশোর ও কালীঘাটের উল্লেখ দেখা যায়। † এই যশোর ও কালীঘাট সুন্দরবনের মধ্যেই অবস্থিত। তদ্ভিন্ন তন্ত্রে গঙ্গাসাগরসঙ্গমও তীর্থস্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্রায় তিন শত

* "তপ্তং তপঃ সাগরবিষ্ণুপদ্যোঃ
জগাম বিপ্রোত্তম সঙ্গমায়।
তস্মিন ক্ষেত্রবরে পুণ্যে সর্ব্বকামফলপ্রদে।
বসেদ্রাজা সুবেণাখ্যঃ সোমবংশসমুদ্ভবঃ॥
* * * *
অথৈকদা পুরে তস্য জৈমিনে সকলাঃ প্রজাঃ।
ভীমনাদো নাম খড়্গী ক্ষোভয়ামাস সন্ততম্॥
* * * *
স জঘান মহাকোপাৎ তক্ত। হুঙ্কারনিস্বনম্।
স পপাত মহীপৃষ্ঠে গতায়ু র্গণ্ডক স্তুতঃ॥"
(পদ্মপুরাণ ক্রিয়াযোগসার ৫ অঃ)

† "যশোরে পাণিপদ্মঞ্চ দেবতা যশোরেশ্বরী" (তন্ত্রচূড়ামণি)।
"কালীঘাটে গুহ্যকালী কিরীটে চ মহেশ্বরী।" (মহানীলতন্ত্র)।

বৎসরের পূর্ব্বে রচিত কবিরামের দিগ্বিজয়প্রকাশে লিখিত আছে যে, অনরি নামে ব্রাহ্মণ যশোরেশ্বরীর শতদ্বারযুক্ত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। গোকর্ণবংশ সম্ভূত ধেনুকর্ণ নামে রাজা যশোরের জঙ্গল কাটাইয়া যশোরেশ্বরীর মন্দিরের নিকট ইষ্টক-রচিত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ধেনুকর্ণ রাজার অস্তিত্ব থাকিলে, তিনি যে বহু পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। দিগ্বিজয়প্রকাশে উপবঙ্গের বা "ব" দ্বীপের যে বিবরণ আছে, তাহাতে সুন্দরবনের সুন্দর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। *

যে সময় গ্রাক্‌গণ ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন, সে সময় তাঁহারাও বঙ্গদেশের বিবরণ উল্লেখ করিয়াছেন। মিগাস্থিনিস গঙ্গানদীর তীরস্থ গাঙ্গারডি ও গণকরের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই দুই স্থান এক্ষণে মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। তাঁহার বিবরণ হইতে সুন্দরবনের বিষয় বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায় না। এরিয়ান কটদ্বীপ বা কাটোয়া এবং আমিষ্টিস বা অজয় নদের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি গঙ্গার অনেক শাখানদীরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তদ্দ্বারা অনুমান হয়, তিনি দক্ষিণ বঙ্গ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা বিশদরূপে আমরা টোলেমির বর্ণনায় সুন্দরবনের নির্দ্দেশ দেখিতে পাই। তিনি বাঙ্গলার "ব" দ্বীপ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। † তাঁহার বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, সুন্দরবন তৎকালে

গ্রীকদিগের বিবরণ।

* "ভাগীরথ্যাঃ পূর্ব্বভাগে দ্বিযোজনতঃ পরে।
পঞ্চযোজনপরিমিতো হ্যুপবঙ্গো হি ভূমিপ॥
উপবঙ্গে যশোরাদিদেশাঃ কাননসংযুতাঃ।
জ্ঞাতব্যা নৃপশার্দ্দূল বহুলাসু নদীষু চ॥" (দিগ্বিজয়প্রকাশ)।

† "Ptolemey's description of the Delta is by no means a bad one. If we reject the longitudes and latitudes, as I always do, and adhere solely to his narrative, which is plain enough. He

একেবারে দুর্গম ছিল না ; তাহার কোন কোন অংশে লোকে গতায়াত করিতে পারিত।

ক্রমে সুন্দরবন বা নিম্নবঙ্গ লোকের বসতিস্থান হইয়া উঠে। কিন্তু তাহার সমস্ত অংশ যে বাসযোগ্য হইয়াছিল, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। নিম্নবঙ্গের এই "ব" দ্বীপ ক্রমে উপবঙ্গ নাম ধারণ করে। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় এই উপবঙ্গের উল্লেখ আছে। * এই উপবঙ্গের দক্ষিণ ভাগটি সুন্দরবন। কালিদাসের বর্ণনায়ও এই "ব" দ্বীপের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি রঘুর দিগ্বিজয় উপলক্ষে গঙ্গাস্রোতোমধ্যবর্ত্তী স্থানের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। † উক্ত স্থান যে "ব" দ্বীপ বা উপবঙ্গ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সকল বর্ণনায় সুন্দরবনের সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও, তাহা হইতে বিশদরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, এক্ষণে বঙ্গের যে স্থানে সুন্দরবন অবস্থিত, তখন তাহা লোকজনের একেবারে অগম্য ছিল না। কিন্তু তাহার সর্ব্বত্র যে লোকজনের বাসভূমি ছিল, তাহা সাহস করিয়া বলা যায় না ; তাহা না হইলেও সুন্দরবনের কতক অংশে লোকজন গতায়াত করিতে পারিত ও তাহার স্থানে স্থানে মনুষ্যের আবাসগৃহ স্থাপিত হইয়াছিল।

বরাহ মিহির ও কালিদাস।

begins with the western branch of the Ganges or Bhagirathi and says that it sends one branch to the right or towards the West and another towards the East or to the left. This takes place at Triveni, so called from three rivers parting on the different directions and it is a most small place". (Asiatic Research. XIV, Wilford on Ancient Geography of India p. 464).

* "আগ্নেয্যাং দিশি কোশলকলিঙ্গবঙ্গোপবঙ্গজাঠরাঙ্গাঃ।" (বৃহৎসংহিতা ১৪।৭-৮)

† "বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু চ॥" (রঘুবংশ ৪র্থ সর্গ)।

ভারতের বৌদ্ধযুগের সময় নিম্নবঙ্গের অনেক স্থানে বৌদ্ধকীর্ত্তি স্থাপিত হয়। সে সময় সুন্দরবন নিতান্ত অপরিজ্ঞাত ছিল না। চীনপরিব্রাজকগণের বর্ণনায় সুন্দরবনের বিশিষ্টরূপ উল্লেখ না থাকিলেও, তাহা হইতে সুন্দরবনের অস্তিত্বের বিষয় জানিতে পারা যায়। ফাহিয়ান কেবল তাম্রলিপ্তি বা তমলুকের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাম্রলিপ্তির পরপারে যে তৎকালে সুন্দরবন ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। হিউয়েনসিয়াং তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত ও জীবনবৃত্তান্তে সমতট নামে যে জনপদের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সাধারণতঃ পূর্ব্ববঙ্গ হইলেও তাহার কতক অংশে যে সুন্দরবন অবস্থিত ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তিনি সমতট হইতে ৯০০ লী বা ১৫০ ক্রোশ পশ্চিমে তাম্রলিপ্তিতে গমন করিয়াছিলেন। * তাম্রলিপ্তির ১৫০ ক্রোশ পূর্ব্বে যে পূর্ব্ববঙ্গ তাহাতে সন্দেহ নাই। এই পূর্ব্ববঙ্গ সমুদ্রতীরস্থ ছিল, তাহা সমতট কথা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে। সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গের যে অংশ সমুদ্রতীরবর্ত্তী তাহার কতকঅংশ যে সুন্দরবন, তাহা সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছেন। সমতট হইতে ১৫০ ক্রোশ পশ্চিমে তাম্রলিপ্তিতে যাইতে হইলে যে, সুন্দরবন অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সমতট রাজ্যের রাজধানী সম্ভবতঃ বর্ত্তমান চট্টগ্রাম বা তাহার নিকটে অবস্থিত ছিল। কারণ বর্ত্তমান চট্টগ্রাম হইতে তাম্রলিপ্তি প্রায় ৩০০ মাইল বা ১৫০ ক্রোশই হইবে। † হিউয়েন-

বৌদ্ধযুগ, চীন পরিব্রাজকগণ।

* From Samatata going west 900 li or so we reach the country of Tan mo-li-ti (Tamralipti). (Beals' Siyuki vol. II. p. 200).

† "Measuring from West to East or from right bank at the Hoogli river opposite to the Sagore tripod on the South West point at the Saugar Island to Chittagong it is 270 miles in width." (Calcutta Review 1859 March, The Gangetic Delta.)

সুতরাং তমলুক ৩০০ মাইল হইবে।

সিয়াং সমতট হইতে তাম্রলিপ্তিতে কোন্ পথে গিয়াছিলেন জানা যায় না। সম্ভবতঃ তিনি স্থলপথেই গিয়াছিলেন। কারণ, তিনি কেবল সিংহল যাত্রাকালেই সমুদ্রপথে গমনের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং সমতট হইতে স্থলপথে তাম্রলিপ্তিতে আসিতে হইলে, সুন্দরবনস্থ তাৎকালিক পথ যে নিতান্ত দুর্গম ছিল না, তাহা হিউয়েনসিয়াংএর বর্ণনা হইতে অনুমান করিতে হইবে। কিন্তু ইহার মধ্যে যে তৎকালে কোন প্রসিদ্ধ নগর বা বন্দর ছিল না, তাহাও বুঝা যায়; থাকিলে হিউয়েনসিয়াং নিশ্চয়ই তথায় গমন করিতেন। ফলতঃ সে সময়েও সুন্দরবন একেবারে দুর্গম ছিল না বা তথায় কোন প্রসিদ্ধ নগরবন্দরাদিও বিদ্যমান থাকার অনুমান হয় না।

ইহার পর বঙ্গভূমি সেনরাজগণের অধীনে আসিলে সুন্দরবন পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধিকার বিস্তৃত হয়। অদ্যাপি পূর্ব্ববঙ্গে সেনরাজগণের অগণ্য কীর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছে। দিগ্বিজয়প্রকাশে লিখিত আছে যে, লক্ষ্মণসেনদেব যশোরেশ্বরীর নিকট এক শিব-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুন্দরবনের অন্তর্গত কোন এক গ্রাম হইতে একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, লক্ষ্মণসেনদেব খাড়ীমণ্ডলমধ্যে শ্রীকৃষ্ণধর দেবশর্ম্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিয়াছিলেন। সুন্দরবনের মধ্যে উক্ত সনন্দ প্রাপ্ত হওয়া গেলে, তাহার নিকটে কোন স্থানে যে সেনবংশের প্রদত্ত ভূমি ছিল, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। ফলতঃ সেনবংশের রাজত্বকালে সুন্দরবনের কোন কোন অংশ যে লোকজনের আবাসভূমি হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেনবংশের রাজত্বকালে বারাণসী হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডে তাঁহাদের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়। সুতরাং সুন্দরবনও তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। তবে আমরা পূর্ব্বাপর যাহা বলিয়া আসিতেছি, সেনবংশের রাজত্বকালেও তাহাই ছিল বলিয়া

সেনবংশের সময়।

অনুমান হয়। অর্থাৎ তখনও সুন্দরবনের কোন কোন অংশে লোক-জনের বাস ও কোন কোন স্থান অরণ্যপরিবৃত ছিল।

সেনবংশের রাজত্বের পর বঙ্গভূমিতে মুসল্মান রাজত্বের আরম্ভ হয়। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ অনেকদিন পর্য্যন্ত সেনরাজগণের অধীন ছিল। বঙ্গভূমিতে মুসল্মান রাজত্বারম্ভের পূর্ব্বে মুসল্মান পরিব্রাজকগণ এতদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সুলেমান নামে জনৈক পরিব্রাজক বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। তিনি উপবঙ্গ বা "ব" দ্বীপের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তখন তাহা অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। এই "ব" দ্বীপের অন্তর্গত অনেক নগর বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। তাহার অধিবাসিগণ সাধারণতঃ আরাকানীদিগের সহিতই বাণিজ্য-ব্যবসায়ে লিপ্ত হইত।* তাহার পর পাঠান-রাজত্বকালে ক্রমে ক্রমে সুন্দরবনের স্থানে স্থানে অনেক গ্রাম ও নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

মুসল্মান পর্য্যাটকগণ।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গে পাঠান রাজত্ব বদ্ধমূল হইলে সুন্দরবন পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধিকার বিস্তৃত হয়। এই শতাব্দীর প্রথমভাগে খাঁ জাহান আলি সুন্দরবনের গভীর অরণ্য পরিষ্কার করিয়া তাহাতে গ্রাম নগরাদির পত্তন ও সেই সেই স্থানে রাজপথ, অট্টালিকা ও মসজীদাদির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার অগণ্য কীর্ত্তির মধ্যে কোন কোনটি খুলনা জেলার বাগেরহাটের নিকট অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া

খাঁ জাহান আলি।

* "During the time of the Arab invasion of India (8th Century of the Christian era) Sulaiman came to this country. An account of his travels is given in the Bulletin of the Geographical Society of Paris (p. 203). His account of the Delta of the Ganges was then in a flourishing condition. There existed then many cities which traded with Arakan."

(Proceeding of the Asiatic Society for December 1868.)

থাকে। খাঁ জাহান আলি বা খাঞ্জালি প্রথমেই সুন্দরবনের নিবিড় অরণ্য ছেদন করিয়া তাহাকে বৃহৎ জনপদে পরিণত করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি ৬০ হাজার লোক লইয়া অরণ্য পরিষ্কার ও পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করাইয়াছিলেন। চট্টগ্রামের পাহাড় হইতে তিনি প্রস্তর আনাইয়া অট্টালিকা মস্‌জীদাদি নির্ম্মাণ করান। খাঞ্জালি তিন শত ষাট্‌টি পুষ্করিণী খনন ও তিনশত ষাটটি মস্‌জীদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। তাঁহার ও তাঁহার অনুচরগণের অনেক কীর্ত্তি অদ্যাপি বাগেরহাটের চতুঃপার্শ্বে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সমস্ত কীর্ত্তির মধ্যে সুদৃঢ় স্তম্ভযুক্ত বিস্তৃত দালানসমন্বিত ষাটগম্বুজ মসজীদ, তথা হইতে ভৈরবন পর্য্যন্ত ইষ্টকনির্ম্মিত পথ, খাঞ্জালির সমাধি ও তৎসংলগ্ন পুষ্করিণী ও তাঁহার দেওয়ান মহম্মদ তাহির বা বিখ্যাত পীর আলির সমাধি প্রভৃতি প্রধান। খাঁজাহান আলি ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সমাহিত হইয়াছিলেন। এই সময় সুন্দরবন লোকজনের গতায়াতের পক্ষে সুগম হইয়া উঠে।

যে সময়ে সুন্দরবনের মধ্যভাগে খাঞ্জালির প্রতিষ্ঠিত গ্রাম নগরাদি, মস্‌জীদ, অট্টালিকা, পুষ্করিণী বহুসংখ্যক নরনারীকে আকর্ষণ করিতেছিল,

সুন্দরবনের পশ্চিমাংশ।

সে সময় সুন্দরবনের পশ্চিমভাগে পতিতপাবনী গঙ্গা শতমুখে প্রবাহিত হইয়া সাগরসলিলে আত্মবিসর্জ্জন করিতেছিলেন। তাঁহার পবিত্রতীরে অনেক গ্রাম, নগর তীর্থাদি সুন্দরবন মধ্যে বিরাজিত ছিল। চৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে যে, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ভাগীরথীর কূলে কূলে সুন্দরবনে প্রবেশ করিয়া তাহার তাৎকালিক অন্যতম প্রধান তীর্থ ছত্রভোগে উপস্থিত হইয়া অম্বুলিঙ্গ নামে শিব দর্শন করিয়াছিলেন।* এই ছত্রভোগ বর্ত্তমান ডায়মণ্ডহারবর উপবিভাগ

* "এই মত প্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে।
আইলেন ছত্রভোগে মহা কুতূহলে॥

মধ্যে অবস্থিত ছিল। এক্ষণে তথায় গঙ্গার অস্তিত্ব নাই, কেবল চিহ্নমাত্র দৃষ্ট হয়। কবিকঙ্কণও এই ছত্রভোগের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে ভাগীরথীতীরস্থ সুন্দরবনের অনেক স্থানের উল্লেখ দেখা যায়। হাতিয়াগড় মদনমল্ল প্রভৃতি সুন্দরবনের প্রসিদ্ধ স্থানের উল্লেখ কবিকঙ্কণের গ্রন্থে দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং সাগরসঙ্গমের সুস্পষ্ট উল্লেখও দৃষ্ট হয়।*

বঙ্গদেশে ইউরোপীয়গণের আগমন আরম্ভ হইলে, তাঁহারা বাণিজ্যো-

সেই ছত্রভোগে গঙ্গা হৈয়া শতমুখী।
বহিতে আছেন সর্ব্বলোকে করে সুখী॥
জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে।
অঙ্গুলিঙ্গ ঘাট করি বোলে সর্ব্বজনে॥"
(চৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড)

"হিমাই বামেতে রহে হিজলীর পথ।
রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবত॥
বিষ্ণুহরির দেউল বামেতে রাখিয়া।
সাকড়া বাহিল সাধু মন্তেশ্বর দিয়া॥
আমনদী দিয়া সাধু গেল ছত্রভোগে।
তাহা এড়াইয়া সাধু ভোজন কৈল রঙ্গে॥
লঘুগতি সদাগর গেল কালীপাড়া।
দুকূলে যাত্রীর ঠাট ঘন পড়ে সাড়া॥
সে দিবস সদাগর হাত্যাগড়ে রহে।
প্রভাত হইলে সাধু মেলে সাত নায়ে॥

* * * *

যেখানে সাগরবংশ, ব্রহ্মশাপে হৈল ধ্বংস,
অঙ্গার আছিল অবশেষ।
পরশি গঙ্গার জলে, বিমানে বৈকুণ্ঠে চলে,
সবে হয়ে চতুর্ভুজ বেশ॥
মুক্তিপদ এই স্থান, ইহাতে করিয়া স্নান,
চল ভাই সিংহল নগরে।"
(কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

পলক্ষে সুন্দরবনের অনেক স্থানে যাতায়াত আরম্ভ করেন। পর্টুগীজগণের সময় চট্টগ্রাম বা পোর্টোগ্রাণ্ডি হইতে পিপ্‌লী, বালেশ্বর, সপ্তগ্রাম, হুগলী বা পোর্টোপেকিনো প্রভৃতি বন্দরে তাঁহারা বাণিজ্যার্থে সমাগত হইতেন। তজ্জন্য সুন্দরবনের নিকটস্থ সমুদ্রপথে তাঁহাদিগকে প্রতিনিয়ত যাতায়াত করিতে হইত। সেই সময়ে সুন্দরবনের মধ্যে কোন কোন নগরের অস্তিত্ব তাঁহাদের বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায়। পর্ত্তুগীজগণের পর ওলন্দাজ ও অন্যান্য ইউরোপীয়গণ এতদ্দেশে বাণিজ্যার্থে আগমন করেন। ডি বারো নামক জনৈক ইউরোপীয়ের মানচিত্রে সুন্দরবনের মধ্যস্থ পাঁচটি নগরের নির্দ্দেশ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে তিনটি বাকরগঞ্জ ও অবশিষ্ট দুইটি খুলনা বা ২৪ পরগণার মধ্যে অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমান হয়।* ক্রমে এই সুন্দরবনে পর্টুগীজগণ দস্যুতা অবলম্বন করিয়া মগদিগের সহায়তায় তাহার অধিবাসীদিগকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এই সময় জলদস্যুগণের ভয়ে সুন্দরবনের অধিবাসিগণ আপনাদিগের আবাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে পলায়ন করে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সৎকালে পূর্ব্ববঙ্গ ও দক্ষিণ বঙ্গ প্রসিদ্ধ বারভূঁইয়াগণের অধীন ছিল, সে সময়ে সুন্দরবন সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করে। আমরা নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

ইউরোপীয় বণিক্‌বর্গ, পর্টুগীজগণ।

ষোড়শ শতাব্দীর বারভূঁইয়াগণের মধ্যে ইশা খাঁ সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। অন্যান্য ভূঁইয়াগণ তাঁহাকে আপনাদের সর্দ্দার বলিয়া মান্য করিতেন। এই জন্য তাঁহাকে ভাটিপ্রদেশের অধীশ্বর বলিয়া মুসল্‌মান ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করিয়াছেন। ভাটি বা নিম্নবঙ্গের পরিমাণ তাঁহারা দৈর্ঘ্যে পূর্ব্ব-পশ্চিমে

বার ভূঁইয়াগণের অধীনে।

* "The earlier Portuguese writers unanimously assert that the Delta of the Ganges was much populated."

চারিশত ক্রোশ ও প্রস্থে উত্তর-দক্ষিণে তিনশত ক্রোশ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। * এই বিস্তৃত ভূভাগের যে অধিকাংশ সুন্দরবন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইশা খাঁ ইহার অধীশ্বর হইলেও সুন্দরবনের কতক অংশ বাকলার ভূঁইয়া কন্দর্পরায়ের ও কতক অংশ যশোহরের ভূঁইয়া বিক্রমাদিত্য, বসন্তরায় ও প্রতাপাদিত্যের অধীন ছিল। সুন্দরবনের যে অংশ বর্ত্তমান বাকরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত তাহা বাকলার ভূঁইয়ার এবং খুলনা ও চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত সুন্দরবন যশোহরের ভূঁইয়াদিগের অধীন ছিল। সুন্দরবনের যে অংশ যশোহরের ভূঁইয়াগণের অধীন ছিল তাহার কতক অংশ চাঁদ খাঁ মসন্দরীর জায়গীর ছিল। সুন্দরবনের মধ্যভাগ খাঁজাহান আলি কর্ত্তৃক বিস্তৃত জনপদে পরিণত হইলে ক্রমে সুন্দর বনের পশ্চিমভাগেও গ্রামাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহা লোকজনের পক্ষে সুগম হইয়া উঠে, এবং কালে তাহা এক বিস্তৃত জায়গীরে পরিণত হইয়া চাঁদ খাঁ মসন্দরীর বৃত্তিরূপে

* ভাটি সম্বন্ধে আকবরনামায় যাহা লিখিত আছে, ইলিয়টের ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহার এইরূপ মর্ম্ম প্রদত্ত হইয়াছে :—

"Bhati is the lowlying country and is called by that Hindi name, because it lies lower than Bengal. If extends nearly 400 kos from East to West and nearly 300 from North to South. On the East lies the sea and the country of Jessore ; on the West lies the hill-country South of Tonda. On the North the salt sea and the extremities of the hills of Tibet." (Elliot's History of India vol. vi)

উপরে আকবরনামায় যে মর্ম্ম প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে ভাটির চতুঃসীমা সম্বন্ধে নানারূপ গোলযোগ দৃষ্ট হয়। সেইজন্য বেভারিজ সাহেব ইহার পাঠের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি Tondaর স্থানে Londa ও Jessoreএর স্থানে Jessa বলিতে চাহেন। লণ্ডা রিয়াজুস সালাতিন গ্রন্থে উড়িষ্যার সীমা বলিয়া কথিত হইয়াছে। জেসা আইন আকবরীতে জয়ন্তিয়ার স্থানে লিখিত হইয়াছে।

(Journal of the Asiatic Society of Bengal vol. LXXiii. Pt. I. No. 1, 1904, p. 62.)

Grant সাহেব সুন্দরবন ও তন্নিকটস্থ ভূমি সকলকেই ভাটি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে হিজলীও তাহার অন্তর্গত।

ষ্ঠি হয়। প্রতাপাদিত্যের পিতা রাজা বিক্রমাদিত্য গৌড়ের রাজা দায়ূদের নিকট হইতে উক্ত জায়গীর লাভ করিয়া তাহাতে যশোর নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। বহু প্রাচীনকাল হইতে যশোরের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তাহা রাজা বিক্রমাদিত্য কর্তৃক একটি সুন্দর নগরে পরিণত হইয়া ক্রমে এক বিশাল রাজ্যের রাজধানী হয়। এই বিশাল রাজ্যের অধিকাংশই সুন্দরবনের অন্তর্গত ছিল। রাজা প্রতাপাদিত্য উক্ত যশোর নগরের নিকট ধুমঘাট নামক এক বিস্তৃত নগরের পত্তন করিয়া যশোর রাজ্যকে অনেক গ্রামনগরে ভূষিত করেন। তাঁহার সময়ে যশোর রাজ্য বাঙ্গলার একটি প্রধান জনপদ হওয়ায় দুর্গম সুন্দরবন লোকের পক্ষে সুগম হইয়া উঠে। কিন্তু তখনও সুন্দরবনের নিবিড় অরণ্য সমভাবে বিদ্যমান থাকিয়া ব্যাঘ্র, গণ্ডার, কুম্ভীরের আশ্রয়স্থানরূপে বিরাজ করিত। প্রতাপাদিত্যের সময় যে সকল জেসুইট্ পাদরী এতদ্দেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিবরণে সুন্দরবনের যে বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহাতে তাহার নিবিড় অরণ্য ও বন্য জন্তুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ও তাঁহার স্থাপিত গ্রাম, নগর, গড়, চত্তর প্রভৃতির চিহ্ন অদ্যাপি সুন্দরবনের মধ্যে বিদ্যমান থাকিয়া ষোড়শ শতাব্দীতে ইহা কিরূপ গৌরবময় হইয়াছিল তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

সপ্তদশ শতাব্দী, আবার ধ্বংসারম্ভ।

সপ্তদশ শতাব্দী হইতে আবার ইহার জনপদসমূহ নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইতে আরম্ভ হয়। যে কারণে সুন্দরবনের নিবিড় অরণ্য নিবিড়তম হয়, সাধারণতঃ তাহার দুইটি কারণ অনুমিত হইয়া থাকে। তাহার প্রথম কারণ জলপ্লাবন ও ভূমিকম্প এবং দ্বিতীয় কারণ মগ ও ফিরিঙ্গী জলদস্যুগণের অত্যাচার। এই দুই কারণে ইহার অধিবাসিগণ ইহার মধ্যস্থ গ্রাম নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হওয়ায় সুন্দরবনের

বনরাজি প্রগাঢ়তম অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। নিম্নে এই দুই কারণের যথাসাধ্য আলোচনা করা যাইতেছে।

জলপ্লাবন ও ভূমিকম্প।

অতলস্পর্শ বঙ্গোপসাগরের তীরবর্ত্তী হওয়ায় সুন্দরবন অনেকবার জলপ্লাবনে বিধৌত হইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্প ইহার বক্ষে নানা-প্রকার অত্যাচার করিয়াছে। ঐতিহাসিক কালে যে সমস্ত জলপ্লাবনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দের জলপ্লাবনই প্রথম। ইহাতে বাকলা বা বরিশাল সলিলগর্ভে নিমগ্ন হইয়াছিল, প্রায় দুই লক্ষ লোক এই জলপ্লাবনে দিগ্বিদিক্ ভাসিয়া যায়। আইন আকবরীতে ইহার উল্লেখ আছে। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় জলপ্লাবন সংঘটিত হয়। সুন্দরবনের পশ্চিম ভাগ বিশেষতঃ সাগরদ্বীপ এই জলপ্লাবনে বিধৌত হইয়া যায়। প্রায় ৬০ হাজার লোক ইহাতে প্রাণত্যাগ করে। * সর্ব্বাপেক্ষা ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে এক ভীষণ জলপ্লাবন ও ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়া সুন্দরবনকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে, কলিকাতা পর্য্যন্ত তাহা ধাবিত হইয়াছিল। এই জলপ্লাবন ও ভূমিকম্পে নবগঠিত কলিকাতা একেবারে শ্রীহীন হইয়া পড়ে। তাহার পর বঙ্গভূমিতে অনেক-বার জলপ্লাবন ও ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়াছিল। ১৭৫০ বা ৬০ খৃষ্টাব্দে একটি ভীষণ ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। তাহাতে সুন্দরবনের অনেক পরি-বর্ত্তন ঘটে। ১৮৪২ ও ৫২ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্প ইহাকে নানাপ্রকারে পরিবর্ত্তিত করে। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তও জলপ্লাবন ও ভূমিকম্পের বিরাম নাই। এই দুই প্রাকৃতিক বিপ্লবে সুন্দরবনে যে নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় এবং ইহার অধি-

* কাহারও কাহারও মতে ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে এক জলপ্লাবন হইয়াছিল। ১৬৮০ ও ৮৮র জলপ্লাবন এক কি পৃথক্ তাহা বলা যায় না।

বাসিগণ তজ্জন্য যে স্থানান্তরে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে।

উক্ত দুই প্রাকৃতিক বিপ্লব ব্যতীত সুন্দরবন এক সময়ে মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুগণের লীলাভূমি হইয়াছিল। ইউরোপীয় পরিব্রাজকগণের বর্ণনায় সুন্দরবনের দস্যুর বিষয় অবগত হওয়া যায়। খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে মগ ও ফিরিঙ্গিগণের ক্ষমতা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। পর্টুগীজগণ এতদ্দেশে বাণিজ্যার্থ সমাগত হইয়া ক্রমে বাস করিতে আরম্ভ করে। পরে অন্যান্য ইউরোপীয় বণিক্‌গণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভগ্নোদ্যম হইয়া দস্যুতা অবলম্বন করিয়া জলপথে নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই জলদস্যুগণের মধ্যে গঞ্জালেস ফিরিঙ্গীর নামই দেশবিখ্যাত হয়। ইহারা অধিবাসিগণের সর্ব্বস্বলুণ্ঠন ও পুত্রকন্যা হরণ করিয়া তাহাদিগকে দাসরূপে বিক্রয় করিত। সাজাহানের রাজত্বকালে পর্টুগীজগণের প্রাধান্যের ধ্বংস সম্পাদিত হয়। পর্টুগীজ বা ফিরিঙ্গিগণের ন্যায় আরাকানী বা মগগণও দস্যুতা অবলম্বন করিয়া নিম্নবঙ্গে বিশেষতঃ সুন্দরবনে নানারূপ অত্যাচার করিত। বাকলা বা বাকরগঞ্জে তাহাদের অত্যাচার ভীষণরূপ ধারণ করিয়াছিল। কোন কোন গ্রন্থে এই মগ অত্যাচারের কথা লিখিত আছে। * মেজর রেনেলের সুন্দরবনের মানচিত্রে বাকরগঞ্জের দক্ষিণ অংশ মগগণ কর্ত্তৃক জনশূন্য হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ফলতঃ ফিরিঙ্গী ও মগদিগের

মগফিরিঙ্গীর অত্যাচার।

* বাকলা চন্দ্রদ্বীপের মগ অত্যাচারের কথা ভবিষ্যপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে :—

"মগজাতিশস্ত্রপাতৈ র্মর্ত্তব্যা সকলাঃ প্রজাঃ।
মগাধিকারো ভাবী চ বেদভ্রষ্টো ভবিষ্যতি॥
মগান্তে যবনো ভাবী কল্কিদেবাবধির্দ্বিজাঃ॥"

কুলাচার্য্যগণের গ্রন্থে বাকলা চন্দ্রদ্বীপের রাজগণের ও খানরিপাড়ার ঠাকুরতাগণের সহিত মগফিরিঙ্গীর যুদ্ধের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

অত্যাচারে সুন্দরবন যে বিধ্বস্ত হইয়াছিল, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। *

এই সমস্ত কারণে সুন্দরবনের গ্রাম নগরাদি ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হয়। কিন্তু আমরা পূর্ব্বাপর বলিয়া আসিয়াছি যে, ইহার সকল স্থান যে লোকজনের বাসভূমির যোগ্য ছিল, এরূপ প্রতীত হয় না। তাহা না হইলেও ইহাতে যে সমস্ত গ্রাম নগরাদি ছিল, তাহা কালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। অদ্যাপি ইহার স্থানে স্থানে তাহাদিগের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বাগেরহাটের নিকট খাঞ্জালির মসজীদাদির ও যশোর-ঈশ্বরীপুরের নিকট প্রতাপাদিত্যের

প্রাচীন বাসের চিহ্ন।

* "They (Portuguse) made women slaves, great and small with strange cruelty and burnt all they could not carry away. And it is that there are seen in the mouth of the Ganges so many fine cities quite deserted." (Bernier)

"The Portuguse slave dealers and Mugs led by their devastation to the depopulation of the Sundarban. Cyclones also did their work ; one swept over Saugar Island in 1680 which carried away more than 60,000 people. The Mugs as late as 1824, were objects of terror even to Calcutta and in 1760 the Government had a band thrown across the river near the site at the Botanical Gardens to prevent them and Portuguse pirates coming up." (Long)

"In addition the place was exposed to predatory incursions of piratical Mugs and even at Portuguse buccaneers quite sufficient to scare away a timid and probably disunited population."

(H. J. Rainey)

"In early times the Mugs used to commit depradation in the Sundarbans and in Rennel's map a large tract is market depopulated by them. They had been in the habit of trading in betelnut from an early date." (Beveridge)

অদ্যাপি বাকরগঞ্জের সুন্দরবনে অনেক মগ বাস করিয়া থাকে। বেভারিজ সাহেব তাহাদিগকে অল্পদিনের অধিবাসী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।

রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ ব্যতীত সুন্দরবনের স্থানে স্থানে প্রাচীন গ্রামাদির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সাগরদ্বীপে. সুন্দরবনের ১২৯, ১১৬, ২১১, ১৬৫, ১৪৬নং লাটে ভগ্ন অট্টালিকা, উদ্যান প্রভৃতির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। * এই সমস্ত চিহ্ন দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সুন্দরবনে

* "In the Island of Saugur which lies upon the extreme edge at the Deltaic basin, consequently lying higher than the centre of the Delta, the remains of tanks, temples and roads are still to be seen, showing that it was once more densely populated than it is now; and native history informs us that the Saugur Island has been inhabitated for centuries. During the operation of clearing Saugur Island in 1822 to 33 and later when clearing away the Jungle for the Electric Telegraph in 1855-56 remains of buildings, tanks, roads, and other signs of men's former presence were brought to light. Again upon the Eastern portions of the Sundarbans where the country has been cleared of forest mud forts are found in good numbers erected most probably by the then occupiers of the soil to ward off the attacks of the Mugs, Malyas Arabs, Portuguese and other pirates who in times gone by that is, about A.D 1581. depopulated this part of the country. The Mugs even advanced so far to the westward as to depopulate the whole country lying between the river Haringhata and Rabanabad channel, But we know of no trace of the land having been occupied farther to the Westward of the Haringhata."

"In lot No. 129 that has been lately cleared and occupied by village of native Christians, we remarked baked bricks, remains of buildings fruit trees not indigenous to the country and a large but shallow tank all evidence of former occupation but these remains are close upon the water's edge."

(Calcutta Review March 1859. The Gangetic Delta.)

"Down the left or Eastern bank of the Cabbadak cultivation once extended, according to tradition, far below the solitary village

এককালে গ্রাম নগরাদির অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু ইহার অধিকাংশ স্থানই বহুদিন হইতে নিবিড় অরণ্যে সমাচ্ছাদিত হইয়া, ব্যাঘ্র, গণ্ডার, কুম্ভীরের আশ্রয়স্থান রূপে বিরাজ করিতেছিল। সুতরাং সুন্দরবনের কোন কোন অংশে লোকজনের বাসভূমি এবং কোন কোন অংশ যে বনভূমি ছিল, ইহাই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

সুন্দরবন যে বারভুঁইয়াদিগের অধীনে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, আমরা এক্ষণে তাঁহাদেরই বিষয় আলোচনা করিতেছি। বাঙ্গলা দেশ বহুদিন হইতে বারভুঁইয়ার মুলুক নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু মোগলবিজয়ের সময় যে সমস্ত পরাক্রান্ত ভুঁইয়া আপনাদিগের বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, আমরা কেবল তাঁহাদেরই বিবরণ উল্লেখ করিতেছি। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমরা বারভুঁইয়ার

বারভুঁইয়া।

of Gobra and of Soondarban lot No. 212; some ruins of masoury buildings and traces of old court yards and here and there some garden plants and shrubs remain to the present day in lot No. 211 close to the khal which separates it from lot No. 212, and attest in some measure the truth of the legend. But by whom the buildings were erected or when inhabited no one seems to know."

(Gastrell's report of the districts of Jessore, Farridpur & Bakergange.")

"The remains of these fine cities are found in lots No. 116, 211, 165 & 146. Mr. Swinhoe has published a figure of the ruins lately discovered in lot No. 116. The temple is of the Budhist type of architecture. In lot No. 146 there are brick ruins with terracotta ornaments. Most of the ruins are on the banks of the Cobatak. Colonel Gastrell in his Geographical and Statisfical report of the districts of Jessore, Faridpore and Bakergunge speaking of old ruins states :—"But all enquiry failed nothing could be found save the ruins already mentioned on the banks of the Cabatak river.

উৎপত্তিসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। কেবল যে, বাঙ্গলা দেশ বারভূঁইয়ার মুলুক নামে কথিত হইয়া থাকে, এমন নহে, আসাম প্রদেশেও এই বারভূঁইয়ার উল্লেখ দেখা যায়। তদ্ব্যতীত ত্রিপুরা ও আরাকানের অধীশ্বরগণ আপনাদিগকে বারভূঁইয়ার অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করিতেন। * যে বারভূঁইয়ার সহিত বাঙ্গলা, আসাম ও আরাকান প্রভৃতির সম্বন্ধ বিজড়িত রহিয়াছে, তাহার উৎপত্তির বিষয় আলোচনা করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেইজন্য আমরা প্রথমে বারভূঁইয়ার উৎপত্তিসম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

উৎপত্তি।

প্রাচীন কালে বিজিগীষু রাজা, তাঁহার শত্রু এবং তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে ও নিকটে অবস্থিত, রাজাদিগকে লইয়া একটি মণ্ডল কল্পনা করা হইত, উক্ত মণ্ডলে দ্বাদশ জন নৃপতি থাকিতেন। † ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের স্থানে এক এক রাজার অধীন দ্বাদশ জন সামন্ত নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে তাহাই দৃষ্ট হয়। বাঙ্গলার বারভূঁইয়া সম্বন্ধে এইরূপ স্থির হয় যে, পালরাজগণের

The mud forts entered on Rennel's map on the banks of the Rabanabad or Goolaceper river do not exist now-a days."

(Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, December 1168.)

* "The kings of Aracan and Commillah were constantly striving for the mastery, and the former even conquered the greatest part of Bengal. Hence to this day they assume the title of Lord of the twelve Bhuoiyas, bhatties, or principalities of Bengal."—*Wilford ; Ancient Geography of India. vol XIV. of Asiatic Researches. P. 451.*

† মধ্যমস্য প্রচারঞ্চ বিজিগীষোশ্চ চেষ্টিতং। এতাঃ প্রকৃতয়ো মূলং মণ্ডলস্য সমাসতঃ।
উদাসীনপ্রচারঞ্চ শত্রোশ্চৈব প্রযত্নতঃ॥ অষ্টৌ চান্যাঃ সমাখ্যাতা দ্বাদশৈব তু তাঃ স্মৃতাঃ॥
মনুসংহিতা : ৭ম অধ্যায়।

রাজত্বকালে তাঁহাদের উৎপত্তি হইয়াছিল। বাঙ্গলার বারভূঁইয়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। কোনও এক সময়ে বারজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য পশ্চিম প্রদেশ হইতে করতোয়া নদীর তীরে উপস্থিত হন। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই পালবংশীয় ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই উক্ত অনুষ্ঠানের সময় অতীত হইয়া যায়, সুতরাং বার বৎসর পর্য্যন্ত তাহাব পুনরনুষ্ঠানের জন্য তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হয়। তজ্জন্য তাঁহারা উক্ত প্রদেশে প্রাসাদ, মন্দির প্রভৃতির নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণী খননাদি করিয়া অবস্থান করেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে বারভূঁইয়াগণ অবস্থিতি করিয়া তত্তৎপ্রদেশের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, * এবং সেই সময়ে পালরাজগণ সমগ্র বঙ্গ-

* "The Kocchis then gave a line of princes to Kamrup; at this time a part of Upper Assam was under a mysterious dynasty called the Bhara Bhuya, of which no one has ever been able to make anything but it is in all probability connected with the following tradition which Buchanon gives in his Account of Dinajpur :— 'On a certain occasion twelve persons of very high distinction and mostly of the Pal family came from the west country to perform a religious ceremony on the Karotya river (the boundary between the ancient divisions of Matsya and Kamrup), but arrived too late, and as the next season for performing the ceremony was twelve years distant, they in the interval took up their abode there, built palaces and temples, dug tanks, and performed many other great works. They are said to have belonged to the tribe called Bhuyas to which the Rajahs of Kasi (Benares) and Bhettiah also belong."—*Dalton's Ethnology of Bengal.*

বুকানন হামিল্টনের মতে, ইহাঁরা বর্ত্তমান ভূমিহারগণের সমজাতি। কিন্তু ডাল্টন তাঁহাদিগকে উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের ভুঁইয়াগণের সহিত একজাতি বলিতে চাহেন। ডাল্টনের সিদ্ধান্ত কত দূর সত্য, বলিতে পারি না; কারণ, উক্ত ভুঁইয়া জাতি আর্য্য-বংশীয় কি না সন্দেহ। অথচ বুকাননের মতে, বারভুঁইয়ার অধিকাংশ পালবংশীয়

রাজ্যের একাধীশ্বর থাকায়, সম্ভবতঃ ভূঁইয়াগণ তাঁহাদের অধীন সামন্ত-রাজ-রূপেই গণ্য হইতেন। ধর্ম্ম-মঙ্গলাদি গ্রন্থে পালরাজগণের সঙ্গে বার-ভূঁইয়াগণের উল্লেখ দেখা যায়। ধর্ম্ম-মঙ্গলে রাজসভা বর্ণনোপলক্ষে বার-ভূঁইয়ারও বর্ণনা দৃষ্ট হয়। * বিবাহাদি উৎসবে বারভূঁইয়ারা বরমাল্য প্রভৃতি দান করিতেন। মাণিক গাঙ্গুলী কামরূপাধিপতিকে গৌড়েশ্বরের বারভূঁইয়ার অন্যতম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বারভূঁইয়াগণ, সামন্ত রাজাই ছিলেন। ইহাদের প্রাধান্য ক্রমে আসাম ও দক্ষিণ বঙ্গে বিস্তৃত হয়। বারভূঁইয়াগণ অনেকদিন পর্য্যন্ত বংশানুক্রমে আপনাদিগের অধিকার ভোগ করিয়াছিলেন। আসাম, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, ঢাকা প্রভৃতি প্রদেশে তাঁহাদের অনেক কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ঢাকা জেলায় তিনজন প্রাচীন ভূঁইয়ার চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। †

ছিলেন। পালবংশীয়গণ ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের স্বজাতীয়গণ আর্য্যবংশীয় হওয়াই সম্ভব। বুকানন যে কাশী ও যেতিয়ার রাজাদিগকে বারভূঁইয়াগণের একজাতি বলিয়াছেন; তাহাও বিবেচ্য বটে। বর্ত্তমান ভূমিহারগণকে অনেকে মূর্দ্ধাবষিক্ত বলিয়া থাকেন। মূর্দ্ধাবষিক্তগণ ব্রাহ্মণের ঔরসে ও ক্ষত্রিয়ার গর্ভে উৎপন্ন হয়। কোন কোন স্মৃতির মতে তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও কোন কোন স্মৃতির মতে তাঁহারা ক্ষত্রিয়াচারসম্পন্ন হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে সাধারণতঃ 'বাভণ'ও বলে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আসামের শিলালিপি হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, বাভূণ শব্দ ব্রাহ্মণের অপভ্রংশ তাঁহারা বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ হওয়ায় কিঞ্চিৎ হেয়। ফলতঃ, বারভূঁইয়ারা সেন-বংশীয় হইলে যে আর্য্যবংশীয় জাতি, সন্দেহ নাই। পালবংশীয় হইলে তাঁহারা ক্ষত্রিয় হন। যাহা হউক, এ বিষয় লইয়া আমরা এস্থলে অধিক আলোচনা করিতে চাহি না। ভূঁইয়া শব্দ, সংস্কৃত ভৌমিক, ভূমিজ প্রভৃতি শব্দ, বা পালি ভূমিন্দো, ভূমিপালো, ভূমিপো, বা ভুম্মো হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করিবেন। আমরা সাধারণতঃ ভূঁইয়া শব্দকে ভৌমিক শব্দেরই অপভ্রংশ মনে করিয়া থাকি।

* "বারভুঞা বসে আছে বুকে দিয়া ঢাল।" মাণিক গাঙ্গুলী।

† "The next rulers we hear of belonged to the Booneahs or Bhuddist Rajahs. Three of the Booneah Rajahs took up their abode in this district, and in that portion of it lying to the north of

পালবংশের পর সেন-বংশ ও পরে পাঠানগণ বঙ্গদেশের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সময়ে উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ বারভূঁইয়াগণের অধিকারে ছিল। কিন্তু সে সময়ে মূল বারভূঁইয়া বংশের লোপ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়, এবং তাঁহাদের স্থানে নূতন নূতন ভূঁইয়া নিযুক্ত হন। বোধ হয়, তাঁহাদের সংখ্যারও হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকিবে। তথাপি তাঁহারা বারভূঁইয়া নামেই অভিহিত হইতেন। পাঠান-রাজত্বকালে, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই মুসল্মান ছিলেন। ইঁহারা রাজকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের ভূমি জায়গীর প্রাপ্ত হন; এবং কয়েক জন হিন্দু ভূঁইয়ার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহারাও বারভূইয়া নামে কথিত হইতেন। মোগল-বিজয়ের সময় উক্ত বারজনের মধ্যে নয়জন মুসল্মান ও তিনজন হিন্দু ছিলেন জানা যায়। উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ ব্যাপিয়া তাঁহাদের অধিকার বিস্তৃত ছিল। কিন্তু, পশ্চিম বঙ্গে কোনও ভূঁইয়ার অধিকার ছিল কি না, জানা যায় না। * হিন্দু তিন ভূঁইয়া শ্রীপুর, বাকলা ও যশোরের অধীশ্বর

পাঠান ও মোগল রাজত্বকাল।

the Boorigonga and Dulluserry, where the sites of their capitals are still to be seen. Jush Pal resided at Moodabpore in the pargunnah of Toollipabad. Harischonder at Catebarry near Sabar, and Sissopal at Capassia in Bhowal. * * * * *

"The Rungpore branch of Booneahs, it is well known, ruled at one time the ancient kingdom of Kamroopa."—*Taylor's Topography of Dacca.*

"The Bhuiya or Buddhist Rajas (founders of the Pal dynasty of the Kings of Bengal) are the next rulers spoken of. Three of them took of their abode in this district, to the north of Booriganga, and Dhaleswari, where the sites of their capitals are still to be seen."—*Hunter's statistical Account of Dacca.*

* প্রতাপাদিত্যচরিত্র-রচয়িতা রামরাম বসুর মতে, উক্ত বারভূঁইয়াগণের অধিকার

ছিলেন। মুসল্‌মান নয়জনের মধ্যে কত্রাভুব ইশাখাঁ মসনদ আলি সর্ব্ব-প্রধান; তিনি অপর একাদশ জন ভুঁইয়ার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন। বৌটন রোজ ও জেম্‌স ওয়াইজ, ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য ও ফতেয়াবাদের মুকুন্দরায়কে বারভুঁইয়ার শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে যে সমস্ত জেসুইট পাদরী বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিবরণে স্পষ্টই লিখিত আছে যে উক্ত বার জনের মধ্যে নয়জন মুসল্‌মান ছিলেন। * এই বারজন ভুঁইয়া অনেক

বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা ও আসাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আসাম পর্য্যন্ত বিস্তৃতির কথায় বোধ হয়, আসামের প্রাচীন বারভুইয়াগণের কথা তখনও বঙ্গদেশে প্রচারিত ছিল। কিন্তু বাঙ্গালার শেষ বারভুঁইয়াগণের অধিকার যে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহার কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না।

* "The king of Patanaw was Lord of the greatest part of Bengala, until the Mogol slew their last king After which twelve of them joined in a kind of Aristocracy and vanquished the Mogolls (it seems this was in the time of Emmadan paxda) and still notwithstanding the Mogoll's greatness, are great Lords, specially he of Siripur, and of Ciandecan, and above all Moasudalim. Nine of them Mahametans."—*Purcha's Pilgrims, The fourth Part. Book V. P. 511.*

ফার্ণাণ্ডেজের বিবরণে শ্রীপুর ও চণ্ডিকান বা যশোহরের রাজাকে ভুঁইয়া বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং অন্য নয় জনকে মুসল্‌মান বলা হইয়াছে। সুতরাং অবশিষ্ট হিন্দু ভুঁইয়া কে ছিলেন, তাহা বিবেচ্য বিষয়। ডুজারিক সে গোলযোগ মিটাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে, অপর হিন্দু ভুঁইয়া বাকলার অধীশ্বর। ভুজারিক ভুইয়াদের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন যে, মোগলেরা দ্বাদশ জনের অধীন দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত দেশ জয় করিলেও তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকে আবার আপন আপন রাজ্য অধিকার করিয়া লয়, এবং তাহারাই এক্ষণে প্রকৃত রাজ্যাধিপতি। তাহারা কাহারও অধীনতা স্বীকার করে না। যদিও তাহারা আপনাদিগকে রাজার ন্যায় পরিচিত করিয়া থাকে, তথাপি তাহারা রাজা নামে অভিহিত হয় না। তাহারা ভুঁইয়া (Buyons) নামে কথিত হয়, ও রাজতুল্য পরিচিত। সমস্ত পাঠান ও বাঙ্গালীরা ইহাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে তিন

সময়ে মিলিত হইয়া মোগলগণকে বাধা প্রদান করিতেন, এবং তাঁহারা আপনাদিগের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য মোগলের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কখনও কখনও তাঁহারা পরস্পরের সহিতও বিবাদে প্রবৃত্ত হইতেন, এবং মগ ও ফিরিঙ্গীদিগের সহিতও যুদ্ধ করিতেন। তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের রাজা ছিলেন, সকলেই ইঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করিত। মুসল্‌মান নয়জনের মধ্যে সকলেই পাঠান ছিলেন। এই সময়ে উড়িষ্যার পাঠানগণও বঙ্গভূমিতে অধিকার বিস্তারের জন্য অল্প চেষ্টা করেন নাই। তৎকালে এইরূপে মোগল, পাঠান, মগ, ফিরিঙ্গী ও বাঙ্গালীর মধ্যে বঙ্গরাজ্য লইয়া ঘোরতর সংগ্রাম চলিয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে মোগলেরাই বিজয়লাভ করে। বারভুঁইয়ার মধ্যে যে তিনজন হিন্দু ছিলেন, তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই বঙ্গজকায়স্থ। লক্ষ্মণ-মাণিক্য ও মুকুন্দরাম রায়,—যাঁহারা কাহারও কাহারও মতে ভূঁইয়া বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন,—তাঁহারাও বঙ্গজকায়স্থ ছিলেন। কিন্তু উপরি উক্ত দুইজন যে বারভূঁইয়ার অন্তর্গত ছিলেন না, আমরা পূর্ব্বেই সে কথার উল্লেখ করিয়াছি। ভুলুয়ার রাজগণ চিরদিন ত্রিপুরার সামন্ত রাজা ছিলেন, এবং আকবরনামায় মুকুন্দরাম রায়কে একজন জমীদারমাত্র বলিয়া দেখা

জন হিন্দু, তাহারা চাণ্ডিকান, শ্রীপুর ও বাকলার অধীশ্বর। অবশিষ্ট ভুঁইয়ারা মুসল্‌মান। ৪৩৯-৪০ পৃ দেখ।

"According to Du Jarric, the three Hindu princes were those of Sripur, Chandican and Bacala."—*Beveridge's District of Bakargunj. P. 29, Note.*

কার্ণাণ্ডেজ কেবল ক্ষমতাশালী ভুঁইয়াদের বিষয়ই উল্লেখ করিয়াছেন। সেই সময়ে বাকলার রাজা রামচন্দ্র রায় অল্পবয়স্ক হওয়ায় তিনি তাঁহার উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার দলভুক্ত প্রচারক ফনসেকার বিবরণ হইতে রামচন্দ্র ও তাঁহার রাজ্যসম্বন্ধে অনেক বিষয় জানা যায়। পরে তাহা লিখিত হইতেছে।

যায়। বিশেষতঃ, জেসুইট পাদরীগণ যখন সে সময়ে বাঙ্গলা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া নয়জন মুসল্‌মান ভূঁইয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের বিবরণ কোনও মতে অবিশ্বাস করা যায় না। তাঁহারা ইহাও বলিয়াছেন যে, উক্ত বারজনের মধ্যে নয়জন মুসল্‌মান হওয়ায় তাঁহারা সুচারুরূপে ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারেন নাই। * এই নয়জন মুসল্‌মানের মধ্যে ইশা খাঁ সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। ইংরেজ পরিব্রাজক রালফ ফিচ্‌ ও জেসুইট প্রচারকগণ তাঁহার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। অপর আটজনের বিবরণ জানিবার উপায় নাই। কেহ কেহ ভাওয়ালের গাজীবংশকে অন্যতম ভূঁইয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। বৌটন রোজের গ্রন্থে চাঁদপ্রতাপের জোনা গাজী ভূঁইয়া বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। জোনা-গাজী সম্ভবতঃ সোনা গাজী হইবেন। কিন্তু ওয়াইজ ভাওয়ালের ফজল গাজীকে ভূঁইয়া বলিয়াছেন। ভাওয়ালও চাঁদপ্রতাপ গাজী-বংশের অধীন ছিল। সম্ভবতঃ উক্ত বংশের দুই জন দুই ভূঁইয়া হইতে পারেন। হিজলীর মসনদআলিগণও পরাক্রান্ত ছিলেন। হিজলী তৎকালে ভাটী

* "Pimenta commences by giving a short sketch of the history of Bengal, and states that the government of it was at that time in the hands of twelve princes who had formed a secret league among themselves, and had got the better of the Moghals. He adds that the most powerful of the twelve were the lords of Sripur and Chandecan, but above all the Moasadali, or Masauddin (?) Perhaps this is Isakhan Masnudd-i-Ali of Khizrpur, described by Dr. Wise as the most celebrated of the twelve Bhuyas. Nine of the twelve, says Pimenta, are Mahomedans, and this circumstance very much retards the work of conversion."—*Beveridge's Bakargunj. P. 29.*

পাইমেণ্টা গোয়ার পাদরী ছিলেন। তাঁহার নিকট কার্ণাণ্ডেজ প্রভৃতি পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি সেই সমস্ত পত্র পরে প্রকাশ করেন। সুতরাং পাইমেণ্টার বিবরণ কার্ণাণ্ডেজ প্রভৃতির পত্র হইতেই সংগৃহীত।

বা সুন্দরবনের অন্তর্ভুক্ত ছিল, অনেক স্থলে এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জন্য হিজলীর মসনদআলিগণ অন্যতম ভূঁইয়া হইলেও হইতে পারেন। কিন্তু জেসুইট পাদরীগণের আগমনের পূর্ব্বে ১৫৮৪ খৃঃ অব্দে তাঁহাদের অন্তর্দ্ধান ঘটিয়াছিল। তবে মোগলবিজয়ের সময় তাঁহারা বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া, তাঁহারা জেসুইট পাদরীগণের উল্লিখিত নয় জনের অন্যতম হইতেও পারেন। কিন্তু আমরা সে বিষয়ে বিশেষ কোনও প্রমাণ দেখিতে পাই না। উক্ত নয় জনের মধ্যে অনেকে ঘোড়াঘাট বা রঙ্গপুর প্রদেশে অবস্থিতি করিতেন। কারণ, তৎকালে ঘোড়াঘাট প্রদেশ পাঠানদিগের অন্যতম প্রধান বাসস্থান ছিল, এবং মোগলদিগকে ঘোড়াঘাট জয় করিতে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। ফলতঃ, আমরা বিশিষ্ট প্রমাণে কেবল চারি জন ভূঁইয়ার বিষয় অবগত হইতে পারিয়াছি। সুখের বিষয়, তন্মধ্যে তিন জন বাঙ্গালীরই বিবরণ জানা গিয়াছে। সেই তিন জন বাঙ্গালী ভূঁইয়া কিরূপে আপনাদের বাহুবলের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্য বাঙ্গালীমাত্রেরই কৌতূহল হইতে পারে। আমরা তাঁহাদের যথাযথ বিবরণপ্রদানের চেষ্টা করিব। কিন্তু প্রথমতঃ আমরা ভূঁইয়াগণের সর্ব্বপ্রধান ইশাখাঁর কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। কারণ, তদ্দ্বারা পাঠানেরা বঙ্গদেশে মোগলদিগকে কিরূপ ভাবে বাধা দিয়াছিল, তাহার বিশদ বিবরণ অবগত হওয়া যাইবে। ইশাখাঁর বিবরণের পর আমরা তিন জন হিন্দু ভূঁইয়ার বিবরণ প্রদান করিব।

ইশা খাঁ।

বাঙ্গলার শেষ পাঠান নরপতি দায়ূদের অবসানের পর যদিও মোগলেরা গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করিয়া বঙ্গরাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তথাপি পাঠানেরা ও অন্যান্য ভূঁইয়ারা প্রথমে তাঁহাদিগের অধীনতা স্বীকার করিতে চাহেন নাই। এই সময়ে উড়িষ্যায় এবং পূর্ব্ব ও উত্তর-বঙ্গে পাঠান-বংশীয়েরা আপনাদিগের

ক্ষমতাসঙ্কোচের কোনপ্রকার চেষ্টা করেন নাই। উক্ত পাঠান-বংশীয়গণের মধ্যে উড়িষ্যার কতলু খাঁ ও বঙ্গের ইশা খাঁই প্রধান। ইশা খাঁর পিতা প্রথমে হিন্দু ছিলেন, তাঁহার নাম কালিদাস গজদানী। ইহারা বাইশ রাজপুত শ্রেণী। * হোসেন খাঁর রাজত্বসময়ে তিনি অযোধ্যা হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন। পরে মুসল্মানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সলিমান খাঁ নামধারণ করিয়া এক পাঠানরমণীর পাণিগ্রহণ করেন। তিনি সমস্ত ভাটি প্রদেশের † অধীশ্বর হন। সেলিম খাঁ ও তাজখাঁ কর্ত্তৃক তিনি নিহত হইলে, তাঁহার পুত্রদ্বয় ইশা ও ইস্মাইল দাসরূপে বিক্রীত ও দূরদেশে নীত হন। ‡ সাউন্নেসা নামে তাঁহার এক কন্যারও উল্লেখ দেখা যায়। ইশা ও ইস্মাইল খাঁ পরে তাঁহাদের মাতুল কুতুবউদ্দীন কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে আনীত হন। ক্রমে ইশা আপনার প্রতিভা ও ক্ষমতার বলে পূর্ব্ববঙ্গের ভূঁইয়া হইয়া উঠেন, এবং খিজিরপুর পরগণার ভার প্রাপ্ত হন। কত্রাভু তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি হোসেনসাহ-বংশীয়া ফতেমাখানম-নাম্নী কোন রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রমে তিনি সমস্ত ভাটি প্রদেশের একাধীশ্বর হইয়া অপর একাদশ জনের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেন। § ইশা খাঁ প্রথমতঃ মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। তিনি করিমদাদ ও ইব্রাহিম প্রভৃতি আফগানের সহিত মিলিত হইয়া ভাটি প্রদেশে স্বাধী-

* Elliot's History of India, also Blochman's Ain-i-Akbari.

† ভাটি সম্বন্ধে পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

‡ বেভারিজ সাহেব বলেন যে, ইশার পিতা হিন্দুই ছিলেন; কারণ, মুসলমান-পুত্র দাসরূপে মুসলমান কর্ত্তৃক বিক্রীত হইত না।

§ "Isa by his intelligence and prudence, acquired a name, nd he made twelve zemindars of Bengal to become his ependants."—*Elliot's History of India. Vol VI. Akbornama.* াকবরনামার বিবরণে, বোধ হয়, যেন ইশা খাঁ বারভুঁইয়া হইতে পৃথক। কিন্তু প্রকৃত ভাবে তিনি বারভুঁইয়ার অন্তর্গত ছিলেন।

নতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। মোগল সুবেদার খাঁজাহান আর কতকগুলি আফগানের সাহায্যে ৯৮৬ হিজরী (১৫৭৮ খৃঃ অব্দে) ভাটি প্রদেশ অধিকার করেন। * তাহার পর হইতে ইশা মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সুযোগ পাইলেই স্বাধীনতা-প্রকাশের চেষ্টা করিতেন

মাশুম খাঁ কাবুলী ও ইশা খাঁ।

এই সময়ে মাশুম খাঁ কাবুলী বিদ্রোহী হইয়া ভাটি প্রদেশে উপস্থিত হন, এবং ইশার সাহায্য গ্রহণ করেন। আজিম খাঁর সুবেদারীর সময়ে তার্সন খাঁ মাশুম খাঁর দমনের জন্য অগ্রসর হন; কিন্তু তিনি তাজপুরের দুর্গে বিপক্ষগণ কর্তৃক আবদ্ধ হইলে, সাহাবাজ খাঁ কুম্বুর প্রেরিত সৈন্যের সাহায্যে মুক্তিলাভ করেন। আজিম খাঁর পরে সাহাবাজ খাঁ বাঙ্গলার সুবেদার নিযুক্ত হন। তিনি তার্সন খাঁর সহিত মিলিত হইয়া ১৫৮৫ খৃঃ অব্দে মাশুম খাঁর অনুসরণ করিয়া ইশার অধিকারে উপস্থিত হন, এবং মাশুমকে ধৃত করিয়া পাঠাইবার জন্য তাঁহাকে বলিয়া পাঠান। ইশা সেই সময়ে কুচবিহার-অধিকারে গমন করিয়াছিলেন। † সাহাবাজ খাঁ খিজিরপুরের নিকট নদীতীরস্থ দুইটি দুর্গ অধিকার করিয়া সোনারগাঁ প্রভৃতি হস্তগত

* Blochman's Ain-i-Akbari.

† Gait সাহেব ১৮৯৩ সালের এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় Koch Kings of Kamrup নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ ও আকবর মিলিত হইয়া 'গৌড় পাশা'কে আক্রমণ করিয়াছিলেন। শিলারায় পূর্ব্ব ও মানসিংহ পশ্চিম হইতে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। গেট সাহেব উক্ত গৌড় পাশাকে দায়ুদ সাহা বলিতে চাহেন। বেভারিজ তাঁহাকে ইশা খাঁ স্থির করেন। দায়ূদের সময়ে মানসিংহ আসেন নাই। অধিকন্তু ইশা কোচবিহার-রাজ লক্ষ্মীনারায়ণের বিরোধী পাটকুমারকে সাহায্য করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ মানসিংহের সহিতও মিলিত হইয়াছিলেন। ইশার হিত কোচবিহার-রাজের যে বিবাদ ঘটিত, সাহাবাজ খাঁর সময়ে ইশার কোচবিহার হইতে ত্যাগমন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ময়মনসিংহের ইতিহাসলেখক কেদারনাথ মজুমদার লেন যে, ইশা খাঁ ঐ সময়ে জঙ্গলবাড়ীর লক্ষ্মণ হাজা নামে কোচ-রাজাকে দমন করিয়া-

করিলে, মাশুম একটি দ্বীপে আশ্রয় লয়। এই সময়ে সাহাবাজখাঁ প্রভৃতি মাশুমকে প্রায় ধৃত করিয়াছিলেন, কিন্তু সহসা ইশা কুচবিহার হইতে অনেক সৈন্য ও রসদ লইয়া উপস্থিত হইয়া মাশুমের সাহায্যে প্রবৃত্ত হন। বাদশাহী সৈন্যেরা ব্রহ্মপুত্রের তীরে শিবিরসন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল, তাহারা জলপথ ও স্থলপথ উভয় পার্শ্ব হইতে আক্রান্ত হয়। তার্সন খাঁ মাশুম খাঁ কর্তৃক বন্দী হইয়া হত হইলে, সাহাবাজ খাঁ বিপক্ষগণের সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছুক হন। ইশা খাঁ প্রথমে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে স্বীকৃত না হওয়ায় উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলিতে থাকে। সাতমাসব্যাপী যুদ্ধের পর বাদসাহী সৈন্যেরা জয়লাভ করিলে, বিদ্রোহীরা ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়ে; কিন্তু সেই সময়ে আমীরদিগের সহিত সাহাবাজ খাঁর বিরোধ উপস্থিত হওয়ায়, বিপক্ষগণ কোন কোন স্থানে ব্রহ্মপুত্রের তীরস্থ বাঁধ কাটিয়া দেওয়ায়, বাদসাহী সৈন্যশিবির জলে প্লাবিত হইয়া যায়। পরে উভয় পক্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে বিদ্রোহিগণের নেতা বন্দুকের গুলিতে হত হয়। অবশেষে তাহারা পলায়ন করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু ঢাকার থানাদার সৈয়দ হোসেনকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়।

ইশা সুযোগ বুঝিয়া বন্দী হোসেনের দ্বারা সন্ধির প্রস্তাব করেন, সাহাবাজ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হন। সন্ধিতে এইরূপ স্থির হয় যে, ইশা বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করিবেন, সোনারগাঁয়ে একজন দারোগা নিযুক্ত হইবেন, এবং মাশুম মক্কায় গমন করিবেন; বাদশাহের নিকট রীতিমত কর প্রেরিত হইবে। ইহার পর বাদসাহী সৈন্য প্রত্যাবর্ত্তনের উপক্রম করিলে ইশা খাঁ পুনর্ব্বার নূতন প্রস্তাব করিয়া পাঠান। সুতরাং আবার উভয় পক্ষে

মোগলদিগের সহিত সংঘর্ষ।

ছিলেন। আকবরনামায় লিখিত আছে যে, ইশা খাঁ কোচদিগের রাজ্য হইতে প্রত্যাগত হন। এক্ষণে তিনি কোচ-বিহার বা জঙ্গলবাড়ীতে গিয়াছিলেন তাহা বিবেচ্য।

যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই সময়ে সাহাবাজ খাঁর সহিত ওমরাগণের বিরোধ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি পূর্ব্ববঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া রাজধানী অভিমুখে গমন করিতে বাধ্য হন। পরে আগরায় যাইবার ইচ্ছা করিলে, বাদসাহ তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিয়া সৈয়দ খাঁকে তাঁহার সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইতে আদেশ দেন। অবশেষে তাঁহারা পুনর্ব্বার ভাটির দিকে যুদ্ধযাত্রা করেন। ইশা অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন; তিনি নিজে স্বরাজ্যমধ্যে অবস্থিতি করিয়া মাশুমকে সেরপুরের অভিমুখে প্রেরণ করেন। সাহাবাজ খাঁ প্রভৃতি তথায় উপস্থিত হইলে, মাশুম তথা হইতে ভাটি, পরে উড়িষ্যা অভিমুখে পলায়ন করেন। বাদশাহী সৈন্যেরা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ত্রিবেণীতে তাহাকে পরাস্ত করে। এই সময়ে ইশা কিছু দিনের জন্য শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। তৎকালে ওয়াজির খাঁর হস্তে বাঙ্গলার শাসনের ভার প্রদান করিয়া সাহাবাজ বিহারের অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু ওয়াজির একাকী বাঙ্গলার বিদ্রোহদমনে অশক্ত হইলে, বাদশাহ সাহাবাজ খাঁকে পুনর্ব্বার বাঙ্গলায় যাইতে আদেশ দেন। সেই সময়ে ১৫৮৬-৮৭ খৃষ্টাব্দে ইশাও পুনর্ব্বার স্বাধীনতা-অবলম্বনের প্রয়াস পান। এক দল বাদসাহী সৈন্য তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলে, তিনি বশ্যতা স্বীকার করিয়া বাদসাহ-দরবারে উপঢৌকন প্রেরণ করেন। মাশুমও বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। অতঃপর কিছু দিনের জন্য বাঙ্গলায় শান্তি স্থাপিত হয়। ইহার পর মানসিংহের সুবেদারীর সময়েও ইশা আপনার প্রভুত্ব-বিস্তারের ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার সহিত নৌযুদ্ধে মানসিংহের পুত্র দুর্জ্জন সিংহ পরাস্ত ও হত হইয়াছিলেন। * ১০০৮ হিজরী বা ১৫৯৯—

* জয়পুরের রাজাদিগের বংশাবলী নামক পুথিতে লিখিত আছে যে, দুর্জ্জন সিংহ প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। কিন্তু ইশা খাঁর সহিত যুদ্ধেই তিনি নিহত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

১৬০০ খৃষ্টাব্দে * তাঁহার মৃত্যু হইলে উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের পাঠানেরা শান্তভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু তাঁহার পুত্র দায়ুদ কেদার রায়ের সহিত মিলিত হইয়া মানসিংহকে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। † আমরা ইতিহাস হইতে ইশা খাঁ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত জানিতে পারি। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে; তন্মধ্যে আমরা দুই একটির উল্লেখ করিতেছি।

প্রবাদে ইশা খাঁ।

তাঁহার সম্বন্ধে প্রথম প্রবাদ এই যে, তিনি শ্রীপুরের চাঁদ রায়ের কন্যা সোনাই বা স্বর্ণময়ীকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। এই স্বর্ণময়ী পরে সোনা বিবি নামে অভিহিত হন। ইশা খাঁর মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার রাজ্যরক্ষার জন্য শ্রীপুর, ত্রিপুরা ও আরাকানের অধিপতিগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; পরে মগদিগের আক্রমণে আত্মরক্ষার উপায় না দেখিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ-পূর্ব্বক আত্ম বিসর্জ্জন করেন। তাঁহার সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রবাদ এই যে, ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ তাঁহার অধিকারস্থ এগারসিন্দুর দুর্গ অধিকার করিলে, ইশা খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হন, এবং তাঁহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন। মানসিংহ নিজে যুদ্ধার্থ গমন না করিয়া স্বীয় জামাতাকে প্রেরণ করেন। জামাতা যুদ্ধে হত হইলে, ইশা খাঁ তাহা জানিতে পারেন। পরে তিনি মানসিংহকে তিরস্কার করিয়া স্বীয় শিবিরে চলিয়া যান। মান-সিংহ পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে স্বীকৃত হন। প্রথম যুদ্ধে মানসিংহের হস্ত হইতে তরবারি পড়িয়া যায়; ইশা তাঁহাকে স্বীয় তরবারিপ্রদানের ইচ্ছা করিলে মানসিংহ অশ্ব হইতে অবতরণ করেন, ইশাও অশ্ব হইতে অবতীর্ণ

* Elliot's History. vol. VI. Inayatulla's Takmilla-i-Akbar-namaর মতে ১০০৭ হিজরীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। আকবরনামার মতে ১০০৮ হিজরী।

† Blochman's Ain-i-Akbari.

হন। মানসিংহ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। ইশাকে বন্দী না করায় মানসিংহের অনুচরেরা ও তাঁহার রাণী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। অনন্তর ইশা মানসিংহের অনুরোধে তাঁহার সহিত আগরায় গমন করেন। বাদশাহ প্রথমতঃ তাঁহাকে বন্দী করিয়াছিলেন, পরে এগারসিন্দুর যুদ্ধের কথা শুনিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন; এবং দেওয়ান ও মসনদ আলি উপাধি ও বাইশটি পরগণার জমীদারী প্রদান করেন। * মানসিংহের জামাতৃবধের প্রবাদ সম্ভবতঃ তৎপুত্র দুর্জ্জন সিংহের নিধন হইতে সৃষ্ট হইয়াছে।

ইশা খাঁ যেরূপ পরাক্রান্ত ছিলেন, সেইরূপ মহানুভবও ছিলেন। ইংরেজ পরিব্রাজক রাল্‌ফ্‌ ফিচ্‌ ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে সোনারগাঁয়ে উপস্থিত হন। তিনি ইশা খাঁর মহত্ত্বের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে তদানীন্তন সোনারগাঁ প্রদেশের অবস্থার বিষয়ও অনেক পরিমাণে অবগত হওয়া যায়। † খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জেসুইট পাদরী-

ইশাখাঁর রাজ্যে ইউরোপীয়গণ।

* এই বাইশ পরগণার জমিদারীপ্রদানের সনন্দের কথাও শুনা যায়। (ময়মনসিংহের ইতিহাস দেখ)।

† "Sonargao is a town six leagues from Serripore where there is the best and finest cloth made of cotton, that is in all India. The chief king of all these countries is called Isacan, and he is chief of all the other kings, and is a great friend to all Christians. The houses here as they be in the most part of India, are very little and covered with strawe, and have a fewe mats round about the walls. Many of the people are very rich. Here they will eat no flesh nor kill no beast. They live on rice milke and fruits. They go with a little cloth before them, and all the rest of their bodies is naked. Great store of cotton cloth goeth from hence, and much rice, wherewith they serve all India, Ceilon, Pegu, Malacca,

গণ বঙ্গদেশে আগমন করেন, তাঁহাদের মধ্যে ফ্রান্সিস ফর্ণাণ্ডেজ ইশা খাঁর রাজধানী কত্রাভূতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। *

ইশাখাঁর রাজধানী।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, খিজিরপুর পরগণা ইশা খাঁর জমিদারী ছিল। খিজিরপুর সরকার সোনাবর্গাঁয়ের অন্তর্গত। কিন্তু তিনি উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণবঙ্গের অনেক স্থানে আপনার অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন। কত্রাভূ নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। জেসুইট পাদরীগণ কত্রাভূর কথা সুস্পষ্টরূপেই উল্লেখ করিয়াছেন। আকবরনামায় তাহাকে কত্রাপুর বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ব্লকম্যান সাহেব তাহাকে বক্তারপুর বলেন। এই কত্রাভূ বা কত্রাপুর বা বক্তারপুর কোথায়, তাহাও জানিবার উপায় নাই। বেভারিজ সাহেব সাবারের নিকটস্থ ক্ষেতবাড়ীকে কত্রাভূ বলিতে চাহেন। খিজিরপুর হইতে ১৫ ক্রোশ উত্তরে বক্তারপুর নামে একখানি ক্ষুদ্রগ্রাম আছে বটে, কিন্তু তাহাতে কোনও অট্টালিকাদির চিহ্ন নাই। আমরা ইশা খাঁ সম্বন্ধে যত দূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। পরে তিন জন হিন্দু ভূঁইয়া সম্বন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা করিব।

Sumatra, and many other places."—*Harton Ryley's Ralph Fitch P. 118.*

* 'আমি মসনদ আলির রাজধানী কত্রাভু অভিমুখে গমন করি। সেথানকার লোকদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই মুসলমান। সেখানে কতকগুলি বৈদেশিক বণিক ছিল, তাহারা সর্ব্বদা আগরা, লাহোর প্রভৃতি মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান স্থানে গতায়াত করিয়া থাকে। আমি তাহাদের সহিত অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়াছিলাম। তাহারা মনোযোগসহকারে সে সকল শুনিত। তাহাদের মধ্যে যিনি প্রধান, তিনি বিশেষরূপ মনোযোগ দিতেন। তাঁহারা আমার সহিত তর্কে পারিয়া উঠিতেন না বলিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। ঐ স্থানের নির্ব্বোধ অধিবাসিগণ আপনাদের ধর্ম্ম ও আচারকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাহা ত্যাগ করিতে চাহিত না।"

৪৪২ পৃ দেখ

সুবর্ণগ্রাম হইতে ৯ ক্রোশ দূরে কালীগঙ্গার তীরে শ্রীপুর নামে নগর অবস্থিত ছিল। এই শ্রীপুর বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত, নিমরায় নামে এক জন পরাক্রমশালী ব্যক্তি কর্ণাট হইতে পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়া শ্রীপুরে অবস্থিতি করেন। তিনি শ্রীপুরের প্রথম ভূঁইয়া বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। সম্ভবতঃ সেন-রাজগণের সময়ে তাঁহার আগমন হইয়াছিল। কারণ, সেনরাজগণ কর্ণাট-বাসী হওয়ায়, তাঁহাদের অনুগ্রহলাভার্থ নিমরায় দাক্ষিণাত্য হইতে পূর্ব্ববঙ্গে আগমন করিতে পারেন। নিমরায়ের পর শ্রীপুরে আর কোনও ভূঁইয়ার উল্লেখ দেখা যায় না; কিন্তু মোগলবিজয়ের সময় শ্রীপুরে চাঁদ রায় ও কেদার রায় নামে দুই ভ্রাতা * প্রবল পরাক্রমশালী ভূঁইয়া ছিলেন। তাঁহারা দে-উপাধিধারী বঙ্গজকায়স্থ। ইঁহারা পাঠানরাজত্বকালে ভূঁইয়া-শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিতে অসম্মত হন। মোগ-লেরা বিক্রমপুরকে সরকার সোনারগাঁয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাহাকে আপনাদের অধীন ভূভাগ বলিয়া ঘোষণা করিলেও, চাঁদরায় কদাচ আপনার স্বাধীনতা পরিত্যাগ করেন নাই। মোগলেরা তাঁহাদের বহু-নদীবিশিষ্ট ও দ্বীপসঙ্কুল রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলে, তাঁহারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতেন; মোগল অশ্বারোহীরা সেই জন্য সহজে তাঁহাদিগকে বশীভূত করিতে পারিত না। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে রাল্‌ফ ফিচ্ শ্রীপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে ঐ সমস্ত বিবরণ অবগত হওয়া যায়। † ইশা খাঁর সহিত তাঁহাদের মিত্রতা ছিল, এবং তাঁহারা ইশা খাঁর

চাঁদরায়।

* শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় বলেন যে, কেদার রায় চাঁদ রায়ের পুত্র। কিন্তু তাঁহারা দুই ভ্রাতা বলিয়া চিরদিনই কথিত হইয়া থাকেন। ওয়াইজও তাহাই উল্লেখ করিয়াছেন।

† "From Bacala I went to Serrepore which standeth upon the river Ganges. The king is called Chandry. They be all

বিরুদ্ধাচরণ করিতেন না। কিন্তু ইশা খাঁ কৌশলে চাঁদ রায়ের বিধবা কন্যা স্বর্ণময়ীকে লইয়া যাওয়ায়, তাঁহাদের সহিত ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়। ইশা খাঁর মৃত্যুর পর পর্য্যন্তও সেই বিবাদ গুরুতররূপেই চলিয়াছিল। এইরূপ কথিত আছে যে, ইশা খাঁ কর্ত্তৃক স্বর্ণময়ী অপহৃত হইলে, চাঁদ রায় লজ্জায় ও অপমানে শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। ক্রমে তাঁহার অন্তিম সময় উপস্থিত হয়। শ্রীমন্ত খাঁ নামে তাঁহাদের কোনও ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া স্বর্ণময়ীকে ইশা খাঁর হস্তে অর্পণ করে।

চাঁদ রায়ের মৃত্যু হইলে, কেদার রায় একাকী আপনার পরাক্রম-প্রকাশে প্রবৃত্ত হন। তিনি কেবল ইশা খাঁর রাজ্য আক্রমণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। কেদার রায় একেবারে মোগলের অধীনতাপাশ ছেদন করিয়া আপনাকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। জেসুইট পরিব্রাজকদিগের বর্ণনায় তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। * তিনি নৌযুদ্ধে প্রসিদ্ধ ছিলেন, এবং তাঁহার রাজ্যমধ্যে বহুসংখ্যক রণতরী যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিত।

কেদার রায়।

শ্রীপুরের সম্মুখস্থিত সনদ্বীপ তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হয়। কিন্তু

hereabouts rebels against their king Zebaldim Echebar, for here are so many rivers and ilands that they flee from one to another, whereby his horsemen cannot prevaile against them. Great store of cotton cloth is made here."—Harton Ryley's Ralph Fitch pp 118—119. অনেকে Chandryকে Choudry পড়িয়াছেন; কিন্তু হটন রাইলির গ্রন্থে স্পষ্টতঃ Chandry লিখিত আছে। হটন রাইলি আবার শ্রীপুরকে শ্রীরামপুর বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। রাল্‌ফ ফিচের সময় যে চাঁদ রায় বর্ত্তমান ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

* ৪৪০ ও ৪৭৫ পৃঃ দেখ।

মোগলেরা পূর্ব্ববঙ্গজয়ের সহিত সনদ্বীপ মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লয়, এবং তাহা সরকার ফতেয়াবাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কেদার রায় তাহার পুনরুদ্ধারের জন্য কৃতসঙ্কল্প হন। সনদ্বীপের অধিকার লইয়া বাঙ্গালী, মগ, ফিরিঙ্গী ও মোগলের মধ্যে যে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার জন্য সনদ্বীপের ইতিবৃত্ত বাঙ্গলার ইতিহাসে উজ্জ্বলরূপে লিখিত থাকিবে। এই সনদ্বীপ অধিকারের জন্য কেদার রায় কিরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরা এ স্থলে তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

সনদ্বীপের যুদ্ধ।

কেদার রায় নৌযুদ্ধে পারদর্শী ছিলেন; তিনি নৌযুদ্ধ পরিচালনের জন্য কতকগুলি ফিরিঙ্গী বা পর্টুগীজকে নিযুক্ত করেন। তাহাদের মধ্যে কার্ভালিয়স বা কার্ভালো প্রধান। ১৬০২ খৃষ্টাব্দে কেদার রায় অসীম বীরত্ব প্রকাশ করিয়া কার্ভালোর সাহায্যে সনদ্বীপ মোগলদিগের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লন। কার্ভালো সনদ্বীপের দুর্গে, অবরুদ্ধ হইলে চাটিগাঁর পর্টুগীজগণের সেনাপতি ইমানুয়েল মাটুম ৪০০ সৈন্য লইয়া তাহার উদ্ধার সাধন করে। কেদার রায় তাহাদের হস্তে সনদ্বীপের শাসনভার প্রদান করেন। সেই সময়ে আরাকান-রাজ মেং রাজাগি বা সেলিম সা * পর্টুগীজদিগের প্রাধান্যবিস্তার দেখিয়া তাহাদিগকে দমন করিতে প্রস্তুত হন। ফিলিপ ডি ব্রিটো বা নিকোটি নামে এক জন পর্টুগীজ আরাকান-রাজের অধীনে ভৃত্যের ন্যায় কার্য্য করিত। ক্রমে সে আপন বুদ্ধি ও ক্ষমতাবলে প্রবল হইয়া উঠিলে, আরাকান-রাজ তাহাকে পেগুর সাইরাম বন্দরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ব্রিটো ক্রমে আরাকান-রাজের অধীনতা-ত্যাগের প্রয়াসী হয়। আরাকান-রাজ তাহা বুঝিতে পারিয়া ব্রিটোর দমনে প্রস্তুত হন। সেই সময়ে কার্ভালো কর্ত্তৃক সনদ্বীপ

* সেলিম সাকে পর্টুগীজগণ Xilimxa বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আরাকান রাজ মেং রাজাগি 'সেলিম সা' এই মুসলমান উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।

অধিকৃত হইলে, বঙ্গোপসাগরে পর্টুগীজ প্রাধান্য বিস্তৃত হইবে মনে করিয়া, তিনি প্রথমে সনদ্বীপ-অধিকারের সঙ্কল্প করেন। আরাকান-রাজ সনদ্বীপকে নিজের অধিকারভুক্ত প্রচার করিয়া, তাঁহার বিনানুমতিতে কার্ভালো তাহা অধিকার করিয়াছে বলিয়া, সনদ্বীপ-অধিকারের উদ্যোগ করেন। তিনি ১৫০ শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রণতরী ও কামানসজ্জিত বৃহৎ রণতরী প্রেরণ করেন। কেদার রায় তাহা শ্রবণ করিয়া শ্রীপুর হইতে এক শতখানি কোষ নৌকা কার্ভালোর সাহায্যের জন্য পাঠাইয়া দেন। যুদ্ধে পর্টুগীজেরা জয়ী হইয়া বিপক্ষের ১৪৯ খানি রণতরী অধিকার করে। * এই সময়ে ব্রিট্টোও সাইরাম অধিকার করিয়া গোয়ার পর্টুগীজ প্রতিনিধিকে তাঁহার সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়া পাঠায়। আরাকানাধিপতি পর্টুগীজগণের জয়লাভে ক্রোধান্ধ হইয়া সনদ্বীপ অধিকারের জন্য পুনর্ব্বার সহস্রখানি রণতরী প্রেরণ করেন। সেবারেও কার্ভালো জয়লাভ করে। বিপক্ষগণের প্রায় দুই সহস্র সৈন্য হত হয়, এবং তাহাদের ১৩০

* The Mogals with the conquest of Bengala had possessed Sun diva Cada-raji still continuing his Title. Under colour whereof Carvalius and Maues, two Portugals conquered it an 1602, Heereat the king of Arachan was angry, that without his leave they had made themselves Lords of that which is challenged to belong to his protection. Fearing that by his meanes, and the fortification of Siriam he should finde the Portugals un-neighbourly Neighbours. He sent therefore a fleet of a hundred and fiftie Frigates or little Galleys, with fifteene Oares on a side and other greater furnished with ordanance and Cadry (which they say was true Lord of it) sent a hundred cosse from Siripur to helpe him. The Portugals prevailed and became Masters of hundred and nine and fortie of enemies Vessels.—Purcla's Pilgrimes, Fourth part, Book V. P 515, 1625. ৪৫০-৫২ পৃঃ দেখ।

খানি রণতরী দগ্ধ হইয়া যায়। পর্টুগীজদিগের ছয় জন মাত্র নিহত হইয়াছিল, এইরূপ কথিত হইয়া থাকে। ইহাতে আরাকান-রাজ ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় সেনাপতিগণের কাপুরুষতার জন্য তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। *

পর্টুগীজগণ জয়লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের রণতরীগুলি ভগ্ন হওয়ায় তাহারা শ্রীপুর, বাকলা ও চণ্ডিকান বা সাগর দ্বীপে আশ্রয় লয়। কার্ভালো ৩০খানি রণতরীর সহিত শ্রীপুরে কেদার রায়ের নিকট গমন করে। অগত্যা সনদ্বীপ আরাকান-রাজের অধিকারভুক্ত হয়। সেই সময়ে মানসিংহ পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া কেদার রায়ের রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য এক শতখানি কোষ নৌকার সহিত মন্দা রায়কে প্রেরণ করেন। কেদার রায়ের সৈন্যগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে মন্দা রায় হত হয়, এবং কার্ভালো জয়লাভ করে। তাহার পর কার্ভালো তথা হইতে গলিন বন্দরে উপস্থিত হইয়া তথাকার মোগলদুর্গ অধিকার করে। কার্ভালোর নামে লোকে এরূপ শঙ্কিত হইত যে, কথিত আছে, এক জন আরাকানী সেনাপতি স্বপ্নে কার্ভালো কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে মনে করিয়া

মানসিংহের শ্রীপুর আক্রমণ।

* "The king of Arracan forcseeing such a stormc, provided a Navie of a thousand sails, the most Frigates some greater catures and cosses, and assailed the Portugal Fleet at Sundiva under Carvalius, who had but sixteene of divers forts or shipping which staid by him, and yet got the victorie, neere two thousand of the Enemies being slaine, a hundred and thirtie of their vessels burnt with the loss but six Portugals which vexed the king of Arracan, that he put many of the captaines in woman's habit, upbraiding their effiminate courges, which had not brought one Portugal with them alive or dead. ৪৫২-৫৩ পৃঃ দেখ।

আপনার অনুচরদিগকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলে, এবং তাহাদিগকে নদীর জলে আশ্রয় লইতে বাধ্য করে। আরাকান-রাজ তৎশ্রবণে তাহার প্রাণদণ্ডের বিধান করিয়াছিলেন। * তৎপরে কার্ভালো প্রতাপাদিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। প্রতাপাদিত্য পরিশেষে তাঁহাকে কৌশলপূর্ব্বক হত্যা করেন। পরে তাহা বিশেষরূপে উল্লিখিত হইবে।

কেদার রায়ের সহিত মানসিংহের ২য় যুদ্ধ।

মুসল্মান ঐতিহাসিকগণের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, পাঠান-সর্দ্দার ওসমান খাঁ পূর্ব্ববঙ্গে গোলযোগ আরম্ভ করিলে, মোগল সেনাপতি বাজ-বাহাদুর তাঁহার দমনে কৃতকার্য্য না হওয়ায় মানসিংহ তাঁহার সহিত যোগদান করিয়া তাহাকে পরাস্ত করেন, পরে বাজবাহাদুর ইশা খাঁ ও কেদার রায়ের রাজ্য আক্রমণে ইচ্ছা করিলে পাঠানেরা আবার বিদ্রোহাচরণ করে। মানসিংহ পুনরায়

* Yet were the Portugall ships so torne, that they were forced for feare of another tempest to forsake the land, and to transport that which there they had to Siripur Bacola, and Chandican in the continent, and thus Sundiva became subject to Arracan, Carvalius staid at Siripur (where he had thirtie fusts or frigates) with Cadary lord of the place, where he was suddenly assaulted with one hundred cosses, sent by Manasinga, Governor under the Mogal, who having subjected that tract to his master, sent forth this Navie against Cadary. Mandary a man famous in those parts being Admiral: where after a bloudie fight Mandary was slain, De Carvalius carried away the honor. From thence recovering of a wound in the late fight, he went to Galin or Gulium, a Portugall colony up the streame from Porto Pequino, where he own a castle of the Mogors kept by foure hundred men one of that company only escaping. These exploits made Carvalius his name terrible to the Bengalans in so much that one of the Arracans Commander of fiftie Arracan ships dreaming in the night that he was assaulted by Carvalius, terrified

তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া বিক্রমপুর ও শ্রীপুর অধিকার করেন।* জয়-পুরের বংশাবলীতে লিখিত আছে যে, মানসিংহ এই সময়ে কেদার রায়কে পরাজিত করিয়া তাঁহার এক কন্যার পাণিগ্রহণ ও তাঁহার কুল-দেবতা শিলা মাতাকে লইয়া যান ও তাঁহাকে অম্বরে প্রতিষ্ঠিত করেন। শিলামাতা অদ্যাপি তথায় অবস্থিতি করিতেছেন।† তাহার পর কেদার রায় আবার আরাকান-রাজের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। আরাকান-রাজ যে সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থান মোগলদিগের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সোনারগাঁ প্রদেশ আক্রমণ করেন, সেই সময়ে কেদার রায় তাঁহার পক্ষভুক্ত ছিলেন।‡ মানসিংহ ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে প্রথমে আরাকান-রাজকে দমন করিয়া, তৎপর বৎসর কেদার রায়কে আক্রমণ করেন। সেই সময়ে কেদার রায়ের অধীন ৫০০ শত রণতরী ছিল। মোগল সেনাপতি কিল্‌মক্ কেদার রায় কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া শ্রীনগরে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হন। অবশেষে মানসিংহ তাঁহার সাহায্যের জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর অগ্নি-ক্রীড়ার পর কেদার রায় আহত হইয়া মোগলহস্তে বন্দী হন, এবং মানসিংহের নিকট নীত হইবার অব্যবহিত পরেই তাঁহার প্রাণ-বায়ুর অবসান হয়। §

his fellows, and made them flie into the river which when the king heard cost him his head !!" (Parchas Pilgrims Pt IV. BK. V P513)

* Elliot Vol VI. p. 166 Inayatulla's Takmilla-i-Akbarnama.

† এই শিলামাতাকে ভ্রমক্রমে অনেকে যশোরেশ্বরী বলিয়া থাকেন। (খ) পরিশিষ্ট দেখ।

‡ "He (the Mogh Raja) succeeded by his wiles in bringing over Kaid Rai, the zemindar of Bikrampur, who had been forcibly reduced by Man singh." (Elliots History of India Vol VI.)

§ "Raja Mansingh after defeating the Magh Raja, turned his attention towards Kaid Rai of Bengal, who had collected nearly 500

এইরূপ অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া কেদার রায় চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী যে এককালে বাহুবলে অজেয় ছিল, কেদার রায় প্রভৃতির বিবরণ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রাম রাম বসু বলেন যে, প্রতাপাদিত্য কেদার রায়কে জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার বিশেষ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, চাঁদ রায় ও কেদার রায় দে উপাধিধারী বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন। তাঁহারা কুলীন না হইলেও, বিক্রমপুর সমাজের গোষ্ঠীপতি ছিলেন। রাজনৈতিক বিষয়ের ন্যায় সামাজিক বিষয়েও তাঁহাদের যথেষ্ট সম্মান ছিল। বিক্রমপুরে তাঁহাদিগের অনেক কীর্ত্তি বিদ্যমান ছিল। এখনও কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। কেদারপুর নামক গ্রামে কোনও কোনও চিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে। * তাঁহাদের রাজধানী শ্রীপুর অনেক দিন কীর্ত্তিনাশার কীর্ত্তিনাশক সলিলে বিধৌত হইয়া গিয়াছে। † চাঁদ রায় ও কেদার রায় সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে।

অন্যান্য কথা।

vessels of war and had laid seige to Kilmak the imperial commander in Srinagar. Kilmak held out, till a body of troops was sent to his aid by the Raja. These finally overcame the enemy, and after a furious cannonade took Kaid Rai prisoner, who died of his wounds soon after he was brought before the Raja." (Elliots History of, India Vol vi. Inayatullas' Takmilla i Akbarnama)

* "At Kedderpore there are the remains of residence, which is said to have belonged to a Rajah of the name of Chande Roy, of the Booneahs, who appear to have extended their authority to several parts of the country west and south of the Boori Ganga, during the decline of the kingdom of Bangoz" (Taylors Topography of Dacca. P, 101.)

টেলার চাঁদ রায়কে প্রাচীন ভুঁইয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উল্লিখিত চাঁদ রায় যে ষোড়শ শতাব্দীর চাঁদ রায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেদারপুর নগরের নাম হইতে তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। কেদার রায়ের নামানুসারে উহা অভিহিত হইয়াছিল।

† "The city on the opposite side of the Megna was not Suner-

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহার আলোচনার স্থান নাই। যাঁহারা বাঙ্গালী নামের দুর্নাম মোচন করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রবাদ রচিত হওয়া অসম্ভব নহে। *

চাঁদ ও কেদার রায়ের পর বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপের অধীশ্বর কন্দর্প ও রামচন্দ্র রায়ের বিবরণ আলোচনা করা যাইতেছে। সেনবংশীয় শেষ পরাক্রান্ত রাজা দনৌজা মাধব চন্দ্রদ্বীপের স্থাপয়িতা। † তাঁহার দৌহিত্র বসুবংশীয়েরা চন্দ্রদ্বীপের অধিকার লাভ করেন। সুতরাং ইঁহারা অনেক দিন হইতে পরাক্রান্ত ভূঁইয়া-রূপে গণ্য হইয়া আসিতেছেন। মোগলবিজয়ের সময়ে কন্দর্প রায় বাকলার অধীশ্বর ছিলেন। কন্দর্পনারায়ণ অতি পরাক্রান্ত বীর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। তাঁহার অধীন অনেক সৈন্য ছিল; তিনি যবনপতি গাজীকে যুদ্ধে নিহত ও মগদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলেন। কন্দর্প রায় কর্ত্তৃক

কন্দর্প রায়।

gong, but Seripore which stood in Bickromp ore, and was destroyed by the Kirtinasa (Taylor's Topography of Dacca p. 108.)

* তন্মধ্যে একটি প্রবাদ এই যে, মানসিংহ যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে কেদার রায়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এইরূপ লিখিত ছিল :—

ত্রিপুর মঘ বাঙ্গালী কাককুলী চাকানী,
সকল পুরুষমেতৎ ভাগি যাও পালায়ী,
হয়গজনরনৌকা কম্পিতা বঙ্গভূমি
বিষমসমরসিংহো মানসিংহঃ প্রযাতি ॥

কেদার রায় তদুত্তরে মানসিংহকে এইরূপ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন :—

"ভিনত্তি নিত্যং করিরাজকুম্ভং
বিভর্ত্তি বেগং পবনাতিরেকং।
করোতি বাসং গিরিরাজশৃঙ্গে
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ ॥

† "He (Ballal Sen), conquered and annexed Mithila, where the era which he inaugurated of the birth of his son, Lakshman Sen,

হোসেনপুর হইতে যবনগণ বিতাড়িত হয়। * মোগলেরা প্রথমে বঙ্গ জয় করিলে দায়ুদ উড়িষ্যা লইয়া ক্ষান্ত হন। পরে মোগলেরা পূর্ব্ববঙ্গ জয়ের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন। মোরাদ খাঁ মুনিম খাঁর আদেশে ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে ফতেয়াবাদ ও বাকলা অধিকার করেন। † কন্দর্প রায় মোগলের

is still current. The latter was still ruling at Gour, at the time of Muhammud Bukhtiyar's invasion at the end of the 12th Century. He himself fled to Orrissa, but his descendants exercised a precarious sovereignty in East Bengal, with their capital at Bikrampur in the Dacca District, for another 120 years. They subsequently set up a smaller kingdom at Chandradwip, in the south east of the modern District of Buckergunge, where they were still ruling when Ralph Fitch visited the country in 1586." অন্যত্র। "Amongst the other Bhuiyas who were ruling at the time of Ralph Fitch's travels i. e towards the end of the 16th century, may be mentioned Paramananda Rai, a descendant of the Sen kings." (Bengal—An Article prepared for the revised edition of the Imperial Gazetteer.) রালফ্ ফিচের সময় পরমানন্দ ছিলেন না, কন্দর্পনারায়ণ ছিলেন। পরমানন্দ কন্দর্পের পিতামহ।

* কন্দর্প রায় সম্বন্ধে ঘটককারিকায় এইরূপ লিখিত আছে।—

"কন্দর্পোপমকন্দর্পো জগদানন্দকাত্মজঃ।
মহাধনুর্দ্ধরো মানী মহারথমহাশূরঃ॥
অক্ষৌহিণীপতির্বীরঃ সব্যসাচিসমো রণে।
যুদ্ধপ্রিয়ো মহাচক্রী যবনারির্মহাবলঃ॥
যবনাধিপতিং গাজিং রণে ব্যাপাদয়ৎ কিল।
মহাবীর্য্যং তথা খর্ব্বমকরোৎ স নৃপোত্তমঃ॥
অতাড়য়ৎ যবনান্ স হোসেনাখ্যপুরাৎ ততঃ।
রথিনাঞ্চ রথী শূরঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ॥"

† "In 982," he (Murad khan) was attached to Munim's Expedition of Bengal. He conqeured for Akbor the district of Fathabad, Sirkar Bogla and was made Governor of Jellasur in Orisa after Daud had made peace with Munim." (Blochmann's Ain-i-Akbari)

বশ্যতা স্বীকার করিয়া আর কখনও বিদ্রোহাচরণ করেন নাই। রাল্‌ফ্‌ ফিচ্‌ ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে বাকলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি কন্দর্প রায়ের অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, কন্দর্প রায় বন্দুকক্রীড়া ভালবাসিতেন। *

কন্দর্প রায়ের পর তাঁহার শিশু পুত্র রামচন্দ্র বাকলার অধীশ্বর হন। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে জেসুইট প্রচারক ফন্‌সেকা তাঁহার রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি অষ্টমবর্ষীয় ছিলেন বলিয়া জানা যায়। ১৫৯৮—৯৯ খৃষ্টাব্দে ফার্ণাণ্ডেজ, সোসা, ফনসেকা ও বাউয়েস নামে চারিজন জেসুইট প্রচারক বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। ইঁহারা বঙ্গদেশ ব্যতীত আরাকান প্রভৃতি স্থানেও পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ফনসেকা চট্টগ্রাম হইতে বাকলায় উপস্থিত হন। পরে তথা হইতে চ্যাণ্ডিকান বা সাগরদ্বীপে গমন করেন। তৎকালে সাগরদ্বীপ প্রতাপাদিত্যের অধিকারভুক্ত ছিল। ফনসেকা বাকলায় উপস্থিত হইলে, রামচন্দ্র তাঁহাকে আপনার দরবারে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান; এবং তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সম্মানপ্রদর্শন করেন। ফনসেকা বলিয়াছেন যে, তিনি অল্পবয়স্ক হইলেও, তাঁহার বিবেচনাশক্তি অধিক বয়স্কের ন্যায়ই ছিল। রামচন্দ্র ফনসেকাকে তাঁহার গন্তব্য স্থানের কথা

রামচন্দ্র রায়।

* "From Chatigan in Bengala I came to Bacola; the king whereof is a Jentile, a man very well disposed and delighted much to shoot in a gun. His country is very great and fruitful, and hath store of rice, much cotten cloth and cloth of silke. The houses be very faire and high builded, the streets large, the people naked, except a little cloth about their waste. The women weare great store of silver hoops about their neckes and armes, and their legs are ringed with silver and copper and ringes made of elephant's teeth."—*Harton Rylay's Ralph Fitch. P. 118.*

জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করেন যে, আমি চাণ্ডিকানে আপনার ভাবী শ্বশুর মহাশয়ের নিকট যাইতেছি। আপনার রাজ্যের মধ্য দিয়া আমাকে যাইতে হইতেছে বলিয়া, আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ কর্ত্তব্য মনে করিয়াছি। এক্ষণে আপনার নিকট প্রার্থনা, আপনি আপনার রাজ্যের মধ্যে গির্জ্জা নির্ম্মাণ ও লোকদিগকে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী করিবার আদেশ প্রদান করুন। রামচন্দ্র উত্তর করিয়াছিলেন যে, আমি আপনাদিগের সদ্‌গুণের কথা শুনিয়া নিজেই তাহা ইচ্ছা করিয়াছিলাম। পরে তিনি ফনসেকাকে আজ্ঞাপত্র ও দুইজনের উপযোগী বৃত্তি প্রদান করেন। * ফনসেকার বিবরণ হইতে ইহাও জানা যায় যে, সে সময়ে বাকলায় রামচন্দ্রের আশ্রয়ে অনেক পর্টু-

* "And it appeared to be by the disposition of our lord that when I was about to go to Arracan in the place of Firnandez, who was ill with fever. I too should fall ill, and should be transferred to Ciandeca; so that in this journey the company gained a residency in the kingdom of Bacola. I had scarcely arrived there, when the king (who is not more than eight years old, but whose discretion surpasses his age) sent for me, and wished the Portuguese to come with me. On entering the hall where he was waiting for me, all the nobles and captains rose up, and I a poor priest, was made by the king to sit down in a rich seat opposite to him. After compliments he asked me where I was going, and I replied that I was going to the king of Ciandeca, who is the future father-in-law of your Highness, but that as it had pleased the Lord that I should pass through his kingdom it had appeared right to me to come and visit him and offer him the services of the fathers of the Company trusting that his Highness would give permission to the erection of churches and the making of christans. The king said, 'I desire this myself, because I have heard so much of your good qualities,' and so he gave me a letter of authority, and also assigned a maintenance sufficient for two of us."—*Beveridge's Bakarganj. pp. 30-31.*

মূল ৪৪৫। ৪৬ পৃঃ দেখ।

চন্দ্রকে বধ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে আমরা সকল প্রবাদ অপেক্ষা প্রাচীন ঘটককারিকার প্রবাদই বিশ্বাস্য বলিয়া মনে করি। রামচন্দ্রের সহিত অনেক দিন হইতে প্রতাপাদিত্যের কন্যার বিবাহের কথা হয়। সম্ভবতঃ, এই বিবাহসময়ে রামচন্দ্র কিছু কাল স্বরাজ্য হইতে অনুপস্থিত থাকায় আরাকানরাজ বাকলা জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহা হইলে, ১৬০২-৩ খৃষ্টাব্দে রামচন্দ্রের বিবাহ হয়। সেই সময়ে কার্ভালোও প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক নিহত হয়।

রামচন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, আপনার বাহুবলের পরিচয়ও প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্যকে জয় করিয়া বন্দি-অবস্থায় স্বরাজ্যে আনয়ন করেন।* বাকলাতেই লক্ষ্মণমাণিক্যের মৃত্যু সংঘটিত হয়। রামচন্দ্র মোগল ও মগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত পর্টুগীজদিগকে স্বরাজ্যে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ গঞ্জালেস ফিরিঙ্গী আপনার প্রাধান্যবিস্তারের জন্য রামচন্দ্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে সে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক রামচন্দ্রের রাজ্য আক্রমণ করিয়া, তাঁহার অধিকারস্থ সাহাবাজপুর ও পাতলেভাঙ্গা অধিকার করিয়া লয়। পরে এ বিষয়ের বিশেষরূপ আলোচনা করা যাইবে।

লক্ষ্মণমাণিক্যের পরাজয়।

* "রামচন্দ্রস্তস্য সুতঃ গুণে শ্রীরাঘবোপমঃ।
মহাধনুর্দ্ধরঃ শূরো ভীমসেনসমো বলী॥
জিত্বা লক্ষ্মণমাণিক্যং ভুলুয়াধিপতিং বরং।
স্বরাজ্যে হানয়ামাস বদ্ধা তং নৃপশার্দ্দূলং।"

* * *

"মহাযোধো মহারথো বিক্রমে কেশরিসমঃ।
ভাস্করস্তৎসমশ্চৈব ন ভূতো ন ভবিষ্যতি॥"—ঘটককারিকা।

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ বলেন যে, রামচন্দ্র লক্ষ্মণমাণিক্যের রাজ্যে উপস্থিত হইলে, লক্ষ্মণ আমোদ প্রমোদের জন্য তাঁহার নৌকায় উপস্থিত হন; কিন্তু বিশ্বাসঘাতক রামচন্দ্র

রামচন্দ্রের পুত্র কীর্ত্তিনারায়ণও অত্যন্ত বীর ছিলেন। তিনি নৌযুদ্ধে সুপ্রসিদ্ধ ও সুদক্ষ ছিলেন, এবং মেঘনার উপকূল হইতে ফিরিঙ্গী-গণকে বিতাড়িত করিয়া দেন। ঢাকার নবাব তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন।* চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশীয়েরা বাহুবলের জন্য বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। বংশানুক্রমে তাঁহারা বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কচুয়া নামক স্থানে প্রথমে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। পরে কন্দর্প রায় মাধবপাশায় রাজধানী স্থাপিত করেন।† বাকলা নামে কোন নগর ছিল কি না, জানা যায় না; থাকিলে ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দের প্লাবনে তাহা বিধৌত হইয়া গিয়াছে।

অন্যান্য কথা।

তাঁহাকে বন্দী করিয়া আনেন। শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় ভুলুয়া হইতে এইরূপ প্রবাদ জ্ঞাত হইয়াছেন যে, রামচন্দ্র যুদ্ধঘোষণা করিয়া ভুলুয়ায় উপস্থিত হইলে, লক্ষ্মণমাণিক্য তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য তাঁহার রণতরীতে লক্ষ প্রদান করিয়া পতিত হইলে, তিনিই অবশেষে ধৃত হন। সিংহ মহাশয় উক্ত প্রবাদ কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন, বলিতে পারি না। কিন্তু ঘটককারিকায় দেখা যায় যে, রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে পরাস্ত করিয়াই বন্দি-অবস্থায় আনয়ন করেন। প্রাচীন ঘটককারিকা অপেক্ষা বর্ত্তমান প্রবাদের অধিক মূল্য আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

* "কীর্ত্তিনারায়ণো বীরো মহামানী তদঙ্গজঃ।
জগদেকশূরঃ সোঽপি নৌযুদ্ধে সুপ্রসিদ্ধকঃ॥
মেঘনাদোপকূলে স ফেরঙ্গসৈনিকৈঃ সহ।
অদ্ভুতং সমরং কৃত্বা তাঁবাৎ সর্ব্বানতাড়য়ৎ॥
জাহাঙ্গীরপুরাধীশো নবাবো যবনস্ততঃ।
স্থাপয়ামাস মিত্রত্বং সার্দ্ধং তেন প্রযত্নতঃ॥"—ঘটককারিকা।

† "স্থাপয়ামাস পুরঞ্চ বাহুরিকাটিসংজ্ঞকং।
তথা মাধবপাশাঞ্চ ক্ষুদ্রকাটিং তথৈব চ॥"

মাধবপাশা সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—

"চতুর্বর্ষসহস্রাণি প্রথমং কলিযুগস্য চ।
গমিষ্যন্তি যদা দ্বিপ্রাশ্চন্দ্রদ্বীপে তদা মহৎ।
পত্তনঞ্চ নদীপার্শ্বে মাধবপাশং ভবিষ্যতি॥
মাধবপাশপত্তনস্থা লোকা ধর্ম্মকৃতা যদা।
স্থাস্যতি গ্রামপার্শ্বে চ তদা মাধবদেবকঃ॥"

১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে ভীষণ মহাপ্লাবনের কথা আইন আকবরীতেও লিখিত আছে। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশীয়েরা বঙ্গজ কায়স্থগণের সমাজপতি ছিলেন। তাঁহাদের সমাজ হইতে অন্যান্য সমাজের সৃষ্টি হয়। বাঙ্গলার শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা সেনবংশীয়গণের বংশধর হওয়ায় * তাঁহারা কায়স্থ সমাজে আধিপত্য লাভ করেন।

বারভুঁইয়ার মধ্যে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের গৌরব বাঙ্গলার আবাল-বৃদ্ধবনিতার মুখে ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে। ভারতচন্দ্রের অমর লেখনী তাঁহাকে চিরোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছে। আজ বাঙ্গলার প্রতিগৃহ হইতে "যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম" এই মহাগীতি তাহার জলভারাবনত বায়ুস্তরকে কম্পিত করিয়া অনন্ত স্পর্শ করিবার জন্য ধাবিত হইতেছে। যাঁহার নাম করিতে কঙ্কালসার বঙ্গবাসী পুলকে অধীর হইয়া পড়ে, বঙ্গশিশু আনন্দে করতালি দেয়, বঙ্গবালার অঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, "বরপুত্র ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর" সেই মহাগৌরবান্বিত বঙ্গবীরের কীর্ত্তিকাহিনী অমরকবি ব্যতীত আর কে চিত্রিত করিতে পারে! বঙ্গভূমিকে স্বাধীনতার লীলানিকেতন করিবার জন্য যিনি অদম্য অধ্যবসায় আশ্রয় করিয়াছিলেন, বঙ্গবাসীর কাপুরুষ নাম অপনোদনের জন্য যিনি তাহাদের বাহুতে শক্তি দিয়াছিলেন, বাঙ্গলীর রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যিনি আসমুদ্র বিজয়নিশান উড্ডীন করিয়াছিলেন তাঁহার গৌরবগীতি গাহিতে কাহার না ইচ্ছা হয়। তাই আজ বঙ্গকুলাচার্য্য তাঁহার

প্রতাপাদিত্য।

* চন্দ্রদ্বীপের রাজগণ যে সেনরাজগণের বংশধর তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহারা কায়স্থ হওয়ায় সেনরাজগণেরও কায়স্থত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। আইন আকবরীতে সেনরাজগণ কায়স্থ বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছেন। ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারের নূতন সংস্করণে চন্দ্রদ্বীপের রাজগণকে সেনরাজগণের বংশধর বলায় প্রকারান্তরে তাঁহাদের কায়স্থত্ব নির্দ্দেশ করা হইতেছে। সুতরাং ঐতিহাসিক প্রমাণে সেনরাজগণ কায়স্থ বলিয়াই স্থির হইতেছেন। তবে তাঁহারা মূলে ক্ষত্রিয় ছিলেন, ইহা তাঁহাদের তাম্রশাসনাদি হইতে জানা যায়।

নাম কীর্ত্তনে শতমুখ; বঙ্গগ্রন্থকার তাঁহার কীর্ত্তিপ্রচারে অগ্রসর, বঙ্গ-রঙ্গভূমি তাঁহার গৌরবগানে ব্যাকুল। তিন শত বৎসর অতীত হইল, যশোরের রক্তাক্ত প্রান্তরে ছিন্নবাহু বাঙ্গলার প্রতাপ—মানসিংহ কর্ত্তৃক পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া কাশীধামে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন, কিন্তু আজিও যেন তাঁহার সজীব প্রতিমা আমাদের চক্ষেব সমক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সত্য সত্যই ভারতচন্দ্র তাঁহাকে 'প্রিয়তম পৃথিবীর' বলিয়া কীর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহা না হইলে, তিন শত বৎসর পরেও বাঙ্গালী তাঁহার নামে উন্মত্ত হইয়া উঠে কেন? তাঁহার সমকক্ষ মহাবীর কেদারবায় প্রভৃতির নাম বিস্মৃতির অতলজলে চিরনিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে, কোন কালে তাঁহাদের অস্তিত্ব ছিল কিনা, বঙ্গবাসী তাহা অবগত নহে, কিন্তু প্রতাপের নাম অদ্যাপি কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে। ইহা কি অল্প গৌরবের কথা! ইহাতেই বুঝা যায় যে, তিনি দেবানুগৃহীত পুরুষ ছিলেন। মগ, ফিরিঙ্গী, পাঠানগণ বাধ্য হইয়া যাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিল, যাঁহার স্বাধীনতাহরণের জন্য মোগলগণকে অনেক প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল, মোগল-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ মানসিংহকে যাঁহার সহিত সমর-প্রান্তরে রণাভিনয় করিতে হইয়াছিল, বাঙ্গালার গৌরবস্থল সেই প্রতাপাদিত্যের নাম যে চিরোজ্জ্বল থাকিবে, তাহাতে সংশয় আছে কি? ব্যাঘ্র-ভল্লুকসমাকীর্ণ সুন্দরবন তাঁহার সমস্ত কীর্ত্তি লোপ করিতে চেষ্টা করিলেও বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব যত দিন বিদ্যমান থাকিবে, তত দিন প্রতাপের নাম বিলুপ্ত হইবে না। যত দিন বঙ্গভাষা ধরণীর পৃষ্ঠে বিরাজমান থাকিবে, তত দিন প্রতাপের নাম উত্তরোত্তর কীর্ত্তিত হইবে। যত দিন বাঙ্গালী জাতীয়তার জন্য ব্যাকুল হইবে, তত দিনই তাঁহার কীর্ত্তি তাহাদের স্মৃতিপটে চিরজাগরূক থাকিবে। যদিও কার্য্যসিদ্ধির জন্য প্রতাপ অনেক সময়ে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়া আপনাকে আদর্শ চরিত্র হইতে

স্খলিত করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার অন্যান্য যে সদ্‌গুণাবলী ছিল, তাহার আলোচনায় মহাকবি ভবভূতি লিখিত লোকোত্তরদিগের চিত্ত "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি" স্মরণ করিয়া আমাদের আশ্বস্ত হওয়া উচিত। বিশেষতঃ বাঙ্গালী জীবনে যিনি স্বাধীনতার রসাস্বাদে নিজ আত্মাকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন, তিনি যে বাঙ্গালীর গৌরবের বস্তু ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যদি কেহ একবার স্বাধীনতার শ্মশানভূমি যশোর বা ঈশ্বরীপুরে উপস্থিত হন, তিনি দেখিতে পাইবেন, দেবী যশোরেশ্বরীর ভগ্ন মন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া বহুদূর বিস্তৃত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভগ্নাবশেষ আজিও প্রতাপের কীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তাঁহার সেই পঞ্চক্রোশী রাজধানী ধুমঘাট, এক্ষণে জঙ্গল বা প্রান্তরে পরিণত হইলেও, তাঁহার দুর্গ রণযান ও গোলাগুলি নির্ম্মাণ প্রভৃতি স্থানের নিদর্শন আজিও ধরণীপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যায় নাই। আজিও সেই সেই স্থানে বিচরণ করিলে স্বাধীনতা-লক্ষ্মীকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বঙ্গপ্রতিভা কিরূপ পাদ্যঅর্ঘ্যের আহরণ করিয়াছিল, তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়। কালিন্দী, যমুনা ও ইচ্ছামতীর সলিলবিধৌত সেই নিবিড় অরণ্য সমুদ্রসাক্ষী করিয়া আজিও প্রতাপের গৌরবের পরিচয় দিতেছে। যে প্রতাপ বঙ্গবাসীর আদরের বস্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার প্রকৃত ইতিহাস পাইবার উপায় নাই। প্রবাদ তাঁহাকে এরূপ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে যে, তাহাকে ভেদ করিয়া ইতিহাসের ক্ষীণালোক প্রকাশিত হইতে পারিতেছে না। আমরা সেই ক্ষীণালোকসাহায্যে প্রতাপের যাহা কিছু দেখিতে পাইয়াছি, তাহাই সাধ্যানুসারে প্রদান করিতে চেষ্টা করিব। সকলে স্মরণ রাখিবেন, আমরা ঐতিহাসিক প্রতাপকে চিত্রিত করিতে প্রয়াস পাইব। ঐতিহাসিক প্রতাপের চিত্র যে উজ্জ্বল হইবে, সে ভরসা আমাদের নাই। কারণ, আমরা বলিয়াছি যে, ইতিহাসের ক্ষীণালোক আমাদের সহায়। অনেকের মানস-

পটে অঙ্কিত প্রতাপের সহিত এ চিত্রের পার্থক্য ঘটিতে পারে, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমরা এক্ষণে প্রতাপের বংশপরিচয় হইতে আনুপূর্ব্বিক তাঁহার বিবরণ যথাসাধ্য প্রদান করিতে চেষ্টা করিব।

বংশ পরিচয়।

বঙ্গেশ্বর আদিশূরের আনীত কায়স্থপ্রধান বিরাট্ গুহের বংশে নারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। নারায়ণের পুত্র দশরথ সেনবংশ-প্রদীপ বল্লালসেন-দেবের নিকট হইতে কৌলীন্য মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। দশরথের ছয় পুত্রের মধ্যে লক্ষ্মণ ও ভরত কুলপতি হন। এই ভরতের বংশে আঁশ গুহের জন্ম হয়, আঁশের কুলদীপক পুত্র গজপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র ছকড়ীর ঔরসে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। এই রামচন্দ্রই যশোর রাজবংশের আদিপুরুষ। কুলাচার্য্যগণ রামচন্দ্রের অনেক প্রকার গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। * রামচন্দ্র পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বাঙ্গলার তদানীন্তন প্রসিদ্ধ বন্দর সপ্তগ্রামের নিকট আসিয়া বাস করেন। তাঁহার বাসস্থান এক্ষণে বর্ত্তমান পাটমহল পরগণার অন্তর্ভূত হইয়াছে। পাটমহল হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। † সপ্তগ্রামের নিকটে বাস করার কিছু পরে তিনি তদ্দেশবাসী শ্রীকান্ত ঘোষের কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। শ্রীকান্তের পুত্রেরা সপ্তগ্রামের কাননগো দপ্তরে কার্য্য করিতেন, রামচন্দ্রও তাঁহাদের সহিত তথায় যাতায়াত আরম্ভ করেন, ক্রমে তিনি নিজ ক্ষমতাবলে উক্ত দপ্তরের এক মুহুরী পদে নিযুক্ত হন। কালক্রমে রামচন্দ্রের ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ নামে তিন পুত্র জন্মে। ইহাঁরা পারসী আদি ভাষা শিক্ষা করিয়া বিশেষরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন ; তিন ভ্রাতার মধ্যে কনিষ্ঠ শিবানন্দই কার্য্যকুশল ছিলেন ; তিনি

* ঘটককারিকা দেখ।

† (৪) টিপ্পনী দেখ।

পিতার সহিত কাননগো দপ্তরে যাতায়াত আরম্ভ করিয়া, ক্রমে তথায় একটি কার্য্যে নিযুক্ত হন। শিবানন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভবানন্দের সহিত পরাশর ঘোষের কন্যার বিবাহ হয় এবং মধ্যম গুণানন্দ জগদানন্দ বসুর কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। গুণানন্দ পরিশেষে অনন্ত দত্তের কন্যাকেও বিবাহ করেন। ভবানন্দের শ্রীহরি * ও গুণানন্দের জানকীবল্লভ নামে পুত্র জন্মে। এই দুই ভ্রাতা বাল্যকাল হইতে সুচতুর ছিলেন। তাঁহারা ফারসী আদি ভাষা শিক্ষা করিয়া তাহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। গুণানন্দের বাসুদেব নামে আর এক পুত্রও জন্মে।

শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহাদিগের যথারীতি বিবাহ-উৎসব সম্পাদিত হয়। উগ্রকণ্ঠ বসুর কন্যার সহিত শ্রীহরির ও কৃষ্ণরাম দত্তের কন্যার সহিত জানকীবল্লভের বিবাহ হইয়াছিল। শ্রীহরি পরিশেষে জগদানন্দ ঘোষের কন্যা ও জানকীবল্লভ মনোহর বসুর কন্যাকে বিবাহ করেন। সপ্তগ্রামে অবস্থান কালে শ্রীহরির একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। এই পুত্র কালে প্রতাপাদিত্য নাম ধারণ করিয়া আসমুদ্র দক্ষিণ বঙ্গের একাধীশ্বর হইয়াছিলেন। কোন্ অব্দে প্রতাপাদিত্য জন্মগ্রহণ করেন, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে অনুমানের দ্বারা স্থির হয় যে, তিনি ১৫৬১ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যশোরের ঘটকগণ বলিয়া থাকেন যে, প্রতাপাদিত্য "ইষুবেদ প্রমাণাব্দ" বা ৪৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহারা বসন্তরায়ের হত্যার পর হইতে প্রতাপের রাজত্বারম্ভ গণনা করেন। তাহাতে সাহজাহানের রাজত্বকালে তাঁহার পতন স্থির হয়। † উহা ঐতিহাসিক মতের

প্রতাপাদিত্যের জন্ম।

* শ্রীহরিকে কেহ শ্রীহর্ষ কেহ বা শ্রীধরও বলিয়াছেন।

† যুগযুগ্মেষুচন্দ্রে চ শকে হত্বা বসন্তকং।
প্রতাপাদিত্যনামাসৌ জায়তে নৃপতি র্মহান্।

সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ, জাহাঙ্গীরের রাজত্বারম্ভের অব্যবহিত পরেই ১৬০৬ খৃঃ অব্দে প্রতাপের পতন হয়। মানসিংহদত্ত ভবানন্দ মজুমদারের ফার্ম্মান হইতে তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়, এবং এতৎসম্বন্ধে অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রমাণও আছে। কুলাচার্য্যগণের লিখিত প্রতাপের এই ৪৫ বৎসর রাজত্বকালকে আমরা তাঁহার বয়ঃপরিমাণ অনুমান করিয়া থাকি। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন যে, প্রবাদানুসারে প্রতাপ ৪২ বৎসর জীবিত ছিলেন। * তদনুসারে ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে প্রতাপের জন্ম স্থির হয়। নূরনগরের রাজবংশীয়গণ তাঁহাদের পারিবারিক প্রবাদানুসারে প্রতাপের জীবিত কাল ৩৯ বৎসর বলিয়া থাকেন। তাহা হইলে ১৫৬৭ খৃঃ অব্দে প্রতাপের জন্মাব্দ স্থির করিতে হয়। শেষোক্ত দুই মত অবলম্বন করিলে গৌড়ে প্রতাপাদিত্যের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করিতে হয়। আমরা ঘটকদিগের লিখিত প্রতাপের রাজত্বকালকে তাঁহার জীবিতকাল স্থির করিয়া ১৫৬১ খৃঃ অব্দে সপ্তগ্রামে তাহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করি।

ইষুবেদপ্রমাণাব্দং কৃতং রাজ্যং স্ববীর্য্যতঃ।
ধর্ম্মযুগ্মেষুচন্দ্রেচ শাকে কল্পতরুরভবৎ॥
গ্রহাঙ্গেষুবিধৌ-শাকে যশোহরজিতঃ সোঽভূৎ।
প্রতাপাদিত্যকং জিত্বা নৃপত্ব'াবিংশতিঃ সমাঃ॥"

যশোরের ঘটকগণ প্রতাপাদিত্যের ৪৫ বৎসর জীবিত কালে রাজত্ব কাল ধরিয়া লইয়া বসন্তরায়ের হত্যার পর হইতে তাহা গণনা করিতে আরম্ভ করায় নানা প্রকার ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাঁহারা প্রতাপ ৪৫ বৎসর জীবিত ছিলেন এই প্রবাদকে তাঁহার রাজত্বকালে পরিণত করিয়াছেন। কিন্তু বসন্তরায়ের হত্যার পূর্ব্ব হইতে যে প্রতাপের রাজত্বারম্ভ তাহার অনেক প্রমাণ আছে।

* বিশ্বকোষ—প্রতাপাদিত্য।

রামচন্দ্র ও শিবানন্দ উভয়ে সপ্তগ্রামের কাননগো-দপ্তরে কার্য্য করিতেছিলেন। কিন্তু উক্ত দপ্তরের সেরেস্তাদার কান্তারের সহিত শিবানন্দের মনোমালিন্য সংঘটিত হওয়ায়, শিবানন্দ সপ্তগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া রাজধানী গৌড়ে যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁহার পিতা রামচন্দ্র শিবানন্দের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র সমভিব্যাহারে গৌড়ে উপস্থিত হন। এই সময়ে খৃষ্টীয় ১৫৬৫ অব্দে সুপ্রসিদ্ধ সুলেমান কররাণী বা কিরাণী গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। সুলেমান বঙ্গরাজ্যের একাধিপত্য লাভ করিলেও দিল্লীশ্বর মোগলকেশরী আকবর বাদসাহকে উপঢৌকনাদি প্রদান করিয়া তাঁহাকে স্বীয় প্রভু বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন। সুলেমান গৌড় হইতে টাঁড়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র গৌড়ে উপস্থিত হইয়া সপরিবারে তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে তিনি গৌড়াধিপকে যথাযোগ্য নজরাদি প্রদান করিয়া রাজধানীর কাননগো-দপ্তরে নিযুক্ত হন, শিবানন্দও তাঁহার সহিত উক্ত দপ্তরে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শিবানন্দ নিজ প্রতিভাগুণে সুলেমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রামচন্দ্র বার্দ্ধক্যদশায় উপনীত হওয়ায় অল্পদিনের মধ্যেই এ জগৎ হইতে চির বিদায় লন। কিছুকাল পরে কাননগো দপ্তরের কর্ত্তার মৃত্যু হইলে সুলেমান শিবানন্দকে উক্ত পদ প্রদান করেন। এইরূপে শিবানন্দ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে গণ্য হইয়া উঠেন ও তাঁহার ক্ষমতাও অসীম হইয়া উঠে। *

গৌড়ে অবস্থান।

তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ ক্রমে রাজপুত্রদিগের সহিত পরিচিত হন। কনিষ্ঠ যুবরাজ দায়ুদের সহিত তাঁহাদের প্রণয় স্থাপিত হয়।

* কুলাচার্য্যগণ বলেন যে, ভবানন্দ গৌড়মন্ত্রী হইয়াছিলেন, কিন্তু রামরাম বসু মহাশয় তাহার কোনই উল্লেখ করেন নাই। আমরা এস্থলে বসু মহাশয়েরই মত গ্রহণ করিয়াছি।

১৫৭৩ খৃঃ অব্দে সুলেমানের মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বায়াজিদ গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। বায়জিদ আমীরগণের সাহায্যে স্বীয় ভগিনীপতি হুসো কর্ত্তৃক নিহত হইলে, হুসোও আবার আমীর লোদী খাঁ কর্ত্তৃক হত হয় এবং সুলেমানের কনিষ্ঠ পুত্র দায়ুদের মস্তকে রাজচ্ছত্র ধৃত হয়।

দায়ুদ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া আপনার ধনরত্ন পূর্ণ রাজকোষ ও সৈন্যসংখ্যা দেখিয়া আপনাকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহার আমীর উল্‌ওমরা লোদী খাঁও তাঁহাকে এ বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। দায়ুদ মোগলরাজ্যে উপদ্রব আরম্ভ করিয়া গাজীপুরের নিকট জামনিয়া নামক দুর্গ অধিকার করেন। আকবর বাদসাহ এই সংবাদ পাইয়া খাঁনখানান মুনিম খাঁকে বিহার ও বাঙ্গলা অধিকারের জন্য আদেশ দেন। পাটনার নিকট মোগল সৈন্যের সহিত আমীর উল্‌ওমরা লোদীখাঁর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। কয়েকটি ক্ষুদ্র যুদ্ধের পর উভয়পক্ষের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপিত হইয়াছিল। লোদীখাঁর ক্ষমতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া, দায়ুদ তাঁহাকে বন্দী করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ও অবশেষে তাঁহার হত্যার আদেশ প্রদান করেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন যে, সুপ্রসিদ্ধ কতলুখাঁ ও শ্রীহরি বা শ্রীধরের উত্তেজনায় ও নিজের বিচারশক্তির অভাবে দায়ুদ এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। * লোদী বন্দী অবস্থায় শ্রীহরির তত্ত্বাব-

বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়।

* "At the instigation of Katlu Khan, who had for a long time held the country of Jagannath and of Sridhar Hindu Bengali, and through his own want of judgment, he seized Lodi his Amir-ul-umra, and put him in confinement under the charge of Sridhar Bengali." (Nizam ud-din Ahmad's Tabkat-i-Akbari. Elliot vol. V. P. 373.)

ধানে অবস্থিত হন। কতলু ও শ্রীহরি লোদীর মৃত্যুর পর উকীল ও উজীরের পদলাভ করিবেন বলিয়া দায়ুদকে এইরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন। এই সময়ে শ্রীহরি বা শ্রীধর দায়ুদের নিকট হইতে মহারাজ বিক্রমাদিত্য উপাধি লাভ করিবেন। * তাঁহার পিতৃব্যপুত্র জানকীবল্লভও দায়ুদের প্রিয়পাত্র হওয়ায় তিনি রাজস্ব-বিভাগের শ্রেষ্ঠ পদ অধিকার করেন ও রাজা বসন্তরায় উপাধি প্রাপ্ত হন। † কতলু খাঁ ও বিক্রমাদিত্য দায়ুদের দক্ষিণ ও বাম হস্তস্বরূপ ছিলেন, এবং বসন্তরায়ও ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিতেন। তৎকালে কতলু খাঁ ও তাঁহার স্ববংশীয় ও অমাত্য খাজা ইশাখাঁর সহিত বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়ের অপরিসীম বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। কতলু ও ইশা উভয়ে লোহানী বংশসম্ভূত ছিলেন।

যশোরের প্রতিষ্ঠা।

দায়ুদের অনুগ্রহ লাভ করিয়া বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় আপনাদিগের এক জায়গীর লাভের জন্য প্রয়াসী হন। রামরাম বসু মহাশয় লিখিয়াছেন যে, দায়ুদের শোচনীয় পরিণাম ভাবিয়া তাঁহারা ভবানন্দ প্রভৃতির পরামর্শে দায়ুদকে পরিত্যাগ করিয়া ভবিষ্যতে কোন দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থান করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু নিজামউদ্দীন আহম্মদ প্রভৃতি মুসলমান ঐতিহাসিকগণ

* "Sridhar Bangali * * * whom he had given the title of Bikramajit." (Nizam-ud-din Ahmad. Elliot vol. v. P. 378.) মুসলমান লেখকগণ বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমাদিৎ উপাধিকে বিক্রমাজিৎ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উজ্জয়িনীর সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্য যদোনি প্রভৃতি কর্ত্তৃকও 'Bikramajit নামেই অভিহিত হইয়াছেন। (১১ টিপ্পনী দেখ)

† "শ্রীহরিস্তস্য পুত্রশ্চ বিক্রমাদিত্য সংজ্ঞকঃ
* * *
সুতস্তস্য মহাজ্ঞানী জানকীবল্লভঃ স্মৃতঃ।
* * *
বসন্ত রায় সংজ্ঞাঞ্চ রাজোপাধিং তথৈবচ।
প্রাপ্নুয়াৎ স নরশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ॥ (ঘটককারিকা)

বলিয়া থাকেন যে, বিক্রমাদিত্য দায়ুদকে সর্ব্বদা পরামর্শদানে উত্তেজিত করিতেন। যাহাহউক, তাঁহারা দায়ুদের প্রিয়পাত্র হওয়ায় তাঁহার নিকট হইতে যে জায়গীর প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা অনুসন্ধানে অবগত হন যে, সমুদ্রের নিকট সুন্দরবনের মধ্যে যশোর * প্রভৃতি স্থান চাঁদখাঁ মসনদ আলি নামে এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির জায়গীর ছিল। তিনি নিঃসন্তান প্রাণত্যাগ করায়, উক্ত জায়গীর অস্থায়িক অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে। দায়ুদের নিকট তাহা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহারা উক্ত স্থানের জায়গীর লাভ করেন। উক্ত জায়গীরের মধ্যে যশোর নামে যে প্রাচীন পীঠস্থানে দেবী যশোরেশ্বরীর মন্দির অবস্থিত ছিল। তাঁহারা তথায় আপনাদিগের বাসস্থান স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হন। কতদিন হইতে যশোরের অস্তিত্ব ছিল স্থির করিয়া বলা যায় না। দিগ্বিজয়-প্রকাশে † লিখিত আছে যে, এখানে মহাদেবের মস্তক হইতে সতীদেবীর বাহু ও পদ পতিত হয়। সেইজন্য এইস্থান পীঠস্থান হয় ও ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী যশোরেশ্বরী নামে খ্যাত হন। অনরি নামক একজন ব্রাহ্মণ বন-মধ্যে শতদ্বারযুক্ত দেবীর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পরে গোকর্ণ-কুলসম্ভূত ধেনুকর্ণ নামে এক ক্ষত্রিয় রাজা পশ্চিম হইতে আসিয়া বন কাটাইয়া যশোরেশ্বরীর নিকট ইষ্টকরচিত গৃহ নির্ম্মাণ করেন। বল্লাল-সেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন যশোরস্থ সেনহট্টগ্রাম পত্তন করিয়া যশোরেশ্বরীর নিকট একটি শিবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ‡ তন্ত্রচূড়ামণি প্রভৃতি তন্ত্র

* যশোর আধুনিক কালে যশোহর বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে, কিন্তু সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ইহাকে যশোর বলিয়া লিখিত হইতে দেখা যায়, তন্ত্রচূড়ামণি, দিগ্বিজয়-প্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থে যশোরই দৃষ্ট হয়, এবং ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম যশোরেশ্বরী। কনিংহাম সাহেব আরবী জসর বা সেতু হইতে ইহার নাম হইয়াছে বলিয়া অনুমান করেন।

† দিগ্বিজয় প্রকাশ তিন শত বৎসর পূর্ব্বে কবিরাম কর্ত্তৃক লিখিত হয়।

‡ বিশ্বকোষ—যশোর শব্দ।

গ্রন্থেও যশোরেশ্বরীর উল্লেখ আছে। সুতরাং যশোর যে প্রাচীন স্থান তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং তাহার অধিষ্ঠাত্রী যশোরেশ্বরীও বহুদিন হইতেই বিদ্যমান আছেন। বিক্রমাদিত্য এই প্রাচীন স্থানকেই আপনাদের বাসোপযোগী করিবার জন্য তাহার অরণ্যাদি কাটাইয়া তাহাকে এক সুন্দর নগরে পরিণত করেন। কালক্রমে তাহা দক্ষিণ বঙ্গের রাজধানী হইয়া উঠে। এই যশোরের চতুঃপার্শ্বে বহুদূরবিস্তৃত ভূভাগের জায়গীর তাঁহাদের অধিকৃত হইয়া উঠে ও তাহা যশোররাজ্য নামে খ্যাত হয়। দিগ্বিজয়প্রকাশের মতে এই যশোররাজ্যের পশ্চিম সীমায় কুশদ্বীপ, পূর্ব্বে ভূষণা ও বাকলার সীমা মধুমতী নদী, উত্তরে কেশবপুর ও দক্ষিণে সুন্দরবন ছিল। এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী একবিংশতি যোজন পরিমিত স্থান যশোর নামে খ্যাত। ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্ম খণ্ডে যশোরকে দশ যোজন পরিমাণ বলা হইয়াছে। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবের মতে প্রতাপাদিত্যের পৈতৃক ও স্বাধিকৃত ভূভাগ ইচ্ছামতী নদীর পূর্ব্বভাগস্থ চব্বিশ পরগণা জেলায় এবং উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্ব অংশ ব্যতীত সমগ্র যশোর জেলায় অবস্থিত ছিল। ওয়েষ্টল্যাণ্ড প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে কৃষ্ণনগরের রাজবংশের ভূভাগ অবস্থিত ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সে সময়ে কৃষ্ণনগরের রাজবংশের রাজ্য যে অধিক দূর বিস্তৃত ছিল, এমন বোধ হয় না। সে যাহাহউক, এই সমস্ত আলোচনা করিয়া আমাদের বোধ হয় যে, বিক্রমাদিত্যের সময়ে না হউক, প্রতাপাদিত্যের সময়ে যশোর রাজ্য বহু বিস্তৃত ছিল, তাহার পশ্চিমে ভাগীরথী, দক্ষিণে সমুদ্র, পূর্ব্বে মধুমতী ও উত্তরে বর্ত্তমান নদীয়া জেলার দক্ষিণাংশ ও চব্বিশ পরগণার উত্তরাংশ অবস্থিত ছিল। * মধুমতী ভূষণা ও বাকলা হইতে যশোর রাজ্যকে পৃথক্ করিয়া

* ২০ টিপ্পনী দেখ।

রাখিয়াছিল। প্রতাপাদিত্য সময়ে সময়ে যশোর রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াও থাকিবেন, কিন্তু তাহা সাময়িক বলিয়াই অনুমিত হয়। পূর্ব্বে এই প্রদেশের অধিকাংশই চাঁদ খাঁ মসনদ আলির জায়গীর ছিল। এই চাঁদ খাঁ মসনদ আলি কোন্ বংশীয় ছিলেন, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বেভারিজ সাহেব তাঁহাকে বাগেরহাটের সুপ্রসিদ্ধ খাঁজাহান আলির বা খাঞ্জালির সহিত সম্বন্ধ করিতে চাহেন। চাঁদ খাঁ তাঁহার সহিত কি হিজলীর মসনদ আলি বংশের সহিত সম্বন্ধ ছিলেন তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তৎকালে পাঠান সাধারণেই মসনদ আলি উপাধি গ্রহণ করিতেন; সুতরাং বিশেষ প্রমাণ না থাকিলে মসনদ আলিগণের পরস্পরে সম্বন্ধ স্থির করা বড়ই দুর্ঘট হইয়া উঠে। * চাঁদ খাঁর পরে বিক্রমাদিত্য এই যশোর জায়গীরের একাধিপত্য লাভ করেন। এবং প্রতাপাদিত্যের সময় তাহা একটি বিস্তৃত রাজ্যে পরিণত হয়। যশোর নগর ও রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া বিক্রমাদিত্য আপনার সমস্ত পরিবারবর্গকে যশোরে পাঠাইয়া দেন। ভবানন্দ তাঁহাদিগের ধনরত্নাদি নৌকা পূর্ণ করিয়া সপরিবারে যশোরে আসিয়া উপস্থিত হন। এই সময়ে প্রতাপ প্রথমে আপনার ভবিষ্যৎ লীলাভূমিতে আগমন করেন। বিক্রমাদিত্য, বসন্ত রায় ও শিবানন্দ এই তিন জনে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় গৌড়ে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হন। আনুমানিক ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে যশোর নগর ও রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

দায়ুদের সহিত সন্ধি স্থাপিত হওয়ায় বাদসাহ আকবর সন্তুষ্ট হন নাই। লোদীখাঁও মৃত্যুর পূর্ব্বে শ্রীহরি কতলু ও দায়ুদকে মোগলের আক্রমণ বাধা দিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। কাজেই উভয় পক্ষের মধ্যে আবার সত্বর যুদ্ধ বাধিয়া

যশোরের শ্রীবৃদ্ধি।

* (১৩) টিপ্পনী দেখ।

উঠে। বাদসাহ সন্ধির জন্য মুনিমখাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি রাজা তোড়লমল্লকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া দায়ুদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন, মুনিম খাঁও তাঁহার সহিত যোগ দেন। কয়েকটি সামান্য যুদ্ধের পর মোগলসেনাপতি দায়ুদকে পাটনা দুর্গে অবরোধ করেন। এই সময়ে বাদসাহ স্বয়ং আগরা হইতে বাঙ্গলার অভিমুখে ধাবিত হন। প্রয়াগ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলে তিনি তথায় একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার ইলাহাবাদ নাম প্রদান করেন। সেই দুর্গ আজিও অক্ষত শরীরে বিদ্যমান রহিয়াছে। মোগলসেনাপতির সহিত যোগ দিবার জন্য খাঁ আলম ও রাজা গজপতি প্রভৃতি প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা পাটনা আক্রমণ করিলে দায়ুদ ৯৮২ হিজরী (১৫৭৪ খৃঃ অব্দের) ২১এ রবিউলসানির রাত্রিতে নৌকারোহণে পাটনা হইতে নিষ্ক্রান্ত হন। বিক্রমাদিত্য দায়ুদের যাবতীয় ধনরত্ন নৌকাপূর্ণ করিয়া তৎপশ্চাৎ পলায়ন করেন। * এই সমস্ত ধনরত্ন ক্রমে ক্রমে যশোরে উপস্থিত হয়। সে সমস্ত দায়ুদকে আর প্রত্যর্পিত হয় নাই। ইহার পর তিনি নানা স্থানে পরিভ্রমণ করায়, ও ক্রমাগত মোগল সৈন্যের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় ঐ সকল ধন রত্নাদি তাঁহার নিকট আনীত হইবার সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। এই সমস্ত ধনরত্নের জন্য যশোর অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে, এবং ইহাকে অত্যন্ত সুরক্ষিত করা হয়। দায়ুদের ধনরত্ন যে যশোরের শ্রীবৃদ্ধির কারণ, তাহা ইতিহাস ও প্রবাদ একবাক্যে সমর্থন করিতেছে।

পাটনা অবরোধের পর মোগল সৈন্য পাঠান সৈন্যগণের পশ্চাদ্ধাবিত

* "Sridhar the Bengali, who was Daud's great supporter, and to whom he had given the title of Raja Bikramajit, placed his valuables and treasure in a boat and followed him." (Nizam-ud-din Ahmad.)

হইয়া দরিয়াপুর পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলে বাদসাহ সেই সময়ে খানখানান মুনিম খাঁকে বাঙ্গলা ও বিহারের সুবেদার নিযুক্ত করিয়া আগরাভিমুখে গমন করেন। দায়ুদ বঙ্গের দ্বার তেলিয়াগুড়ি হইতে রাজধানী টাঁড়াতে উপস্থিত হন। মোগলেরা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলে তিনি রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া উড়িষ্যার অভিমুখে গমন করেন। খানখানান মুনিম খাঁ তেলিয়াগুড়ি অতিক্রম করিয়া রাজধানী টাঁড়ায় উপস্থিত হন ও ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে বাঙ্গলার রাজধানী অধিকার করিয়া লন। তাহার অব্যবহিত পরেই তিনি রাজা তোড়লমল্লকে দায়ুদের পশ্চাদ্ধাবনের আদেশ দেন। রাজা তোড়লমল্ল বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে দায়ুদকে আক্রমণ করেন। কিন্তু তাঁহার বলবৃদ্ধির প্রয়োজন হওয়ায় তিনি অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ক্রমে ক্রমে মোগল সৈন্য তাঁহার নিকট সমবেত হয়, ও অবশেষে মুনিম খাঁও তাঁহার সহিত যোগ দিবার জন্য টাঁড়া হইতে উড়িষ্যাভিমুখে যাত্রা করেন। মোগল সেনা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া দায়ুদ অবশেষে কটক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন ও মুনিম খাঁর সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। দায়ুদ খাঁ বাদসাহের বশ্যতা স্বীকার করিলে তাঁহাকে উড়িষ্যা প্রদেশ প্রত্যর্পণ করা হয়। তাহার পর মুনিম খাঁ টাঁড়ায় উপস্থিত হইয়া তথা হইতে রাজধানী গৌড়ে স্থানান্তরিত করেন। এই সময়ে ১৫৭৫ খৃঃ অব্দে গৌড়ের স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ায় অসংখ্য লোক মহামারীতে প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। মুনিম খাঁও সেই মহামারীতে জীবন বিসর্জ্জন দেন। মুনিম খাঁর মৃত্যুতে সুযোগ পাইয়া দায়ুদ উড়িষ্যা হইতে পুনর্ব্বার বাঙ্গলার দিকে ধাবিত হইয়া পাটনা পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বাদসাহ পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা খাঁ জাহান হোসেনকুলি খাঁকে বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া দায়ুদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। রাজা টোড়ল-

যশোরের বাদসাহী ফার্ম্মান।

মল্লও তাঁহার সহিত গমন করিবার জন্য আদিষ্ট হন। * নূতন সুবেদারের আগমন শুনিয়া দায়ুদ ক্রমে পশ্চাৎপদ হইতে আরম্ভ করেন। মোগল সুবেদার তেলিয়াগুড়িতে আফগানদিগকে আক্রমণ করিলে দায়ুদ রাজমহলে আসিয়া আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। এই খানে মোগলদিগের সহিত তাঁহার শেষ যুদ্ধ হয়। তাঁহার অশ্বের পদ কর্দ্দমে প্রোথিত হওয়ায় তিনি বন্দী হইয়া সুবেদারের নিকট প্রেরিত হন। ৯৮৩ হিজরী বা ১৫৭৫ খৃঃ অব্দে † খাঁজাহানের আদেশে তাঁহার শোচনীয় হত্যা সম্পাদিত হয়। তাঁহার ছিন্নমুণ্ড বাদসাহের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। ‡ দায়ুদের মৃত্যুর পর বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় কিছুদিন ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। পরে রাজা তোড়লমল্ল তাঁহাদিগকে অভয় দিলে, তাঁহারা রাজার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করেন ও সুবার সমস্ত কাগজপত্র বুঝাইয়া দেন। রাজা তাঁহাদিগকে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু দায়ুদের মৃত্যুতে তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হওয়ায় কার্য্য করিতে অসম্মত হন। তাঁহাদের অনুরোধক্রমে শিবানন্দ কেবল বাদসাহের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে সুবার সমস্ত কাগজ পত্র প্রাপ্ত হওয়ায়, রাজা তোড়লমল্ল তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছুক হন। বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় তাঁহার নিকট যশোর রাজ্যের ভৌমিকত্ব প্রার্থনা করিলে, রাজা তোড়লমল্ল তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া বাদসাহের আদেশে তাঁহাদিগকে যশোরের ভূঁইয়া নিযুক্ত করিয়া

* "When Khan Jahan went to Bengal, Todar Mall was ordered to accompany him." (Blochmann's Ain-i-Akbari, P. 351.)

† Stewart, ১৫৭৬ খৃঃ অব্দ বলেন।

‡ ২২ টিপ্পনী দেখ।

বাদসাহস্বাক্ষরিত ফার্ম্মান প্রদান করেন। যশোর এক্ষণে আর জায়গীর রহিল না, কিন্তু তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট করধার্য্য হইল, এবং বর্ষে বর্ষে সেই কর প্রদান করার জন্য আদেশও প্রদত্ত হয়।

যশোরসমাজ স্থাপন।

এইরূপে যশোরের ভৌমিকত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিক্রমাদিত্য প্রথমে বসন্তরায়কে যশোরে প্রেরণ করেন। বসন্তরায় তথায় উপস্থিত হইয়া নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের ও রাজধানীর উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হন। কিছুকাল পরে বিক্রমাদিত্যও গৌড় পরিত্যাগ করিয়া তথায় গমন করেন। যশোররাজ্যের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে দেখিয়া বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় উভয়ে পরামর্শ করিয়া তথায় একটি সমাজস্থাপনে প্রয়াসী হন। বিক্রমাদিত্যের উৎসাহে বসন্তরায় অপরিসীম চেষ্টা করিয়া চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যদিগকে আনয়ন করিয়া যথাযোগ্য মর্য্যাদাসহকারে তাঁহাদিগকে যশোর রাজ্যে বাস করাইয়াছিলেন। এই সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে তাঁহাদের স্বশ্রেণী বঙ্গজ কায়স্থগণের সংখ্যাই অধিক ছিল। যদিও চন্দ্রদ্বীপ বঙ্গজ কায়স্থগণের মূল সমাজ ছিল, তথাপি নবপ্রতিষ্ঠিত যশোর সমাজ অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণে পরিপূর্ণ হইয়া তাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হয়। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তও যশোর সমাজ আপনার গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

শিবানন্দের পূর্ব্ববঙ্গে গমন।

বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় গৌড় পরিত্যাগ করিয়া যশোরে উপস্থিত হইয়া, যশোর রাজ্যের উন্নতিসাধনে ব্যাপৃত হইলেন বটে, কিন্তু পিতৃব্য শিবানন্দকে যশোরে লইয়া যাইবার জন্য তাদৃশ যত্ন প্রদর্শন করেন নাই, এমন কি ভবানন্দ ও গুণানন্দও সে বিষয়ে তাঁহাদিগকে উপদেশ দেন নাই। যশোরে বাস করার কিছুকাল পরে ভবানন্দ ও গুণানন্দ পরলোকগত হন।

তাহার পরেও বিক্রমাদিত্য বা বসন্তরায় শিবানন্দকে যশোরে আনয়ন করিতে চেষ্টা করেন নাই। শিবানন্দ ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের এরূপ অকৃতজ্ঞতা দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন, এবং যশোর হইতে স্বীয় স্ত্রী এবং হরিদাস, গোপালদাস ও বিষ্ণুদাস নামক অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রত্রয়কে আনাইয়া গৌড় হইতে পূর্ব্ববঙ্গাভিমুখে যাত্রা করেন। পরে চাঁদপ্রতাপ পরগণার অন্তর্গত রোয়াইল গ্রামে বৈষ্ণবদাস নিয়োগী মহাশয়ের আশ্রয়ে বাস করেন। শিবানন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিদাসের সহিত বৈষ্ণবদাসের কন্যা গঙ্গার বিবাহ হয়। তাহার পর তাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গে বাস করেন। কনিষ্ঠ বিষ্ণুদাস পুনর্ব্বার যশোরে গমন করিয়াছিলেন। *

যশোর রাজ্য স্থাপন ও যশোর সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়া বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় বাঙ্গলার চতুর্দ্দিকে আপনাদের গৌরব বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা আপনাদিগের স্থাপিত রাজ্য ও সমাজের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী প্রতাপাদিত্যকে তৎসমুদায় রক্ষার জন্য উপযুক্ত করিবার ইচ্ছায় তাঁহাকে রীতিমত শিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। গৌড়ে অবস্থান কালে প্রতাপ আরবী ফারসী ভাষা প্রভৃতি শিক্ষা করিয়াছিলেন। যশোরে আসিয়াও তিনি রীতিমত শিক্ষাবিষয়ে মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। রাজভাষা ব্যতীত তিনি দেবভাষা সংস্কৃতেও অল্পবিস্তর জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। রামরাম বসু মহাশয় তাঁহার শিক্ষার বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সমস্ত ভাষা শিক্ষা ব্যতীত প্রতাপ বাল্যকাল হইতে আর এক বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। কেবল শিক্ষা বলিয়া নহে, তাহাতে তিনি রীতিমত পারদর্শীও হইয়াছিলেন। যুদ্ধবিদ্যায় প্রতাপ বাঙ্গালী নামের কলঙ্ক মোচন

প্রতাপের শিক্ষা।

* চন্দ্রকান্ত গুহ মৌলিক সম্পাদিত কায়স্থ বংশাবলী। ৬৫—৬৬ পৃষ্ঠা দেখ।

করিয়াছিলেন। তিনি নানাবিধ অস্ত্রবিদ্যায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে নবপ্রচলিত বন্দুক চালনায় তিনি যথেষ্ট শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেন। এইরূপে নানা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া প্রতাপ আপনার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করেন। তিনি যে একজন ক্ষমতাশালী পুরুষ হইবেন, বাল্যকাল হইতে লোকে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিল।

প্রতাপের বিবাহ ও উদয়াদিত্য প্রভৃতির জন্ম।

নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া প্রতাপ পিতা ও পিতৃব্যের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র হইয়া উঠেন। ক্রমে তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার বিবাহের জন্য বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় সচেষ্ট হন। বঙ্গজ কায়স্থগণের মধ্যে নাগবংশ মধ্যম্য শ্রেণীর অন্তর্ভূত। উক্ত নাগবংশের মধ্যে জিতামিত্র নাগ মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার কন্যার সহিত বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় প্রতাপের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেন। যথাসময়ে প্রতাপের পরিণয় ব্যাপার সম্পাদিত হয়। ইহার পর গোপাল ঘোষের এক কন্যার সহিত প্রতাপের দ্বিতীয় বার বিবাহ হইয়াছিল। কালক্রমে প্রতাপের একটি পুত্র ও কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়। পুত্রটির উদয়াদিত্য ও কন্যাটির বিন্দুমতী নামকরণ করা হইয়াছিল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে প্রতাপের আরও দশটি পুত্র জন্মে।

প্রতাপের শক্তিবৃদ্ধি।

যৌবনাগমে প্রতাপাদিত্যের সর্ব্বাঙ্গ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিলে, দিন দিন তাঁহার শক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে। তিনি যশোর নগরের নিকটস্থ সুন্দরবনে মৃগয়াদি করিয়া বেড়াইতেন, তাহাতে ক্রমে ক্রমে তাঁহার বাহুবল ও নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পাইতে থাকে। রামরাম বসু মহাশয় লিখিয়াছেন যে, তিনি একদিন একটি উড্ডীয়মান চিল পক্ষীকে বাণবিদ্ধ করিয়া ভূমিতে পাতিত করায় বিক্রমাদিত্য তাহার

জন্য অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া পড়েন। * তিনি পুত্রের এইরূপ নিষ্ঠুরতা, অসমসাহসিকতা ও শারীর বল বুদ্ধি ভবিষ্যতের পক্ষে কল্যাণজনক বলিয়া মনে করেন নাই, তজ্জন্য পুত্রকে কিছুদিন স্থানান্তরিত করিয়া তাহার উদ্দাম প্রকৃতি শান্ত করিবার ইচ্ছা করেন, এবং তজ্জন্য তাহাকে রাজধানী আগরাতে পাঠাইতে কৃতসঙ্কল্প হন। তথায় বিরাট্ ঐশ্বর্য্য ও বীর্য্যের মধ্যে অবস্থিতি করিলে প্রতাপ আপনার শক্তির লঘুতা অনুভব করিতে ও সামাজিক হইতে পারিবেন বলিয়া বিক্রমাদিত্য মনে করিয়াছিলেন।

এইরূপ মনে করিয়া বিক্রমাদিত্য বসন্তরায়ের সহিত পরামর্শে প্রবৃত্ত হন। বসন্তরায় প্রতাপকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন বলিয়া জ্যেষ্ঠের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিতে একটু ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, উভয়ের পরামর্শে শেষে প্রতাপের আগরাগমনই স্থির হয়। এই আগরাগমন হইতেই প্রতাপ ও বসন্তরায়ের মধ্যে বিদ্বেষের সূচনা হয়, সেই বিদ্বেষ কালে গরলোদ্গারিণী হিংসায় পরিণত হইয়া বসন্তরায়কে ইহ জগৎ হইতে অপসারিত করিয়া দেয়, এবং প্রতাপচরিত্রে ঘোরতর কলঙ্ক আনয়ন করে। আমরা পরে সে বিষয়ের উল্লেখ করিব। বিদ্বেষের কারণ এই যে, প্রতাপ বুঝিয়াছিলেন যে বসন্তরায় কৌশলক্রমে তাঁহাকে যশোর হইতে দূরে পাঠাইয়া আপনি যশোর রাজ্যের একাধিপত্য করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা সেই

প্রতাপের আগরা গমন।

* রামরাম বসু মহাশয় বলেন যে, প্রতাপাদিত্যের কোষ্ঠীতে পিতৃদ্রোহ যোগ ছিল। বিক্রমাদিত্য তাহা জানিতেন, বসন্ত রায় তাহা বিশ্বাস করিতেন না। উড্ডীয়মান চিল পক্ষী বাণবিদ্ধ করায় বিক্রমাদিত্য প্রতাপের পিতৃদ্রোহাশঙ্কায় ভীত হইয়া তাঁহাকে আগরা পাঠাইয়া দেন। বসু মহাশয় আরও বলেন যে, বিক্রমাদিত্য প্রতাপাদিত্যকে হনন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু বসন্ত রায় তাহাতে বাধা দেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল বসন্তরায় প্রতাপ কর্তৃক নিহত হইবেন। (মূল ২১-২৩ পৃঃ দেখ)

সময়ে বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন; বসন্তরায় তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। প্রতাপ মনে করিয়াছিলেন যে, পাছে তাঁহার উপস্থিতিতে বসন্তরায় যথেচ্ছরূপে কার্য্য করিতে অক্ষম হন ইহাই মনে করিয়া তিনিই প্রতাপের আগরা গমনের ব্যবস্থা করেন। একটি বিশিষ্ট কারণে উহা প্রতাপের মনে বদ্ধমূল হয়। কারণ, প্রতাপের আগরাগমনের ব্যবস্থা বসন্তরায়ই করিয়াছিলেন। কিন্তু বিক্রমাদিত্যের আদেশে যে বসন্তরায় উহার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা প্রতাপের মনে স্থান পায় নাই। এই একমাত্র ভ্রমে প্রতাপ যশোর রাজ্যকে ধ্বংসের পথে আনয়ন করিয়াছিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎ গৌরব নষ্ট করিয়া যান। পিতার আদেশে ও পিতৃব্যের ব্যবস্থায় প্রতাপ ক্ষুণ্ণমনে আপনার লীলাক্ষেত্র যশোর পরিত্যাগ করিয়া আগরা অভিমুখে যাত্রা করিতে বাধ্য হন।

যথাসময়ে আগরায় পৌঁছিয়া প্রতাপ রাজধানীর সম্ভ্রান্ত লোকদিগের সহিত পরিচিত হন। গৌড়ে অবস্থান কালে তাঁহাদের বংশ সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মধ্যেই গণ্য ছিল। তাঁহার পিতা ও পিতৃব্য গৌড়াধিপের উচ্চ পদেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; কাজেই শীঘ্রই যে তিনি সকলের সহিত পরিচিত হইবেন তাহাতে সংশয় কি? ক্রমে বাদসাহের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। রামরাম বসু বলেন যে, তিনি এক সমস্যা পূরণ করিয়া বাদসাহের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। * সে বিষয়ের যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমরা স্পষ্টরূপে কিছু বলিতে পারি না; তবে আকবর বাদসাহ যেরূপ উদার ও গুণগ্রাহী ছিলেন, তাহাতে বসু মহাশয়ের উক্তি নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। এই পরিচয় হইতেই প্রতাপাদিত্য নিজ নামে যশোরের সনন্দ করাইয়া লন। যেরূপে তিনি উক্ত সনন্দ লাভ করেন, বসুমহাশয় তৎ সম্বন্ধে যাহা বলিয়া থাকেন, তাহাতে উক্ত সনন্দ

যশোরের সনন্দলাভ।

* মূল ২৬ পৃঃ দেখ।

লাভ প্রতাপ-চরিত্রের আর একটি কলঙ্ক বলিয়া স্থির করিতে হয়। বসু মহাশয় বলেন যে, যশোর হইতে তাঁহার পিতা ও পিতৃব্য যে সমস্ত রাজস্ব পাঠাইতেন, প্রতাপ তাহা সরকারে জমা না দেওয়ায় সরকার হইতে তাহার অনুসন্ধান হয়। তাহাতে প্রতাপ পিতৃব্য বসন্তরায়ের নামে দোষারোপ করিয়া বলেন যে, তাঁহার দোষে রাজস্ব রাজধানীতে প্রেরিত হয় না। ইহাতে বিক্রমাদিত্যের হস্ত হইতে যশোর রাজ্য বিচ্যুত করিয়া লওয়ার জন্য বাদসাহ আদেশ দিলে, প্রতাপাদিত্য প্রার্থনা করিয়া নিজ নামে যশোর রাজ্যের সনন্দ করাইয়া লন। * বসু মহাশয়ের উক্তি কত দূর সত্য আমরা বলিতে পারি না। কারণ যে সময়ে প্রতাপাদিত্য আগরা গমন করেন, তৎপূর্ব্বে অর্থাৎ দায়ুদের পতন হইতে বাঙ্গলায় সুবেদার নিযুক্ত হয়। এই সুবেদারগণকে অতিক্রম করিয়া যে জমীদারগণের রাজস্ব বাদসাহ সরকারে প্রেরিত হইত, এ বিষয়ে আমরা সন্দেহ করিয়া থাকি। তবে সুবেদারগণ সাধারণতঃ যুদ্ধবিগ্রহ লইয়াই থাকিতেন, এবং প্রধান কাননগোগণ সুবার রাজস্ব-বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহারা সুবেদারের অধীন ছিলেন না। তাঁহারা নিজেই রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া রাজধানীতে পাঠাইতেন। তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়াও আগরায় রাজস্ব পৌঁছান সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু রাজা তোড়রমল্লের বন্দোবস্তের পূর্ব্বে কিরূপভাবে রাজস্ব সংগৃহীত বা প্রেরিত হইত তাহাও সুস্পষ্ট রূপে বুঝা যায় না। রাজা তোড়রমল্ল ১৫৮২ খৃঃ অব্দে বাঙ্গলার বন্দোবস্ত করেন। তাহার অনেক পূর্ব্বে যে প্রতাপাদিত্য আগরায় গমন করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং এ বিষয়ের সুচারু মীমাংসা হওয়া কঠিন। কাজেই বসু মহাশয়ের বিবরণ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিলে উপরোক্ত প্রকারে যশোরের সনন্দ লাভ যে প্রতাপ-চরিত্রের

* মূল ৯৮ পৃঃ ও (৩৫) টিপ্পনী দেখ।

একটি ঘোরতর কলঙ্ক তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, যশোর রাজ্যের পূর্ব্ব সনন্দ তাঁহার পিতার নামেই ছিল। তাঁহার এরূপ পিতৃদ্রোহিতার সমর্থন করা যায় না। তবে বসন্তরায়ের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার দোষকে কিছু লঘু বলা যাইতে পারে বটে; কিন্তু তাহা যে সম্পূর্ণ মূলহীন এ কথাও আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

যশোরের সনন্দ লাভ করিয়া প্রতাপাদিত্য আগরা হইতে যশোরে পুনরাগমন করেন। বসুমহাশয় বলেন যে, তিনি মন্সবদারের সরঞ্জাম প্রাপ্ত হইয়া বাইশ হাজার ফৌজসমেত আগরা হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। * যশোরে উপস্থিত হইয়া তিনি আপনাকে যশোর রাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করেন, এবং পিতা ও পিতৃব্যকে নূতন সনন্দের কথা জ্ঞাপন করেন। তাঁহারা এই বিষয়ের কোন প্রতিবাদ করেন নাই। তবে বিক্রমাদিত্য যতদিন জীবিত ছিলেন, প্রতাপ ততদিন তাঁহার হস্ত হইতে রাজ্যভার বিচ্ছিন্ন করিয়া লন নাই। কিন্তু উত্তরোত্তর আপনার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় হইতে তাঁহার গৌরব প্রচারিত হইতে আরব্ধ হয়।

যশোরে পুনরাগমন।

প্রতাপাদিত্যের ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বসন্তরায়ের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষভাব বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অথচ বসন্তরায় তাঁহাকে স্নেহের চক্ষেই দেখিতেন। প্রতাপ মনে করিতেন যে, বসন্ত রায়ের জন্য তিনি আপন ক্ষমতা বিস্তার করিতে পারিবেন না। অল্পদিনের মধ্যেই যে বিক্রমাদিত্য এ জগৎ পরিত্যাগ করিবেন

যশোর রাজ্যবিভাগ।

* (৩৬) টিপ্পনী দেখ।

প্রতাপ তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং তাঁহার গৌরবের পথে একমাত্র বসন্তরায় কণ্টক হইয়া রহিবেন ইহাই তাঁহার মনে হইত। বসন্তরায়ের প্রতি প্রতাপের বিদ্বেষ ভাব বুঝিতে পারিয়া বিক্রমাদিত্য ভবিষ্যতের জন্য একটি উপায় স্থির করিতে ইচ্ছুক হন। তিনি প্রতাপ ও বসন্তরায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া যশোর রাজ্যকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দশ আনা অংশ প্রতাপাদিত্যকে ও ছয় আনা বসন্তরায়কে দিবার ব্যবস্থা করেন। তাহাতে উভয়েই সম্মত হইয়াছিলেন। যশোর রাজ্যের পূর্ব্বে মধুমতী ও পশ্চিমে ভাগীরথী। বসন্ত রায়ের অংশ পশ্চিম দিকেই পড়িয়াছিল। কারণ, ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী ও নিকটবর্ত্তী কালীঘাট, বড়িসা বেহালা, ডায়মণ্ডহারবরের সাহাজাদপুর প্রভৃতি স্থানে আজিও বসন্তরায়ের কীর্ত্তির চিহ্ন বিদ্যমান আছে। কালীঘাটের প্রাচীন মন্দির, বড়িসা বেহালার রায়গড়, কমলা, বিমলা পুষ্করিণী এবং সাহাজাদপুরের বসন্তরায়ের গঙ্গা-বাসের বাটী প্রভৃতির চিহ্ন দ্বারা ইহা সুস্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। প্রতাপ পূর্ব্বদিকের অংশই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তবে এই সাধারণ বিভাগের এক এক জনের অংশ মধ্যে কোন কোন স্থানে অপরের অংশও পড়িয়াছিল। যেমন প্রতাপের অংশস্থিত অর্থাৎ পূর্ব্ব বিভাগস্থ চাকসিরি বা চকশ্রী গ্রাম বসন্তরায়ের অংশে পড়ে। এই চকশ্রী গ্রাম খুলনা জেলা বাগেরহাটের দুই ক্রোশ দাক্ষণ-পশ্চিমে অবস্থিত। * প্রতাপ এই চাকসিরি গ্রাম লইবার জন্য বসন্তরায়ের নিকট বারংবার প্রার্থনা করিয়া অকৃতকার্য্য হওয়ায় তাঁহার প্রতি মহাক্রুদ্ধ হন। আমরা পরে সে বিষয়ের উল্লেখ করিব।

ক্রমে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার ইচ্ছা বলবতী হওয়ায়, প্রতাপাদিত্য

* (৭০) টিপ্পনী দেখ।

একস্থানে পিতা ও পিতৃব্যের সহিত থাকিতে ইচ্ছুক হইলেন না। তিনি স্বতন্ত্র আর একটি নগর নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হন। যশোরের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে ধূমঘাট নামক স্থানে তিনি আপনার বাসোপযোগী গৃহাদি নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। ক্রমে ধূমঘাট একটি বিস্তৃত নগরে পরিণত হয়, এবং তাহা যশোরের সংলগ্ন হওয়ায় এই উভয় স্থান ব্যাপিয়া এক বিশাল পঞ্চক্রোশ নগর প্রতিষ্ঠিত হয়।* এই নগরই যশোর রাজ্যের রাজধানী হয়। অদ্যাপি তাহার কোন কোন চিহ্ন বিদ্যমান আছে। বেভারিজ সাহেব জেসুইট পাদরীদের উল্লিখিত চ্যাণ্ডিকানকে ধূমঘাট প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং যশোর হইতে তাহাকে কিছু দূরে অবস্থিত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাঁহার সে অনুমান প্রকৃত নহে। জেসুইট পাদরীগণের লিখিত চ্যাণ্ডিকান সাগর দ্বীপ, তাহা কদাচ ধূমঘাট নহে। অদ্যাপি যশোর বা ঈশ্বরীপুর হইতে সার্দ্ধ ক্রোশ বা দুই ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম কোন স্থানকে ধূমঘাট কহিয়া থাকে। আমরা পরে সে বিষয়ের আলোচনা করিব। প্রকৃত প্রস্তাবে ধূম-ঘাট ও যশোর পরস্পর সংলগ্ন ও তাহা বিশাল যশোর নগরের একাংশ মাত্র।

ধূমঘাটনির্ম্মাণ।

ধূমঘাটের নির্ম্মাণ শেষ হইতে না হইতেই বিক্রমাদিত্য পরলোক গমন করেন। তিনি প্রতাপাদিত্যের অসীম ক্ষমতায় সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতেন; পাছে, বসন্তরায়ের সহিত তাঁহার প্রকাশ্য ভাবে বিবাদ বাধিয়া উঠে। ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাঁহার জীবদ্দশায় উভয়ের বিবাদ রক্তপাতে পরিণত হয় নাই। তজ্জন্য বোধ হয়, বৃদ্ধ বিক্রমাদিত্য শান্তিতে প্রাণত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন। কোন্ সময়ে বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হয়, তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। যশোরের

বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু।

* (৪৩) টিপ্পনী দেখ।

ঘটকগণের মতে বিক্রমাদিত্য ১৫১৪ শাক হইতে ১৫১৯ পর্য্যন্ত যশোরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৫১৯ শকে তাঁহার রাজত্বের অবসান হইলে, ঐ সময়ে অর্থাৎ ১৫৯৭ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু স্থির করিতে হয়। কিন্তু নানা কারণে স্থির হয় যে, বিক্রমাদিত্য জীবিত থাকিতে প্রতাপ স্বাধীন ভাবে কোনই কার্য্য করেন নাই। আমরা জানিতে পারি যে, আজিমখাঁর সুবেদারী সময়ে প্রতাপাদিত্য আপনার স্বাধীনতার পরিচয় দিয়াছিলেন। আজিম খাঁ ১৫৮২ হইতে ১৫৮৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার সুবেদার ছিলেন। সুতরাং তাহার পূর্ব্বেই বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুকাল স্থির করিতে হয়।

বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর ধূমঘাটের পুরী নির্ম্মাণ শেষ হইলে, প্রতাপ যশোরপুরী হইতে তথায় গমন করেন, এবং তথায় তাঁহার রাজ্যাভিষেক হয়। বসন্তরায়ের সভাপণ্ডিত ও গুরু শ্রীকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন * বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে যথাশাস্ত্র তাঁহার অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করেন। কোন্ অব্দে তাঁহার রাজ্যাভিষেক হইয়াছিল, তাহা স্থির করা কঠিন। তবে বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর ১৫৮২ খৃঃ অব্দে বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে তিনি অভিষিক্ত হইয়া থাকিবেন। ফলতঃ তাহা সহজে নির্ণয় করা যায় না। রাজ্যাভিষেকের পর হইতে প্রতাপ আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন, এবং সেই সময় হইতে তাঁহার স্বাধীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

প্রতাপের রাজ্যাভিষেক।

ধূমঘাটে রাজধানী স্থাপন করিয়া প্রতাপাদিত্য যশোর রাজ্যের অধি-

* (৫৬) টিপ্পনী দেখ। কেহ কেহ ইঁহাকে কমল তর্কপঞ্চানন বলিয়াছেন মূল ২৮৬ পৃঃ দেখ।

ষ্টাত্রী দেবী যশোরেশ্বরীর মন্দির সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। তিনি তাঁহার পুরাতন মন্দির সংস্কার বা ভগ্ন করিয়া তাহাকে নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করেন। এতদ্দেশে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, প্রতাপ নিবিড় অরণ্যমধ্যে যশোরেশ্বরীর সাক্ষাৎ পাইয়া প্রথমে তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। কিন্তু দিগ্বিজয়-প্রকাশ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, বহু প্রাচীন কাল হইতে যশোরে যশোরেশ্বরীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। তন্ত্রাদিতে যশোরেশ্বরীর উল্লেখ আছে। দিগ্বিজয়-প্রকাশের মতে অনরি নামে একজন ব্রাহ্মণ বনমধ্যে দেবীর শতদ্বারযুক্ত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পরে গোকর্ণ-কুলসম্ভূত ধেনুকর্ণ রাজার ও লক্ষ্মণসেনের নামও যশোরেশ্বরীর মন্দিরের সহিত সংসৃষ্ট দেখা যায়। এই সকল কারণে বোধ হয় যে, প্রতাপাদিত্য প্রথমে যশোরেশ্বরীর আবিষ্কার করেন নাই। তবে বনমধ্যে অবস্থিত তাঁহার ভগ্ন মন্দিরের সংস্কার বা তাহাকে নূতন কলেবর দান করিয়া প্রতাপাদিত্য তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিয়াছিলেন। * প্রতাপ যশোরেশ্বরীর অনুগৃহীত ছিলেন বলিয়া নানা প্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রতাপ যেরূপ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাতে লোকে যে তাঁহাকে দেবানুগৃহীত পুরুষ মনে করিবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাঁহার নিষ্ঠুরতার বৃদ্ধি হইলে, যশোরেশ্বরী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়াও প্রবাদ প্রচলিত আছে। এই যশোরেশ্বরীকে মানসিংহ লইয়া গিয়া অম্বরে স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া যে কথা প্রচলিত আছে, তাহা এক্ষণে ভিত্তিহীন বলিয়া স্থিরীকৃত হইতেছে। † অম্বরের দেবীকে কেদার রায়ের প্রতিষ্ঠিতা শিলা

যশোরেশ্বরীর মন্দির নির্ম্মাণ।

* মূল ১৫৪-৫৫ পৃঃ দেখ।
† (৯৮) টিপ্পনী ও (খ) পরিশিষ্ট দেখ।

মাতা বলিয়া এক্ষণে সকলে নির্দ্দেশ করিতেছেন। স্থানান্তরে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। যশোরেশ্বরী অদ্যাবধি যশোর,—ঈশ্বরীপুরে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার মূর্ত্তি স্থানান্তরিত হওয়ার উপায় নাই। কারণ, কোন কালে তাঁহার সম্পূর্ণ মূর্ত্তি ছিল কিনা, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আপনাকে যশোরেশ্বরীর অনুগৃহীত মনে করিয়া, প্রতাপাদিত্য স্বীয় পরাক্রমপ্রকাশের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি মনে মনে স্বাধীনতা-লক্ষ্মীকে আহ্বান করিতে আরম্ভ করেন। 'প্রতাপ দিল্লীর বাদসাহের সনন্দানুসারে যশোর রাজ্যের অধিপতি হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু আপনার ক্ষমতাপ্রকাশের জন্য তিনি আর বাদসাহের অধীনতা স্বীকার করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। এই সময়ে বাঙ্গলার চারিদিকে সকলেই মোগলের অধীনতা অস্বীকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। দায়ুদের অবসানের পর পাঠান সর্দ্দারগণ মোগল সুবেদারের নিকট মস্তক অবনত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। ভূঁইয়াগণও সহজে মোগলের অধীনতা স্বীকারের ইচ্ছা করেন নাই। প্রতাপ পরাক্রমে আপনাকে তাঁহাদের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন মনে করিতেন না; সুতরাং তিনিও যে মোগলের অধীনতাছেদনে প্রয়াস পাইবেন, তাহাতে আর সংশয় কি? 'বাস্তবিক প্রতাপ ক্রমে ক্রমে আপনাকে স্বাধীন বলিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন।' কিন্তু বসন্তরায় তাহার অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। প্রতাপ তথাপি স্বাধীনতার আস্বাদ লাভের জন্য ধীরে ধীরে আপনার পরাক্রমপ্রকাশে প্রবৃত্ত হইলেন। বাঙ্গলার সর্ব্বত্র তাঁহার গৌরব বিঘোষিত হইতে লাগিল, এবং সকলেই তাঁহাকে দেবানুগৃহীত পুরুষ বলিয়া মনে করিল।

স্বাধীনতার বিকাশ।

আমরা উড়িষ্যায় প্রতাপাদিত্যের স্বাধীনতা প্রকাশের প্রথম পরিচয়

পাইয়া থাকি। কি সূত্রে তিনি উড়িষ্যায় স্বাধীনতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আমরা এক্ষণে তাহারই উল্লেখ করিতেছি। তৎপূর্ব্বে উড়িষ্যার রাষ্ট্রবিপ্লব সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। কারণ সেই রাষ্ট্রবিপ্লব উপলক্ষেই প্রতাপ উড়িষ্যায় উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া আমরা অনুমান করিয়া থাকি। উড়িষ্যা স্বাধীন হিন্দু রাজগণ দ্বারা শাসিত হইত। ১৫৬৭-৮ খৃঃ অব্দে গৌড়াধিপ সুলেমান প্রথমে উড়িষ্যা অধিকার করেন। তাহার শেষ স্বাধীন রাজা মুকুন্দদেব যাজপুরের নিকট সুলেমানের সেনাপতি কালাপাহাড়ের সহিত যুদ্ধে হত হন। তদবধি উড়িষ্যা গৌড়সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। সুলেমানের আমীর উল্‌ওমরা লোদীখাঁ উড়িষ্যার এবং কতলু খাঁ লোহানী পুরীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। * সুলেমানের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়জিদ, তৎপরে তাহাকে নিহত করিয়া সুলেমানের জামাতা হুসো গৌড় সিংহাসন অধিকার করেন। লোদী খাঁ উড়িষ্যা হইতে উপস্থিত হইয়া হুসোকে বিনাশ করিয়া দায়ুদকে সিংহাসন প্রদান করিলে দায়ুদ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া আকবর বাদসাহের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হন। সেই সময়ে কতলু খাঁও পুরী হইতে আসিয়া দায়ুদের সহিত যোগ দেন। দায়ুদ বাঙ্গলা হইতে বিতাড়িত হইয়া অনেক দিন উড়িষ্যায় অবস্থিতি করেন। কতলু বরাবর তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহার পর দায়ুদ পরাজিত হইয়া নিহত হন, কোন কোন ঐতিহাসিক বলিয়া থাকেন যে, কতলু বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া দায়ুদকে পরিত্যাগ করায় দায়ুদের পরাজয়

উড়িষ্যায় প্রতাপ।

* "On Sulaiman's return from Orisa, he appointed Khan Jahan Lodi, his Amir-ul-umra. Governor of Orisa. Qutlu khan, who subsequently made himself, King of Orisa, was then governor of Puri." Bad II.,174. (Blochmann's Ain-i-Akbari. P. 366.)

ঘটে। * ইহার পর কতলু ক্রমে ক্রমে সমস্ত উড়িষ্যা অধিকার করিয়া বসেন। দায়ুদের পরাজয়ের পর কতকগুলি মোগল সৈন্য উড়িষ্যায় অবস্থিতি করিতেছিল। কিয়া খাঁ ও মীর নাজাৎ তাহাদের পরিচালনায় নিযুক্ত হন। ১৫৮১ খৃঃ অব্দে ঐ সমস্ত সৈন্য উড়িষ্যা হইতে ফিরিয়া আসিলে কতলু খাঁ উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া কিয়া খাঁকে একটি দুর্গে অবরোধ করেন। কিয়া খাঁর সৈন্যেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ায় তিনি আফগানদিগের হস্তে নিহত হন। মীর নাজৎও কতলু কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও বর্দ্ধমানের দক্ষিণ সেলিমাবাদের নিকট পরাজিত হইয়া হুগলীর পর্টুগীজ অধ্যক্ষের আশ্রয়ে পলায়ন করেন। তাহার পর মঙ্গলকোটের নিকট বাবা খাঁ কাকসালের লোকজনের সহিত কতলুর সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাতেও কতলু জয়লাভ করেন। † ইহার পর আজিম খাঁ বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার সুবেদার নিযুক্ত হইয়া আসেন। এই সময়ে কতলু খাঁ উড়িষ্যা এবং মেদিনীপুর ও বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া দামোদর নদ পর্য্যন্ত আপনার রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। আজিম খাঁ তাঁহাকে দমন করিবার জন্য এক দল মোগল সৈন্য প্রেরণ করেন। মোগল আমীরগণ বর্দ্ধমানের নিকট অবস্থিতি করিয়া কতলু খাঁর সহিত সন্ধি করিবার ইচ্ছায় সেখ ফরীদ উদ্দীন নামে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। কতলু সন্ধির প্রস্তাবে অসম্মত ছিলেন না। কিন্তু বাহাদুর খাঁ নামে তাঁহার একজন অনুচর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করায় ফরীদ কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া মোগল শিবিরে উপস্থিত

* মখজানি আফগানীয় মতে কতলু মোগলগণ কর্ত্তৃক কয়েকটি পরগণার জায়গীর লাভের আশায় দায়ুদকে পরিত্যাগ করায় তাঁহার পরাজয় ঘটে। (Elliot vol IV. P. 513. Note.)

† Blochmann's Ain-i-Akbari.

হন। তাহার পর আমীরগণ দামোদর পার হইয়া কতলুর দমনে অগ্রসর হন। কতলু পরিখাবেষ্টিত হইয়া আপনার শিবিরে অপেক্ষা করেন। বাহাদুর খাঁ কতক সৈন্যসহ অন্য স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। সে সাদিক খাঁ, সকুলী খাঁ প্রভৃতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পলায়ন করে, ও কতলুর নিকট উপস্থিত হয়। আমীরগণ তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কতলুর শিবির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া উচ্চস্থান হইতে গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিলে, কতলু পলায়ন করিয়া উড়িষ্যার আরণ্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহার পর ওয়াজীর খাঁ ও মানসিংহের সহিত কতলুর সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারই পর কতলুর দেহাবসান ঘটে। কতলুর পর ইশা খাঁ তাহার পর ওসমান আফগানদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, কতলু খাঁ ও ইশা খাঁর সহিত বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়ের অত্যন্ত সৌহার্দ্দ ছিল। কতলু ও বিক্রমাদিত্য দায়ুদের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। যে সময়ে কতলু পুরী ও উড়িষ্যা পরিত্যাগ করিয়া দায়ুদের নিকট উপস্থিত হন, সেই সময়ে উড়িষ্যাবাসিগণ আবার কিছু দিন স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিল। কতলু তাহাদিগের দমনে সর্ব্বদা ব্যাপৃত ছিলেন। আবার মোগলদিগের সহিতও তাঁহাকে অবিরত যুদ্ধ করিতে হইত। এই সময়ে বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হওয়ায় প্রতাপাদিত্য স্বীয় পিতৃবন্ধু কতলু খাঁর সাহায্যের জন্য উড়িষ্যায় উপস্থিত হন। * কতলুর সাহায্যের জন্য তাঁহাকে উড়িষ্যাবাসিগণের ও মোগল সৈন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণও করিতে হইয়াছিল। প্রতাপের স্বাধীনতা প্রকাশের প্রথম দৃষ্টান্ত আমরা এই স্থানে প্রাপ্ত হই।

এই উপলক্ষে প্রতাপ উড়িষ্যায় গমন করিয়া বসন্তরায়ের অনুরোধে

* বিশ্বকোষের প্রতাপাদিত্য প্রবন্ধে প্রতাপ মানসিংহের সাহায্যের জন্য উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

পুরীধাম হইতে গোবিন্দদেব বিগ্রহ ও উৎকলেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ আনয়ন করিয়াছিলেন। এই দেবমূর্ত্তিদ্বয় আনিবার সময় উৎকলবাসীদের সহিত তাঁহার সংঘর্ষও ঘটিয়াছিল। গোবিন্দদেব যশোরেই প্রতিষ্ঠিত হন, এবং উৎকলেশ্বরকে বসন্তরায় বেদকাশী নামক স্থানে স্থাপিত করিয়াছিলেন। উৎকলেশ্বরের মন্দিরের কোন চিহ্ন নাই, কেবল তাহার প্রস্তর-ফলক খানি বিদ্যমান আছে। তাহাতে প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক উৎকলেশ্বরের আনয়ন ও বসন্তরায় কর্ত্তৃক তাঁহার প্রতিষ্ঠার বিবরণ লিখিত আছে। * গোবিন্দদেব পুরী হইতে আনীত হন বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। † তিনি যশোরের গোপালপুর নামক স্থানে স্থাপিত হন। আজিও তথায় তাঁহার বিরাট্ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে তিনি রায়পুর গ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি অপহৃত হইয়াছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। বসন্তরায়ের বংশধরগণের আবাসস্থান রামনগরে প্রতি বৎসর গোবিন্দদেবের মহা ধূমধামে দোলযাত্রা উৎসব সম্পাদিত হইয়া থাকে। গোবিন্দদেব সম্বন্ধে আবার এইরূপ এক প্রবাদ প্রচলিত আছে, রাজা প্রতাপাদিত্য স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে পূর্ব্ববঙ্গের কোটালিপাড়া নামক গ্রামে শিবরাম ভট্টাচার্য্যের বাটীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ‡ কিন্তু রাজা

গোবিন্দদেব ও উৎকলেশ্বর।

* "নির্ম্মমে বিশ্বকর্ম্মা যৎ পদ্মযোনিপ্রতিষ্ঠিতম্।
উৎকলেশ্বরসংজ্ঞঞ্চ শিবলিঙ্গমনুত্তমম্॥
প্রতাপাদিত্যভূপেনানীতমুৎকলদেশতঃ।
ততো বসন্তরায়েন স্থাপিতং সেবিতঞ্চ তৎ॥"

† এ সম্বন্ধে স্বর্গীয় রামগোপাল রায় মহাশয় লিখিয়াছেন :—
"নীলাচল হ'তে গোবিন্দজীকে আনি।
রাখিলেন কীর্ত্তি যশ ঘোষয়ে ধরণী॥"
(৪৬) টিপ্পনী দেখ।

‡ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ২য় ভাগ ৩য় অংশ ১৩০ পৃঃ।

বসন্তরায়ের বংশধরগণ সে কথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, গোবিন্দদেব বরাবরই তাঁহাদের নিকট অবস্থিতি করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহার অন্তর্ধান ঘটিয়াছে।

প্রতাপাদিত্যের স্বাধীনতাপ্রকাশের প্রথম পরিচয় উড়িষ্যায় প্রদর্শিত হয়, এ কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তাহারই অব্যবহিত পরে ইহার প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রতাপ স্বাধীনতার রসাস্বাদ করিয়া তাহাকে ভুলিতে পারেন নাই। সেইজন্য তিনি উড়িষ্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আপনাকে স্বাধীন ভূঁইয়া বলিয়া ঘোষণা করেন। সে সময়েও আজিম খাঁ বাঙ্গলার সুবেদাররূপে শাসনকার্য্য পরিচালন করিতে, ছিলেন। প্রতাপকে বাদসাহের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইতে দেখিয়া আজিমখাঁ তাহার প্রতিকারে মনোনিবেশ করেন। তিনি পূর্ব্ব হইতে কতলু খাঁর সহিত প্রতাপের যোগদানের বিষয় জ্ঞাত হইয়াছিলেন। এক্ষণে স্বয়ং তাঁহাকে স্বাধীন ভাবে বাদসাহের বিরুদ্ধাচরণ করিতে দেখিয়া আজিম তাঁহার দমনে সচেষ্ট হন। রামরাম বসু মহাশয় বলেন যে, আবরাম খাঁ বাহাদুর নামে একজন পঞ্চহাজারী মন্সবদার প্রথমে প্রতাপের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন, এবং তিনি প্রতাপের সহিত যুদ্ধে নিহতও হইয়াছিলেন। আলোচনার দ্বারা স্থির হয় যে, ইহার মধ্যে কিছু কিছু ঐতিহাসিক সত্য বিদ্যমান আছে। বসু মহাশয় যে সেনাপতিব নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার নাম সেখ ইব্রাহিম। ইনি ফতেপুর শিক্রির সুপ্রসিদ্ধ ফকীর সেখ সেলিমের ভ্রাতুষ্পুত্র। এই সেলিমের নামানুসারে আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিমের নামকরণ হয়। সেখ ইব্রাহিম দোহাজারী মন্সবদার ছিলেন। তিনি আজিম খাঁর অধীনে বাঙ্গলা ও বিহারের বিদ্রোহদমনে উপস্থিত ছিলেন, এবং ওয়াজির খাঁর সহিত কতলুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রাও করিয়া-

মোগল সৈন্যের সহিত বিবাদারম্ভ, ইব্রাহিমখাঁ।

ছিলেন। * আজিম খাঁর সহিত বাঙ্গলায় উপস্থিত থাকার জন্য আমরা অনুমান করি যে, সেখ ইব্রাহিমই প্রথমে প্রতাপের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন, এবং তিনিই বসু মহাশয়ের উল্লিখিত আবরাম খাঁ বাহাদুর। এই সময়ে প্রতাপাদিত্য নববলে বলীয়ান্ হইয়া মোগল বাহিনীর সম্মুখীন হইতে কিছুমাত্র দ্বিধা বিবেচনা করেন নাই। ইব্রাহিম খাঁ এই স্বাধীনতাপ্রিয় বাঙ্গালী ভূঁইয়াকে পরাজিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য হন। বিজয়লক্ষ্মী প্রতাপের মস্তকে আশীর্ম্মাল্য নিক্ষেপ করেন। বসুমহাশয় লিখিয়াছেন যে, যশোর রাজধানীর নিকট মৌতলায় এই যুদ্ধ হইয়াছিল, এবং সেই যুদ্ধে ইব্রাহিম বা আবরাম নিহত হইয়াছিলেন। মৌতলার যুদ্ধে ইব্রাহিমের মৃত্যু সংঘটিত হওয়া প্রকৃত নহে। ইব্রাহিম খাঁ ইহার অনেক পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। †

আজিম খাঁর সহিত সংঘর্ষ।

উত্তরোত্তর প্রতাপের পরাক্রম বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া আজিম খাঁ স্বয়ং তাঁহাকে দমন করিতে কৃতসংকল্প হন। প্রতাপও তাঁহাকে যথাসাধ্য বাধা প্রদান করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। উভয়ের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, সেই দুর্দ্ধর্ষ মোগল সেনাপতির নিকট প্রতাপকে পরাজিত হইতে হয়। বহুসংখ্যক আমীর ও অগণ্য মোগল সৈন্য লইয়া আজিম খাঁ প্রতাপকে আক্রমণ করায় প্রতাপ তাঁহার বেগ সহ্য করিতে পারেন নাই। তিনি

* "In the 28th. year, he (Shaikh Ibrahim) served with distinction under M. Aziz Koka in Bihar and Bengal. and was with Vazir Khan in his expedition against Qutlu in Orisa." (Blochmann's Ain-i-Akbari P. 403) আজিজকোকাই আজিম খাঁ, (৮৫) টিপ্পনী দেখ।

† (৮৫),ও (৮৭) টিপ্পনী দেখ।

তখনও পর্য্যন্ত আপনার সৈন্যগণকে সুশিক্ষিত করিতে বা অধিক পরিমাণে বল সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। কাজেই বিশাল মোগল বাহিনীর গতি রোধ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ আজিমখাঁর রণকৌশলও চিরবিখ্যাত ছিল। তিনি আকবর বাদসাহের অন্যতম প্রধান সেনানী ছিলেন। এইরূপ শত্রুর সম্মুখীন হইতে হইলে, যেরূপ বলের বা শিক্ষিত সৈন্যের প্রয়োজন, প্রতাপ তখনও পর্য্যন্ত তাহার সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কাজেই তাঁহাকে পরাজিত হইতে হইয়াছিল। তথাপি তিনি স্বাধীনতা-লক্ষ্মীর কল্যাণে বলীয়ান্ হইয়া সেই দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হইতে যে কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই, ইহা হইতে তাঁহার অসীম সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। আজিম খাঁর সহিত একজন বাঙ্গালী সেনাপতি প্রতাপের দমনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম ভবেশ্বর রায়, ইনি উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থবংশীয়। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান পশ্চিম মুর্শিদাবাদে ইঁহাদের পূর্ব্ব-নিবাস ছিল। ভবেশ্বর রায় প্রতাপের সহিত যুদ্ধে আজিম খাঁর সাহায্য করায়, আজিম খাঁ প্রতাপের রাজ্য হইতে সৈয়দপুর, আমিদপুর, মুড়াগাছা ও মল্লিকপুর নামে চারিটি পরগণা বিচ্ছিন্ন করিয়া পুরস্কাররূপে ভবেশ্বরকে প্রদান করেন। * এই ভবেশ্বর

* "The history of Bengal relates that in 1580 a rebellion broke out in Bengal, and that first Raja Todarmal, and afterwards Azim khan, were sent by the Emperor Akbar to supress it. Azim khan arrived in 1582 and had finished his work by 1583.

One of the warriors who came with him was Bhabeshwar Ray, and he was rewarded by being put in possession of the pargunnahs of Saydpur, Amidpur, Muragacha, and Mallikpur—part of the territories which had been taken from Raja Pratapaditya." He enjoyed these possessions till 1588 (995 B. S.) when he deid.

অন্যত্র।

"From the family records of the rajas of Chanchra, it appears

রায়ই বর্ত্তমান যশোর বা চাঁচড়া রাজবংশের আদিপুরুষ। ঘটককারিকায় লিখিত আছে যে, জাহাঙ্গীর আজিম খাঁকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং প্রতাপের সহিত যুদ্ধে আজিম নিহত হন। * কিন্তু ইহা ঐতিহাসিক সত্য নহে। আজিম খাঁ যে আকবরের রাজত্বকালে ১৫৮২ হইতে ১৫৮৪ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার সুবেদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ইহা সকল ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়েই প্রতাপাদিত্যের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। চাঁচড়া রাজবংশের প্রাচীন কাগজপত্র হইতেও তাহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়া থাকে। সুতরাং তিনি যে জাহাঙ্গীরের আদেশে বাঙ্গলায় আগমন করেন নাই, ইহা নিসংশয়রূপেই বলা যাইতে পারে, এবং প্রতাপের সহিত যুদ্ধে তিনি যে নিহত হন নাই, ইহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। আজিম বাঙ্গলা পরিত্যাগ করার পর আকবরের ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে নানা স্থানে নানা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ঊনবিংশতম বৎসরে হিজরী ১০৩৩ বা ১৬২৩-২৪ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। † ঘটককারিকার সমস্ত বিবরণ সত্য না হইলেও তাহা হইতেও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, আজিমের সহিত প্রতাপের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রতাপের রাজ্যের পূর্ব্বোত্তরভাগে সম্ভবতঃ এই সংঘর্ষ উপস্থিত হয়।

that Azim khan, who was one of Akbar's great generals, deprived Pratapaditya of some of his pergunnahs, for four of them were bestowed upon the raja's ancestor." (Westlands Jessore.)

* সংবাদমশিবং শ্রুত্বা জাহাঙ্গীরোমহীপতিঃ।
প্রেষয়ামাস সেনান্যমাজিমখানসংজ্ঞকং॥
বিংশসহস্র সৈন্যানি ঘাতয়িত্বা ক্ষণং তদা।
আজিমং পাতয়ামাস তীব্রাঘাতেন ভূতলে" (মূ ৩০৬ পৃঃ)

† M. Aziz died in the 19th Year (1033) at Ahmadabad. (Blochmann).

আজিম খাঁর সহিত সংঘর্ষে পরাজিত হওয়ায় প্রতাপ আপনাকে হীনবল বলিয়া বুঝিতে পারেন। সেইজন্য তিনি যতদিন বলসঞ্চয় করিতে না পারিয়াছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত বাদসাহের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হন নাই। আজিম খাঁর পর সাহাবাজ খাঁ কুম্বু ও তাঁহার পর রাজা মানসিংহ বাঙ্গলার সুবেদার হইয়া আসেন। ইহাদের সহিত পাঠানদিগের ও কোন কোন ভূঁইয়াব যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। প্রতাপ তখনও পর্য্যন্ত বলসঞ্চয় করিতেছিলেন। তিনি পাঠান ও ভূঁইয়াদিগের সহিত যুদ্ধে মোগলের অসীম বলের ও রণকৌশলের পরিচয় জানিয়া আপনাকে তাহাদের সমকক্ষ করিবার জন্য বিপুল আয়োজন আরম্ভ করেন। তজ্জন্য সাহাবাজ খাঁ বা মানসিংহের প্রথম সুবেদারী সময়ে মোগল সৈন্যের বিরুদ্ধে তাঁহার অস্ত্রধারণের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ তিনি মানসিংহকে উত্তমরূপেই জানিতেন। তজ্জন্য তিনি তাঁহার সময়ে কোনরূপ উত্তেজনার ভাব প্রদর্শন করেন নাই। আপনার বলসঞ্চয়ের জন্য প্রতাপ রাজ্যমধ্যে নানাস্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে সৈন্য রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। অদ্যাপি ঈশ্বরীপুর, মুকুন্দপুর, মৌতলা, গড় প্রতাপনগর, গড় কমলপুর, বড়িশা বেহালার গড়, জগদ্দল, মাতলা প্রভৃতি স্থানে প্রতাপ-নির্ম্মিত দুর্গের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। রাজধানীর নিকটে তিনি সৈন্যাবাস স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাকে অদ্যাপি বারাকপুর কহিয়া থাকে। এক বিস্তৃত প্রান্তরে তাঁহার সৈন্যগণের যুদ্ধ শিক্ষা হইত, তাহার বর্ত্তমান নাম কুশলী ক্ষেত্র। পর্টুগীজ সেনাপতিগণের অধীনে তাঁহার সৈন্যগণ কামান বন্দুক চালনা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে। তাহাদের জন্য গোলাগুলি নির্ম্মাণের ব্যবস্থাও হইয়াছিল, অদ্যাপি সেই সেই স্থান দমদমা ও লোহাগড়ার মাঠ নামে তাহার পূর্ব্বপরিচয় প্রদান করিতেছে। এইরূপে স্থলযুদ্ধ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া প্রতাপ জলযুদ্ধ-

প্রতাপের বলসঞ্চয়।

শিক্ষারও বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তিনি পোত নির্ম্মাণ, সংস্কার ও রক্ষার জন্য রাজধানীর নিকট এক স্থান নির্দ্দেশ করেন, এবং তথায় রীতিমত জাহাজাদি নির্ম্মিত, সংস্কৃত ও রক্ষিত হইত, এবং তথায় নৌ-সেনাগণ জল-যুদ্ধ শিক্ষা করিত। ডুধলী নামক স্থানে অদ্যাপি তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন জাহাজ-ঘাটা নামক স্থানে জাহাজাদি রক্ষিত হইত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন চকশ্রী নামক স্থান তিনি নৌ-বাহিনী রক্ষার জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। সর্ব্বাপেক্ষা সাগর দ্বীপ তাঁহার নৌ-বলের প্রধান স্থান ছিল। এখানে অসংখ্য জাহাজ রক্ষিত হইয়া তাঁহার নৌ-বলের পরিচয় প্রদান করিত। পর্টুগীজগণ এই সাগর দ্বীপকে চ্যাণ্ডিকান নামে অভিহিত করিতেন, এবং প্রতাপের রাজ্যের মধ্যে চ্যাণ্ডিকানের সহিতই তাঁহাদের বিশেষরূপ পরিচয় ছিল। তথায় প্রতাপ আপনার বাসোপযোগী প্রাসাদাদিও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে আপনার সৈন্যদিগকে শিক্ষিত করিয়া তাহাদের ও অন্যান্য বলের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। যে সময়ে মানসিংহের সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হয়, সে সময়ে অশ্বারোহী, পদাতি, গোলন্দাজ ও হস্তীতে পরিবৃত হইয়া তিনি দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠেন। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে লিখিত আছে যে, সে সময়ে তাঁহার বায়ান্ন হাজার ঢালী, একান্ন হাজার তীরন্দাজ, বহুসংখ্যক অশ্বারোহী, বহুযূথ হস্তী, অসংখ্য মুদ্গরধারী সৈন্য ছিল। * অন্নদামঙ্গলে বায়ান্ন হাজার ঢালী, ষোড়শ হলকা হাতী ও অযুত তুরঙ্গের উল্লেখ আছে। † জয়পুর বংশাবলীতে তাঁহার তেরশত হাতী ও অনেক

* "যস্ত দ্বারি দ্বাপঞ্চাশৎসহস্রচর্ম্মিণঃ একপঞ্চাশৎসহস্রধন্বিনঃ অশ্বারোহা অপি বহবঃ মত্তহস্তিনাং বহুযূথাঃ সন্তি অন্তে চাসংখ্যা মুদ্গরপ্রাসাদিহস্তাঃ।" (মূল ২৯২ পৃঃ দেখ)।

† বায়ান্ন হাজার যার ঢালী
ষোড়শ হলকা হাতী অযুত তুরঙ্গ সাতি।" (২৬৫ পৃঃ দেখ)

সৈন্যের কথা দৃষ্ট হয়। * ঘটককারিকায়ও তাঁহার অসংখ্য বলের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমস্ত আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রতাপ অপরিসীম বলসঞ্চয় করিয়া অবশেষে মোগল-সেনাপতির সম্মুখীন হইয়াছিলেন। এবং বাঙ্গালী সৈন্য ও সেনাপতি লইয়া তিনি বাঙ্গালীর বাহুবলের পরিচয় দিয়াছিলেন।

এই সমস্ত সৈন্য ও বল পরিচালনার জন্য প্রতাপ উপযুক্ত সেনাপতি-সকলও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমরা ঘটককারিকা হইতে তাঁহাদের অনেকের নাম অবগত হইয়া থাকি। ঘটককারিকায় যাঁহারা উল্লিখিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সূর্য্যকান্ত গুহ প্রধান সেনাপতি ছিলেন। রঘু নামক সেনানী পূর্ব্ব-দেশীয় সৈন্যের, রুডা ফিরিঙ্গী সৈন্যের, সুখা গুপ্ত সৈন্যের, মদন মাল ঢালিগণের, প্রতাপসিংহ দত্ত রথিগণের অধিপতি নিযুক্ত হন। রুডা সম্ভবতঃ গোলন্দাজ সৈন্যগণকে পরিচালনা করিতেন। এতদ্ভিন্ন প্রতাপের জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার উদয়াদিত্যও সৈন্য পরিচালনা করিয়া আপনার বাহুবলের পরিচয় দিয়াছিলেন। রামরাম বসু মহাশয় কমল খোজা নামক জনৈক বীরপুরুষকে প্রতাপের বিশ্বস্ত অনুচর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ শঙ্কর চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক ব্রাহ্মণ-তনয়কে তাঁহার সহচর বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা কোনও প্রামাণ্য প্রাচীন গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ দেখিতে পাই নাই। তবে তাঁহার সম্বন্ধে কোন কোন প্রবাদ প্রচলিত আছে। † প্রতাপের সহিত তাঁহার কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা

প্রতাপের সেনাপতি নিয়োগ।

* (৯৮) টিপ্পনী ও (খ) পরিশিষ্ট দেখ।

† "শঙ্কর চক্রবর্ত্তীকে খেলো বাঘে, আর মানুষ কোথায় লাগে।" ইত্যাদি প্রবাদ বাক্যে শঙ্কর এক সময়ে বিপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কিন্তু কিরূপভাবে তিনি বিপন্ন হন, এবং প্রতাপের সহিতই বা তাঁহার কিরূপ নিগূঢ় সম্বন্ধ ছিল, তাহা বুঝা

আমরা স্থির করিয়া উঠিতে পারি না। কালিদাস রায় নামে প্রতাপের আর একজন সেনানীর নামও শুনা যায়। কেহ কেহ তাঁহাকে ভারতচন্দ্রের লিখিত "সেনাপতি কালী" বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন। * আমরা কিন্তু যশোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকেই তাহা বিবেচনা করিয়া থাকি।

প্রতাপাদিত্যের সভা।

প্রতাপ যেরূপ সৈন্যসংগ্রহ ও বলসঞ্চয় করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া ছিলেন। সেইরূপ তিনি পণ্ডিত ও গুণীদিগকে আপনার সভায় আহ্বান করিয়া প্রকৃত গুণগ্রাহী রাজা বলিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠেন। রাজা বসন্ত রায়ের সভায় শ্রীকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন অবস্থিতি করিয়া যেমন তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, † সেইরূপ প্রতাপের সভায়ও একজন সভাপণ্ডিত উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার সভাকেও মহিমাময় করিয়া রাখেন। সেই পণ্ডিতপ্রবরের নাম অবিলম্ব-সরস্বতী, তাঁহার প্রকৃত নাম কি জানা যায় না, তবে তিনি 'অবিলম্ব সরস্বতী' বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সরস্বতীমহাশয় একজন সাধক ও কবি বলিয়া বিখ্যাত। তিনি অতিদ্রুত কবিতা রচনা করিতে পারিতেন বলিয়া অবিলম্ব-সরস্বতী উপাধি প্রাপ্ত হন। অবিলম্ব-সরস্বতী প্রতাপাদিত্যের পৌরোহিত্যও করিতেন বলিয়া শুনা যায়। সরস্বতী-মহাশয়ের প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে দুই একটি কবিতা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। ‡ সংস্কৃতভাষাজ্ঞ পণ্ডিত ব্যতীত প্রতাপের সভায় অনেক বঙ্গভাষার পদকর্ত্তা

যায় না। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় শঙ্করকে প্রতাপের সহিত যেরূপ ভাবে সম্বদ্ধ করিয়াছেন, কোন প্রাচীন গ্রন্থ হইতে আমরা তাহার প্রমাণ পাই নাই। শাস্ত্রী মহাশয় শঙ্করের বংশধর; সুতরাং তিনি এ বিষয়ের বোধ হয় প্রমাণ দিতে পারেন।

* বাবু সতীশচন্দ্র মিত্র উহাই বলিতে চাহেন। ভারতী পৌষ ১৩১০ "সেনাপতি কালী" প্রবন্ধ দেখ।

† বসন্তরায়ের সভাবর্ণন, মূল ২৮৬ পৃঃ দেখ।

‡ মূল ৩৭০-৩৭১ পৃঃ দেখ।

উপস্থিত হইতেন। সেই সময়ে বঙ্গ দেশে নূতন বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারিত হওয়ায় অনেক পদকর্ত্তা পদলহরী রচনা করিয়া খ্যাতি ও পুণ্য অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত পদকর্ত্তাদের মধ্যে গোবিন্দদাস নামে দুই এক জনের নাম অবগত হওয়া যায়। তৎকালে গোবিন্দদাস নামে একাধিক পদকর্ত্তার পদলহরী বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে গীত হইত। প্রতাপাদিত্যের সভায় এইরূপ একজন গোবিন্দদাসের উপস্থিতির কথা জানা যায়। তাঁহার পদের ভণিতায় প্রতাপাদিত্যের নামোল্লেখ আছে। * কিন্তু তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় আমরা অবগত নহি। এইরূপ অনেক পণ্ডিত ও পদকর্ত্তা প্রতাপাদিত্যের সভায় উপস্থিত হইতেন।

প্রতাপ ক্রমে ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করিয়া পুনর্ব্বার স্বাধীনতা প্রকাশের জন্য সচেষ্ট হন। কিন্তু তাঁহার এরূপ স্বাধীনতা প্রকাশে বসন্তরায় সন্তুষ্ট হইতেন না। বসন্তরায় প্রতাপকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, এমন কি, তিনি আপনার পুত্রগণ অপেক্ষা প্রতাপকে প্রিয়তর জ্ঞান করিতেন। প্রতাপ কিন্তু বিক্রমাদিত্য জীবিত থাকার সময় হইতেই তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন। বসন্তরায়ের প্রাধান্য তাঁহার অসহ্য বলিয়া বোধ হইত। বিশেষতঃ বসন্তরায়ই প্রতাপের আগরাগমনের একমাত্র কারণ এই মনে করিয়া তিনি তাঁহাকে আপনার শত্রু বিবেচনা করেন, ও তাঁহার শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হন। সেই জন্য আগরা হইতে তাঁহার ও স্বীয় পিতা বিক্রমাদিত্যের নামের পরিবর্ত্তে প্রতাপ নিজের নামে সনন্দ লইয়া আসেন। ক্রমে প্রতাপের বিদ্বেষভাব বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে, বসন্তরায়ের স্নেহও শিথিল হইতে আরম্ভ হয়। বিক্রমাদিত্য তাহা বুঝিতে পারিয়া, যশোর-রাজ্য তাঁহাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন। প্রধানতঃ বসন্তরায়ের রাজ্য

বসন্তরায়ের প্রতি বিদ্বেষবৃদ্ধি।

* প্রতাপআদিত ও রসে ভাসিত দাসগোবিন্দগান।

পশ্চিমভাগে ও প্রতাপের রাজ্য পূর্ব্বভাগে পড়িলেও একের কোন কোন স্থান অপরের অংশেও পড়িয়াছিল চাকসিরি বা চকশ্রী নামে একটি স্থান যশোররাজ্যের পূর্ব্বসীমায় ছিল। উহা বর্ত্তমান বাগেরহাটের নিকট। চাকসিরি বসন্তরায়ের অংশে পড়ে। প্রতাপ আপনার বলসঞ্চয় আরম্ভ করিয়া চাকসিরিকে নৌবাহিনীর স্থান করিবার জন্য বসন্তরায়ের নিকট তাহা প্রার্থনা করেন। বিশেষতঃ উহা তাঁহার অংশের দিকেই ছিল; এবং তাহার অবস্থান নৌবাহিনী রক্ষার উপযোগী হওয়ায়, প্রতাপ তজ্জন্য বসন্তরায়কে বারংবার অনুরোধ করেন; বসন্তরায় চাকসিরি প্রদান করিতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি প্রতাপকে সুস্পষ্টরূপে কোনরূপ উত্তর না দেওয়ায়, প্রতাপকে অনেকবার বসন্তরায়ের নিকট যাইতে হয়; তথাপি তিনি চাকসিরি পাইতে সমর্থ হন নাই। এই জন্য একটি প্রবাদ-বাক্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। * বসন্তরায় চাকসিরি ছাড়িয়া না দেওয়ায়, প্রতাপ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। এ দিকে আবার তাঁহার স্বাধীনতা প্রকাশে অসন্তুষ্ট হইয়া বসন্তরায় তাঁহাকে বাদসাহের বিদ্রোহী না হওয়ার জন্য বারংবার উপদেশ দেওয়ায়, প্রতাপ তাঁহাকে তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির কণ্টকস্বরূপ মনে করেন, এবং সেই কণ্টক উন্মোচনের জন্য সুযোগ অন্বেষণেও প্রবৃত্ত হন। বসন্তরায়ও প্রতাপের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সতর্কতা অবলম্বন করেন। কিন্তু প্রতাপের প্রতি স্নেহ তিনি একেবারে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। যাহাকে বাল্য-কাল হইতে পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়তররূপে পালন করিয়া আসিয়াছেন, তাহাকে একেবারে শত্রুও মনে করিতে পারিতেন না। তিনি যেরূপ উদারচরিত্র মহাপুরুষ ছিলেন, তাহাতে তিনি জগতে কাহাকেও শত্রু বিবে-চনা করিতেন কি না সন্দেহ। বিশেষতঃ যে প্রতাপ তাঁহার অত্যন্ত স্নেহের

* "সারারাত পাক ফিরি, তবু না পাই চাকসিরি।"

বন্ধু ছিল, তিনি তাহাকে কদাচ অবিশ্বাস করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার উপযুক্ত পুত্রগণ প্রতাপের দুর্ব্যবহার স্মরণ করাইয়া দিয়া, তাঁহাকে একটু সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। পরস্পরের এইরূপ ভাবে পরে এক ভয়াবহ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইল।

বসন্তরায়ের হত্যা।

উত্তরোত্তর বিদ্বেষভাব বর্দ্ধিত হওয়ায় প্রতাপ মনে মনে বসন্তরায়কে এ জগৎ হইতে অপসারিত করিবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি তাহার সুযোগ অন্বেষণেও প্রবৃত্ত হন। তাঁহার বিদ্বেষভাব এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে, তিনি তজ্জন্য বীরোচিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। প্রকাশ্য যুদ্ধেই হউক বা গোপনে হউক, তিনি বসন্তরায়ের প্রাণসংহার করিবেন ইহাই স্থির করিয়া বসিলেন। রামরাম বসু মহাশয় বলেন যে, রাজা বসন্তরায়ও সুশিক্ষিত যোদ্ধা ছিলেন, তাঁহার 'গঙ্গাজল' নামে তরবারি হস্তে থাকিলে, পঞ্চাশৎ জনও তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারিত না। সেই জন্য প্রতাপ নিরস্ত্র বসন্তরায়কে গোপনে হত্যা করিবার চেষ্টা করেন। প্রতাপের তাহাই একমাত্র ইচ্ছা না হইলেও তিনি যে তাহাকে অন্যতম উপায়রূপে স্থির করিয়াছিলেন, ইহা অনুমান করা যায়। বসু মহাশয় বলেন যে, বসন্তরায় পিতার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ-দিবসে নিরস্ত্র অবস্থিতি করিতেছিলেন। সে দিন তাঁহার প্রাসাদ-দ্বার অবারিত। প্রতাপ সেই সুযোগ পাইয়া দ্রুতবেগে পুরীর মধ্যে প্রবেশ করেন, তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া বসন্তরায়ের জনৈক ভৃত্য তাঁহাকে সংবাদ দেয়। বসন্তরায় প্রতাপের এরূপভাবে পুরী প্রবেশে সন্দিহান হইয়া ভৃত্যকে 'গঙ্গাজল' নামক তরবারি আনিতে আদেশ দেন। কিন্তু ভৃত্য ভ্রমক্রমে একটি পাত্রে করিয়া প্রকৃত গঙ্গাজল আনয়ন করিলে, রাজা আপনার মৃত্যু আসন্ন বলিয়া বুঝিতে পারেন। ইতিমধ্যে প্রতাপাদিত্য তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তরবারির আঘাতে বসন্তরায়ের মুণ্ড দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া

ফেলেন। বসুমহাশয়ের বর্ণনার কোন মূল থাকিলে, প্রতাপাদিত্য যে কাপুরুষের ন্যায় স্বীয় পিতৃব্যের প্রাণসংহার করিয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই ; পরন্তু বসু মহাশয়ের উক্তি যে একেবারে ভিত্তিহীন নহে, তাহাও অনুমিত হয়। কারণ, প্রতাপ আরও দুই এক স্থলে এইরূপ কাপুরুষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিব। যেরূপে হউক, বসন্তরায়ের হত্যা প্রতাপের পক্ষে কাপুরুষতা। কেবল তাহাই নহে, উহা তাঁহার ঘোর নিষ্ঠুরতারও পরিচায়ক। যিনি সামান্য বিদ্বেষের জন্য স্বহস্তে পিতৃতুল্য পিতৃব্যের প্রাণসংহার করিতে পারেন, তিনি যে নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্ত্তি তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ এই পিতৃব্য তাঁহাকে বাল্যকাল হইতে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। কি উপায়ে প্রতাপাদিত্য বসন্তরায়কে নিহত করেন, তাহার সুস্পষ্টরূপে প্রতীত না হইলেও, প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক বসন্তরায়ের হত্যা যে একটি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থ এবং প্রবাদবাক্য হইতে তাহা জানা যায়, এবং সর্ব্বত্রই ইহা তাঁহার নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছে। যে প্রতাপ স্বাধীনতা-লক্ষ্মীর বিজয়মাল্য লাভ করিয়া বাঙ্গালী জাতির গৌরবস্থল হইবেন বলিয়া লোকে আশা করিয়াছিল, এইরূপ নিষ্ঠুরতাপ্রকাশে লোকে তাঁহাকে ভীতি ও ঘৃণার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করে এবং বসন্তরায়ের হত্যার পর হইতেই ক্রমে তাঁহার অধঃপতনের সূচনা হয়, আমরা পর পর তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

হত্যার সময় নির্ণয়।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, রাজা বসন্তরায়ের হত্যা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু কোন্ সময়ে তাহা সংঘটিত হয়, ইহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। যশোরের ঘটকগণ বলিয়া থাকেন যে, ১৫২৪ শকে বা ১৬০২ খৃঃ অব্দে বসন্তরায়কে

হত্যা করিয়া প্রতাপাদিত্য একচ্ছত্র রাজা হন। * রামরাম বসু মহাশয় বলেন যে, প্রতাপাদিত্য স্বীয় জামাতা রামচন্দ্র রায়কে গোপনে হত্যা করার ইচ্ছা করিলে, রামচন্দ্র স্বীয় পত্নী বিন্দুমতী ও শ্যালক উদয়াদিত্যের সাহায্যে পলায়ন করিয়া জীবনরক্ষা করিতে সমর্থ হন। প্রতাপাদিত্য বসন্তরায়কে ইহার মূল মনে করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে সংকল্প করেন, এবং তাহারই পরে তাঁহার হত্যা সম্পাদিত হয়। জেসুইট পাদরীগণের বিবরণ ও ডুজারিক প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, ১৬০২ খৃঃ অব্দে রামচন্দ্র রায় স্বীয় রাজ্য হইতে অনুপস্থিত থাকায় আরাকানরাজ তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া লন। এই সময়ে রামচন্দ্র রায় বিবাহের জন্য যে যশোরে উপস্থিত ছিলেন, তাহাও জানিতে পারা যায়। কুলাচার্য্যগণ বলেন যে, প্রতাপাদিত্য বিবাহ-রাত্রিতে রামচন্দ্রকে হত্যা করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বসুমহাশয় বিবাহের পর কোন সময়ে তাহার উল্লেখ করেন। ফলতঃ বিবাহসময়ে অবস্থিতিকালে যে প্রতাপাদিত্য রামচন্দ্রকে নিহত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহাই আলোচনা দ্বারা স্থির হইয়া থাকে, এবং ১৬০২ খৃঃ অব্দে তাহা যে ঘটিয়াছিল, ইহাও প্রতীত হয়। সুতরাং বসুমহাশয়ের উক্তি প্রকৃত হইলে ১৬০২ খৃঃ অব্দে বসন্তরায়ের হত্যা সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়, এবং যশোরের ঘটকগণের উক্তির সহিত তাহার ঐক্যও হইতেছে। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা সন্দিহান হইয়া থাকি। যশোরের ঘটকগণের লিখিত কোন অব্দই প্রকৃত নহে। সুতরাং আমরা এস্থলে তাহাকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না, এবং বসু মহাশয়ের উক্তিও আমাদের নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে না। আমরা নিম্নে কয়েকটি কারণ নির্দ্দেশ করি-

* "যুগযুগ্মেষুচন্দ্রেচ শকে হত্বা বসন্তকং।
প্রতাপাদিত্যনামাসৌ জায়তে নৃপতি র্মহান্।"

তেছি। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে যশোর রাজ্য দশ আনা ছয় আনা ভাগে বিভক্ত হয় এবং সাধারণতঃ তাহার পূর্ব্বভাগ প্রতাপাদিত্যের ও পশ্চিমভাগ বসন্ত রায়ের অংশে পড়ে। উভয়েই স্বাধীন ভাবে আপন আপন অংশে প্রভুত্ব করিতেন। জেসুইট পাদরীগণ ১৫৯৮-৯৯ খৃঃ অব্দ হইতে ১৬০৩ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, প্রতাপাদিত্যের রাজ্য ভ্রমণ করিতে ১৫ বা ২০ দিন লাগিত; এবং চ্যাণ্ডিকান বা সাগরদ্বীপ তাঁহারা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের প্রধান স্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের বর্ণনা হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রতাপাদিত্য সমস্ত যশোর রাজ্যেরই একাধীশ্বর ছিলেন। চ্যাণ্ডিকান বা সাগরদ্বীপ যে বসন্ত রায়ের অংশে ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার হত্যার পর উহা প্রতাপাদিত্যের অধিকারে আইসে। সুতরাং পাদরীগণের উক্তি অনুসারে ১৫৯৮ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে বসন্ত রায়ের হত্যা হয় বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। আবার আমরা জানিতে পারি যে, কচুরায় বাদসাহের নিকট আবেদন করিয়া মানসিংহকে লইয়া ১৬০৬ খৃঃ অব্দে প্রতাপাদিত্যের দমনে উপস্থিত হন। প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধে কচুরায় যেরূপ বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সে সময়ে অন্ততঃ তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতির ন্যূন ছিল না বলিয়াই বোধ হয়, বরঞ্চ বিংশতির কিছু অধিকই ছিল। বসন্ত রায়ের হত্যার সময় তিনি অল্পবয়স্ক ছিলেন। কুলাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন যে, তাঁহার দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময় তিনি জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হন। আমরা কিন্তু তাহা স্বীকার করি না। কারণ, জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হইয়াই কচুরায় মানসিংহকে লইয়া যশোরে উপস্থিত হন। সুতরাং যদি ঐ দ্বাদশ বর্ষকে কোনরূপে স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে আমরা এইরূপ মনে করি যে, বসন্ত রায়ের হত্যার সময়ই তাঁহার বয়স দ্বাদশ বৎসর ছিল। সে সময়

তিনি যে নিতান্ত দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিলেন না, তাহাও বুঝিতে পারা যায়; কারণ ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত ও ঘটককারিকায় তাঁহার কচুবনে রক্ষার বিষয় হইতে জানা যায় যে, তিনি কিছু বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। * সুতরাং আমরা তৎকালে তাঁহার দ্বাদশ বৎসর বয়সই অনুমান করিয়া থাকি। অথবা দ্বাদশ বৎসরের সময় তিনি আগরায় গমন করেন। কিন্তু তখন আকবর জীবিত ছিলেন, তাহার অনেক পরে তিনি জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হন। তাহা হইলে ১৬০২ খৃঃ অব্দের অনেক পূর্ব্বে যে বসন্ত রায়ের হত্যা সম্পাদিত হইয়াছিল, ইহাই অনুমিত হইয়া থাকে। কচুরায় ইশাখাঁর নিকট পলায়ন কবিয়া অবস্থিতি করেন। এই ইশাখাঁ সুপ্রসিদ্ধ কতলু খাঁর অমাত্য ও স্ববংশীয়। ইশাখাঁ ১৫৯০ হইতে ১৫৯২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যায় কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলেন। ১৫৯২ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহা হইলে ১৫৯২ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে যে কচুরায় ইশাখাঁর নিকট অবস্থিতি কবিয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং তাহার পূর্ব্বেই বসন্ত রায়ের হত্যা ঘটিয়াছিল বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ পূর্ব্ব বঙ্গের ইশাখাঁর নিকট কচুরায়ের অবস্থিতির কথা বলিয়া থাকেন, আমরা কিন্তু তাহা স্বীকার করি না। তাহা হইলেও উক্ত ইশাখাঁর ১৬০০ খৃঃ অব্দে মৃত্যু হওয়ায় তৎপূর্ব্বে বসন্ত রায়ের হত্যা স্থির করিতে হয়। আবার ১৫৮৬ খৃঃ অব্দে বসন্ত রায় বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। কারণ রালফ ফিচ্ সে সময়ে বঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়া প্রসিদ্ধ ভূঁইয়াগণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন; অথচ প্রতাপাদিত্যের কোন কথা তাঁহার বিবরণ

* "তদ্বংশে তন্নিহতপিত্রাদিস্বজনঃ একঃ শিশুঃ পলায়নপরো ধাত্র্যা কচ্চীবনে রক্ষিতঃ।" (ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত)।

"অসৌ কচ্চীবন প্রান্তে রাজপত্ন্যা সুরক্ষিতঃ॥"

পলায়নপর ও কচ্চীবন প্রান্তে সুরক্ষিত কথা হইতে তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্তির বিষয়ই বুঝায়।

হইতে জানা যায় না। ফিচ্ হিজলীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অথচ জেসুইট পাদরীগণের সময় যে চ্যাণ্ডিকান বা সাগরদ্বীপ বাঙ্গলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া কথিত হইত, ফিচ্ তথায় আগমন বা তাহার নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই, এবং যশোর রাজ্যের বিবরণও তাঁহার বর্ণনা হইতে জানা যায় না। ইহাতে বোধ হয় যে, তখনও পর্য্যন্ত যশোর দুই ভাগে বিভক্ত থাকায়, এবং প্রতাপাদিত্য একচ্ছত্র রাজা না হওয়ায়, ও চ্যাণ্ডিকান বা সাগরদ্বীপ প্রাধান্য লাভ না করায়, ফিচের নিকট তাহাদের সংবাদ পৌঁছে নাই। কাজেই অনুমান করিতে হয় যে, সে সময়ে বসন্ত রায় বিদ্যমান ছিলেন। তাহা হইলে ১৫৮৬ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৯২ অব্দের মধ্যে কোন সময়ে বসন্তরায়ের হত্যা সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়া স্থির করিতে হয়। ১৫৯০ হইতে ১৫৯২ পর্য্যন্ত ইশাখাঁর প্রভুত্ব সময়ে তাহা ঘটিয়াছিল বলিয়া স্থির করাই যুক্তিযুক্ত।

বসন্ত রায়ের হত্যার পর প্রতাপাদিত্য তাঁহার বংশ নির্ম্মূল করিতে প্রবৃত্ত হন। সর্ব্বপ্রথমে বসন্তরায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র গোবিন্দ রায় তাঁহার হস্তে নিহত হন। রাম রাম বসু মহাশয় বলেন যে, বসন্ত রায়কে হত্যা করিতে অগ্রসর হইলে, গোবিন্দ রায় ধনুর্ব্বাণ হস্তে প্রতাপাদিত্যের অনুসরণ করেন; কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য ব্যর্থ হওয়ায়, প্রতাপ তরবারির আঘাতে গোবিন্দরায়কেও নিপাতিত করিয়াছিলেন। তাহার পর প্রতাপ গোবিন্দ রায়ের গর্ভবতী স্ত্রীর মস্তকচ্ছেদন করেন বলিয়া বসু মহাশয় উল্লেখ করিয়া থাকেন। প্রতাপ অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার পরিচয় প্রদান করিলেও একপ ভয়াবহ কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। কুলাচার্য্যগণ বলেন যে, বসন্তের দুই পুত্র গোবিন্দ ও চন্দ্র উভয়ে প্রতাপাদিত্যের হস্তে নিহত হন। বসন্তরায়ের অন্যান্য পুত্রের মধ্যে সকলে সে সময়ে উপস্থিত ছিলেন কি না, জানা যায় না। বসু

কচুরায়।

মহাশয় বসন্তরায় ও গোবিন্দরায়ের হত্যার পর সাত পুত্রের বন্দী হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। গোবিন্দ ও চন্দ্র ব্যতীত সে সময়ে আমরা বসন্তরায়ের আর এক পুত্রের অবস্থিতির কথা জানিতে পারি। তাঁহার নাম রাঘব রায় এবং তিনিই কচুরায় নামে সুপ্রসিদ্ধ। রাঘব বসন্তের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন, বসন্তরায়ের হত্যার সময় তিনি অল্পবয়স্ক ছিলেন। তিনি কচুবনে লুক্কায়িত হওয়ায় আপনার জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঘটককারিকা ও অন্নদামঙ্গলের মতে রাণী তাঁহাকে কচুবনে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন; ক্ষিতীশবংশাবলীর মতে কোন ধাত্রী তাঁহাকে কচুবনে রক্ষা করেন। কেহ কেহ এই ধাত্রীকে রেবতী নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন। ফলতঃ রাঘব রায় এই হত্যার সময় কচুবনে লুক্কায়িত হইয়া যে কচুরায় আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। বসন্তরায়ের ভ্রাতৃজামাতা রূপবসু কচুরায়কে লইয়া ইশা খাঁ লোহানীর নিকট উপস্থিত হন। রামরাম বসু মহাশয় বলেন যে, রূপ বসুর নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া ইশা খাঁ বলবন্ত পোজা নামক আপনার সেনানীকে পাঠাইয়া বসন্তরায়ের পুত্রদের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, রূপবসুর সহিত কচুরায় যে ইশা খাঁর নিকট অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সময়ে ইশা খাঁ সমগ্র উড়িষ্যায় একাধিপত্য করিতেন, এবং বসন্তরায়ের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ থাকায়, তিনি কচুরায়কে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন, এবং প্রতাপাদিত্যের নিকট হইতে তাঁহার পিতৃরাজ্য উদ্ধারের সাহায্যেরও আশাও দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অল্পকাল পরে ১৫৯২ খৃঃ অব্দে ইশা খাঁর অন্তর্ধান ঘটায়, কচুরায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অবশেষে আগরায় বাদসাহ দরবারে উপস্থিত হন। আমরা এই খানে কচুরায়ের বয়ঃক্রম সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিবার ইচ্ছা করি।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ঘটককারিকায় লিখিত আছে তিনি

দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময় জাহাঙ্গীর বাদসাহের দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যে সময়ে তিনি জাহাঙ্গীরের নিকট উপস্থিত হন, সে সময়ে তাঁহার বয়স যে দ্বাদশের অনেক অধিক ছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ তাহারই অব্যবহিত পরে তিনি মানসিংহের সহিত যশোরে আগমন করিয়া অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে ঘটককারিকার এই দ্বাদশ বৎসরকে কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে, তাহাই বিবেচ্য। এই সম্বন্ধে এইরূপ অনুমান হয় যে, বসন্তরায়ের হত্যার সময় কচুরায়ের দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম ছিল, অথবা তিনি দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময় বাদসাহের দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তখন আকবর বাদসাহই জীবিত ছিলেন। রামরাম বসু মহাশয় লিখিয়াছেন যে, কচুরায় কিছুকাল রাজধানীতে অবস্থিতি করিয়া বিদ্যা অধ্যয়ন করেন ও আমীরগণের নিকট পরিচিত হইয়া পরে বাদসাহদরবারে উপস্থিত হন। যদিও তিনি জাহাঙ্গীরের সময় কচুরায়ের উপস্থিতির কথা বলিয়া থাকেন। কচুরায় বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া আমীর ওমরার সহিত পরিচিত হইতে অবশ্য কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। তাহা হইলে দ্বাদশ বৎসরের সময় তাঁহার আগরা গমন নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। ১৫৯২ খৃঃ অব্দে ইশা খাঁর মৃত্যুর পর কচুরায় আগরা গমন করেন. এবং যে সময়ে ইশা খাঁ উড়িষ্যার কর্ত্তা সেই সময়ে অর্থাৎ ১৫৯০ হইতে ১৫৯২ খৃঃ অব্দের মধ্যে বসন্তরায় হত হন। তাহা হইলে তাঁহার আগরা যাত্রাকালে দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে বসন্তরায়ের হত্যা সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম দশ বা একাদশ বৎসর ছিল। সুতরাং বসন্তরায়ের হত্যা বা কচুরায়ের আগরা গমনের মধ্যে কিছুই ব্যবধান না থাকায় বসন্তরায়ের হত্যার সময়ে হউক বা তাঁহার আগরাগমনের সময়েই হউক কচুরায়ের বয়স দ্বাদশ বৎসর অনুমান করা যাইতে পারে। আমরা সকল বিষয়ের সামঞ্জস্য করিয়া তাঁহার

আগরা গমনের অর্থাৎ ১৫৯২ খৃঃ অব্দে তাঁহার বয়স দ্বাদশ বৎসর ছিল ইহাই অনুমান করিয়া থাকি। তাহা হইলে ১৫৮০ খৃঃ অব্দে কচুরায়ের জন্ম হয় ও প্রতাপাদিত্যের পতনের সময় তাঁহার ২৬ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল, এইরূপই অনুমান হইয়া থাকে।

খাজা ইশাখাঁ লোহানী।

কচুরায় যে ইশাখাঁর নিকট অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম খাজা ইশাখাঁ লোহানী একথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। কেহ কেহ কত্রাভূর ইশাখাঁ মসনদ আলির নিকট কচুরায়ের উপস্থিতির কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা যুক্তি-যুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। রামরাম বসু মহাশয় তাঁহাকে দক্ষিণ দেশীয় ইশাখাঁ মসন্দরী বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি আবার তাঁহাকে হিজলীর অধিপতি বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হিজলীর মসনদ আলিবংশে ইশাখাঁ নামে কাহারও উল্লেখ দেখা যায় না। হোসেন সাহার রাজত্ব কালে ১৫০৫ খৃঃ অব্দে তাজখাঁ মসনদ আলি ও তাঁহার ভ্রাতা সেকেন্দর পালোয়ান হিজলী অধিকার করেন। ১৫৫৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত হিজলী তাজ খাঁর অধিকারে থাকে। ঐ সময়ে বাদসাহী সৈন্য তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে তাজ খাঁ, হয় নিজে সমাধিগর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন, না হয় জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র বাহাদুর খাঁ আক্রমণ-কারীদের সহিত সন্ধি করিয়া ১৫৫৭ খৃঃ অব্দে হিজলীর অধিকার নিষ্কণ্টক করিয়া লন। কিন্তু মসনদ আলির জামাতা জাইল খাঁ বাহাদুরের নামে অভিযোগ উপস্থাপিত করায় বাহাদুরকে বন্দী হইতে হয়, ও জাইল ১৫৬৪ হইতে ১৫৭৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত হিজলীর অধিকারী রূপে অবস্থিতি করেন। তাহার পর বাহাদুর স্বাধীনতা লাভ করিয়া ১৫৮৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত হিজলীর অধিকার ভোগ করিয়াছিলেন। ইহার পর হিজলী তাঁহার দেওয়ান ও সরকার দুইজন হিন্দুর মধ্যে জালামুঠা ও মাজনামুঠা রূপে

বিভক্ত হইয়া যায়। * সুতরাং হিজলীর মসনদ আলি বংশে ইশা খাঁ নামে যে কেহ বিদ্যমান ছিলেন না, উহা সুস্পষ্ট রূপেই বুঝা যাইতেছে। কচুরায় যাঁহার নিকট অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তিনি যে ইশা খাঁ লোহানি সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, লোহানী বংশীয়দের সহিত বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়ের অত্যন্ত সৌহার্দ্দ ছিল। বিক্রমাদিত্য কতলু খাঁর সহিত দায়ুদের পার্শ্বচর রূপে অবস্থিতি করিতেন। এইজন্য কতলুর সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। ইশা খাঁ কতলুর স্ববংশীয়, এবং তাঁহার অনুচর ছিলেন; সুতরাং তাঁহার সহিত যে বসন্তরায়ের বিশেষরূপ বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল, ইহা অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে। দায়ুদের পতনের পর যে সময়ে কতলু উড়িষ্যা ও পশ্চিম বঙ্গের একাধীশ্বর হইয়াছিলেন, সে সময়ে ইশা খাকে উড়িষ্যার জমাদাররূপে দেখিতে পাওয়া যায়। † তিনি কতলুর অধীনে উড়িষ্যার জমাদারী পদে বৃত হন। তাহার পর ১৫৯০ খৃঃ অব্দে কতলুর মৃত্যু হইলে ইশা তাঁহার অমাত্যস্বরূপে কতলুর পুত্রগণকে লইয়া মানসিংহের নিকট উপস্থিত হন ও বাদসাহের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। তাহার পর হইতে তিনি আফগানগণের নেতৃস্বরূপে উড়িষ্যায় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ‡ দুই বৎসর

* Hunter's Statistical Account of 24 Perganas and Sundarbans.

† "Todar Mall and Cadiq Khan followed Macum-i-Kabuli to Behar. Macum made a fruitless attempt to defeat Cadiq Khan in a sudden night attack but was obliged to retreat, finding a ready asylum with Isa Khan, zemindar of Orisa." (Blochmann's Am-i-Akbari. P. 322.)

‡ "In the time of Khan-Khanan Munim Khan and Khan Jahan, a large portion of this country (Orissa) had been brought under

পরে ১৫৯২ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে আফগানগণ পুনর্ব্বার বিদ্রোহিতাচরণে প্রবৃত্ত হয়। * এই সময়ের মধ্যে বসন্ত রায় হত হওয়ায় কতুবায় ইশা খাঁর নিকট উপস্থিত হন। কিন্তু অল্পকাল পরেই ইশাও এ জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। রামরাম বসু মহাশয় তাঁহাকে 'হিজলীর অধিপতি বলিয়া, প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক হিজলী অধিকারের কথা বলিয়াছেন। ইশা খাঁ লোহানি উড়িষ্যা ও দক্ষিণ বঙ্গে আধিপত্য করায় হিজলী যে তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল তাহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে,

the Imperial rule. But through the incompetency of the amirs it had been wrested from them by Kathu Lohani. When Kathu died, and Raja Man Singh withdrew his forces, as before related, his course was disapproved by many wise men, but a treaty was patched up. The evil spirits of the country was strove to overthrow each other, but so long as Kathu's *vakil* Isa lived, the treaty was observed," (Akbarnama, Elliot Vol VI.)

"As the rainy season was not yet terminated, and the Raja, found himself unable to undertake any active measures, he readily listened to their proposals; in consequence of which the sons of Catluh Khan, attended by Khuaji Issa, their minister, visted the Raja and presented him with one hundred and fifty elephants, and many other costly articles." (Stewart.)

"Khwajah Usman, according to the *Mokhzani Afgani*, was the second son of Miyan Isa Khan Lohani who after the death of Qatlu Khan was the leader of the Afghans in Orisa and Southern Bengal." (Blochmann's Ain-i-Akbari P 520.)

৭৪ ও ৭৮ টিপ্পনী দেখ।

* "And as long as Khuaji Issa the prime-minister of the Afghans, lived, the peace was preserved inviolable on both sides," but at the end of two years that able men quitted this transitory world" (Stewart) ৭৪ টিপ্পনীতে ভ্রমক্রমে লেখা হইয়াছে যে, তিনি ১৬০০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

এবং প্রতাপাদিত্য যেরূপ পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ইশা খাঁর নিকট হইতে হিজলী বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতেও পারেন। কিন্তু সে সময়ে মানসিংহ বাঙ্গলার সুবেদার ও ইশা খাঁর সহিত তাঁহার সন্ধি থাকায় তিনি যে প্রতাপাদিত্যকে নির্ব্বিবাদে হিজলী অধিকার করিতে দিয়াছিলেন, তাহা অনুমান করা যায় না। এইজন্য প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক হিজলী অধিকারের ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে আমরা সান্দহান হইয়া থাকি। তবে ইশা খাঁর সহিত বিবাদ করিয়া তিনি আপনার রাজ্যের নিকটস্থ হিজলীকে কিছু দিন নিজ অধিকারে রাখিতেও পারেন। ফলতঃ সে বিষয়ের বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রতাপের একচ্ছত্রত্ব।

রাজা বসন্তরায়ের হত্যার পর প্রতাপাদিত্য সমস্ত যশোর রাজ্যের একাধীশ্বর হইয়া উঠেন। পূর্ব্বে মধুমতী, পশ্চিমে ভাগীরথী এবং দক্ষিণে সমুদ্র, এই বিস্তৃত যশোর রাজ্য তাঁহার সম্পূর্ণ করায়ত্ত হয়।* সুশিক্ষিত সৈন্য, অপরিসীম বল ও বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া তাঁহার পরাক্রম দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। রামরাম বসু মহাশয় লিখিয়াছেন যে, তিনি কেদাররায় প্রভৃতি অন্যান্য ভুঁইয়াদিগকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদের রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, এবং রাজমহাল ও পাটনা অধিকার করিয়া সমগ্র বিহার আপনার করায়ত্ত করিয়াছিলেন।* কিন্তু ইহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। যে সময়ে প্রতাপাদিত্য বসন্তরায়কে নিহত করিয়া যশোর রাজ্যের একাধীশ্বর হন, সে সময়ে মানসিংহ বাঙ্গলা, বিহারের সুবেদাররূপে অবস্থিতি করিতেছিলেন; সুতরাং প্রতাপের রাজমহল ও পাটনা অধিকার যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন তাহাতে সন্দেহ নাই। কেদাররায় প্রভৃতির রাজ্য অধিকারেরও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যে সময়ে জেসুই পাদরীগণ এ দেশে আগমন করেন, সে সময়ে তাঁহারা প্রতাপ ও কেদার

রায় উভয়কেই সমান ক্ষমতাশালী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং ইশা খাঁ মসনদ আলিকে সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। ইশা খাঁ ও কেদার রায়ের সহিত মানসিংহেরই যুদ্ধ হইয়াছিল, এবং তাহারা মানসিংহ কর্ত্তৃকই বিজিত হইয়াছিলেন। মুসল্মান ঐতিহাসিকগণ ও জেসুইটগণ তাহাই উল্লেখ করিয়াছেন, এবং কেদার রায়ের সহিত আরাকানরাজের সংঘর্ষের কথাও তাঁহাদের বিবরণে দৃষ্ট হয়। সুতরাং প্রতাপ যে অন্যান্য ভুইয়াদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার কোনই মূল নাই। * বিশেষতঃ পাদরীগণ প্রত্যেকের রাজ্য ও রাজধানীর উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের অবস্থিতি কালের মধ্যেই ইশা খাঁ ও কেদার রায়ের মৃত্যু হয়। একজন স্বাভাবিকভাবে, আর এক জন মানসিংহের সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধে আহত হইয়া, মৃত্যুমুখে পতিত হন। ফলতঃ প্রতাপের রাজমহল, পাটনা ও অন্যান্য ভুঁইয়াদের রাজ্য অধিকারের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি পাওয়া যায় না। বসন্তরায়কে নিহত করিয়া তিনি সমস্ত রাজ্য অধিকার করায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহারই কয়েক বর্ষ পরে জেসুইট্ পাদরীগণ বঙ্গদেশে আগমন করেন, এবং তাঁহারা প্রতাপকে অত্যন্ত পরাক্রান্ত রাজা ও তাঁহার রাজ্য ভ্রমণ করিতে প্রায় এক মাস লাগিত বলিয়া, উল্লেখ করিয়াছেন।

১৫৯৮ খৃঃ অব্দে নিকোলাস পাইমেণ্টা গোয়ার প্রধান পাদরী ছিলেন। তিনি জেসুইট সম্প্রদায়ভুক্ত। পাইমেণ্টা বঙ্গদেশে ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য ফ্রান্সিস ফার্ণাণ্ডেজ ও ডমিনিক সোসা নামক দুইজন জেসুইট পাদরীকে প্রথমে প্রেরণ করেন। তাঁহারা ১৫৯৮ খৃঃ অব্দের ৩রা মে কোচিন হইতে সমুদ্রপথে যাত্রা করিয়া আঠার দিনে ক্ষুদ্রবন্দর বা

জেসুইটগণের বাঙ্গলায় আগমন।

(৬৭) টিপ্পনী দেখ।

পিপ্‌লীতে * উপস্থিত হন। তথা হইতে পুনর্ব্বার জলপথে আট দিনে গুলো বা হুগলীতে † আগমন করেন। গুলো গঙ্গার মোহানা হইতে ১০৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত ছিল। গুলোতে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা ধর্ম্মপ্রচারে মনোনিবেশ করেন। ডমিনিক সোসা কষ্ট স্বীকার করিয়া বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন ও তাহাতেই উপদেশ

* ক্ষুদ্র বন্দরকে পর্টুগীজগণ Porto Pequino, এবং বৃহৎ বন্দরকে Porto Grande বলিত। চট্টগ্রামই পোর্টো গ্রাণ্ডা নামে অভিহিত হইত। কিন্তু তিনটি বন্দর পোর্টো পেকিনো নামে কথিত হইতে দেখা যায়। ১ সপ্তগ্রাম, ২ হুগলী ও ৩ পিপলী—"Its (Chittagong's) easy access and safe anchorage attracted the merchantmen of foreign nations, and won for it some years later the appellation of Porto Grando, in contradistinction to Satigam (or Satgong) on the other side of the Bay of Bengal. [Or more probably perhaps in contradistinction to Porto Pequino or Pipley near Balassore. Samuel Parchas (1626) says Bengal streched "from the confines of the Kingdom of Ramu or Porto Grando to Palmerine (Point Palmyras) ninety miles beyond Porto Pequeno'].

(Calcutta Review. Vol. LIII.)

† "The Gullo appears to me to be identical with Bandel."

Beveridge.

"Hoogly is described in 1603 as Golin, a Portuguese Colony, where Cervalius, a Portuguese captured a castle belonging to the Mogols" (A Sketch of the Administration of the Hoogly District by George Toynbee.) গঙ্গার মোহানা হইতে তৎকালে জলপথে ২১০ মাইল উত্তরে অবস্থিত হওয়ায় গুলো বা গোলিন যে হুগলী তাহাতে সন্দেহ নাই। সাগর দ্বীপের নিকট গালা বা গালিনা নামে একটী দ্বীপের বিষয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে জানা যায়। Vanden Brouckeএর ১৬৬০ খৃঃ অব্দের মানচিত্রে গালিন দ্বীপের কথা আছে। Valentine এর Memoir to Vanden Broucke's Map নামক পুস্তকে লিখিত আছে,—"The coast from Sjungernaut (Jagannath or Puri) or say from Punta das Palmeiras (Point Palmyras, or Maipur) as far as to Sagar and the Ilha do Galinha (i. e. the Hen's Isle) and the river up to Oegli" &c. এতদ্ভিন্ন ১৭০০ খৃঃ অব্দের New Map of India and

দিতেন। * গুলোয় অবস্থানকালে তাঁহারা চ্যাণ্ডিকানাধিপতি প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক তাঁহার রাজ্যে যাইবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সে সময়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারেন নাই। গুলো হইতে তাঁহারা চট্টগ্রামে গমন করেন। ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে মেলসিওর ফনসেকা ও এণ্ড্রু বাউয়েস নামক পাদরীদ্বয় বঙ্গদেশে আগমন করিয়া তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন; † এই জেসুইট পাদরী চতুষ্টয় হুগলী, চট্টগ্রাম, শ্রীপুর, কত্রাডু ও চ্যাণ্ডিকান প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া অনেককে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, এবং তদানীন্তন প্রসিদ্ধ ভূঁইয়াগণের সাক্ষাৎ লাভও করেন। রামচন্দ্র রায় ও প্রতাপাদিত্যের সহিত সাক্ষাতের বিবরণ তাঁহারা তাঁহাদের বিবরণে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। ‡ রামচন্দ্র রায়ের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাতের বিবরণ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে প্রতাপা

China, ১৭০৫ Carte Des Indes Et-de-La China প্রভৃতি মানচিত্রেও Ile de Galar উল্লেখ আছে। এই গালা বা গালিনা গুলো বা গলিন হইতে যে পৃথক তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ ইহা গঙ্গার মোহানায় ও গুলো মোহানা হইতে ২১০ মাইল উত্তরে।

* মূল ৪৭৬ পৃঃ দেখ।

† "In Bengalicam missionem electi sunt Patres Franciscus Fernandus & Dominicus Sosa quibus iam duos alios Sacerdotes suppetios misimus Melchiorem Fonsecam, &. Andream Boues." (Pimenta's Historica Relatio de India Orientali.)

‡ এই সমস্ত পাদরী তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচারের বিবরণ ভিন্ন ভিন্ন পত্রে গোয়ায় পাইমেণ্টার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। পাইমেণ্টা তাঁহার মন্তব্যসহ সেই সমস্ত পত্র ১৬০১ ও ১৬০২ খৃঃ অব্দে প্রকাশ করেন। ডুজারিক সেই সমস্ত পত্র অবলম্বনে তাঁহার গ্রন্থে তাৎকালিক বাঙ্গলার অনেক বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণ হইতে ভূঁইয়াদিগের অনেক বিষয় অবগত হওয়া যায়। ডুজারিকের গ্রন্থ ১৬১০ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়, তাহার পর সামুয়েল পার্শা ১৬২৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাহাতেও ঐ সমস্ত বিবরণ দৃষ্ট হয়। পাদরীগণ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া যে সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যে সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাস্য তাহাতে সন্দেহ নাই। ডুজারিক ও পাইমেণ্টার বিবরণ মূল গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

তাঁহাদের প্রতাপাদিত্যের রাজ্যে উপস্থিতি ও তাঁহার সহিত সাক্ষাতের বিবরণ বর্ণন করিতেছি।

পাদরীগণের চ্যাণ্ডিকানে উপস্থিতি।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, পাদরীগণের গুলোয় অবস্থানকালে চ্যাণ্ডিকানাধিপতি প্রতাপাদিত্য তাঁহার রাজ্যে উপস্থিত হইবার জন্য তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সময়ে তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এই পাদরীচতুষ্টয়ের মধ্যে ফার্ণাণ্ডেজই প্রধান ছিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের চ্যাণ্ডিকানে উপস্থিত না হওয়ার জন্য তথাকার রাজা তাঁহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তদনুসারে ফার্ণাণ্ডেজ ১৫৯৮ খৃঃ অব্দের শেষে চট্টগ্রাম হইতে সোসাকে চ্যাণ্ডিকানে পাঠাইয়া দেন। * সোসার তথায় উপস্থিত হইতে কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছিল। কারণ, তিনি পথিমধ্যে দস্যুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন। † তিনি চ্যাণ্ডিকানে উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করার জন্য লোক প্রেরণ করেন ও নিজেও উপস্থিত হন। তিনি তাঁহাদের আতিথ্যের জন্য চাউল, ঘৃত, চিনি, ছাগশিশু প্রভৃতি প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা একটি মাত্র ছাগশিশু রাখিয়া অবশিষ্ট দ্রব্যাদি ফেরত পাঠাইয়াছিলেন। ‡ সোসা ফার্ণাণ্ডেজকেও চ্যাণ্ডিকানে উপস্থিত হওয়ার জন্য পত্র লেখেন। তজ্জন্য ১৫৯৯ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে ফার্ণাণ্ডেজ চ্যাণ্ডিকান অভিমুখে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে তিনিও দস্যুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি চ্যাণ্ডিকানে উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহার আগমন-সংবাদ জ্ঞাত হইয়া

* বেভারিজ সাহেব বলেন যে, ১৫৯৯ খৃঃ অব্দের কোন সময়ে সোসা চ্যাণ্ডিকানে উপস্থিত হন ; কিন্তু আমরা ফার্ণাণ্ডেজের ১৫৯৯এর ১৪ই জানুয়ারি তারিখের পত্রে সোসার চ্যাণ্ডিকানে উপস্থিতি জ্ঞাত হই। (মূল ৪৭২ ও ৭৫ পৃষ্ঠা দেখ)।

† মূল ৪৪২ পৃঃ

‡ মূল ৪৭৪ পৃঃ

একজন প্রধান ব্রাহ্মণের দ্বারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া পাঠান। সোমবারে রাজার সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। * রাজার সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধেও তাঁহাদের অনেক আলাপাদি হইয়াছিল। পাদরীরা অনেক দেবতার উপাসক বলিয়া হিন্দুদিগকে নিন্দা করায়, রাজা তদুত্তরে বলিয়াছিলেন যে, আপনারা যেমন স্বর্গদূতদিগের পূজা করেন, হিন্দুরাও তেমনি ঐ সমস্ত দেবতাকে তাঁহাদের ন্যায় পূজা করিয়া থাকে। † পাদরীরা চ্যাণ্ডিক্যান রাজ্যে ধর্ম্মপ্রচার ও গির্জানির্ম্মাণের জন্য রাজার নিকট হইতে ক্ষমতা-পত্র পাইয়াছিলেন। তাঁহারা আবার তাহা যুবরাজ উদয়াদিত্যের দ্বারা স্বাক্ষরিত করিয়া লন। সে সময়ে উদয়াদিত্যের বয়স প্রায় ১২ বৎসর ছিল। ইহার পর ফার্ণাণ্ডেজ তথা হইতে শ্রীপুর অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে ২০ নবেম্বর ফনসেকা চ্যাণ্ডিকানে উপস্থিত হন। তিনি চট্টগ্রাম হইতে বাকলায় আগমন করেন, পরে তথা হইতে চ্যাণ্ডিকান পঁহুছিয়া ছিলেন। সোসা বরাবরই চ্যাণ্ডিকানে অবস্থিতি করিতেন। সোমবারে তাঁহারা রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। তাঁহারা রাজাকে বেরিনগাঁয়ের কমলা লেবু উপহার দিয়াছিলেন। এই লেবু অত্যন্ত সুস্বাদু ও সে প্রদেশে তাহার মত লেবু পাওয়া যায় না। রাজা তাঁহাদের উপহারে

* মূল ৪৪৩ পৃঃ

† The king of Chandican (which lyeth at the mouth of Ganges) caused a Iesuite to rehearse the *Decalogue* who when he reproved the Indians for their polytheisme worshipping so many Pagodes: He said that they observed them but as, among them, their saints were worshipped: to whom how sauoury the Iesuites distinction of *doulcia* and *latreia* was for his satisfaction I leave to the Reader's judgment. This king, and the others of Bacola, and Arracan, have admitted the Iesuite into their countries, and most of these Indian Nations." (Parcha's His Pilgrimes. Fourth Part. Book V. P. 512)

অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগকেও যথারীতি সংবর্দ্ধনাও করিয়াছিলেন। কোন খৃষ্টান রাজা তাঁহাদিগকে এরূপ সম্মান করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। রাজা তাঁহাদের বিশুদ্ধ চরিত্রের জন্য তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহারা খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত লোকদিগের অবস্থানের জন্য একটি স্থানের প্রার্থনা করিলে রাজা তাহাতে সম্মতি দান করিয়াছিলেন। রাজার নিকট হইতে শ্রদ্ধা ও সম্মান পাইয়া পাদরীগণ কিছুকাল চ্যাণ্ডিকানে অবস্থিতি করেন।

যে সময়ে ফার্ণাণ্ডেজ চ্যাণ্ডিকানে উপস্থিত হন, সে সময়ে তিনি রাজা প্রতাপাদিত্যের নিকট হইতে গির্জাস্থাপনের ও ধর্ম্মপ্রচারের ক্ষমতা-পত্র পাইয়াছিলেন, এবং কুমার উদয়াদিত্যও তাহাতে নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া দেন। ফার্ণাণ্ডেজ ১৫৯৯ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে চ্যাণ্ডিকানে আগমন করেন। রাজার নিকট হইতে অনুমতি পাইয়া পাদরীগণ চ্যাণ্ডিকানে এক গির্জা স্থাপন করেন, এবং তাহাই বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রথম গির্জা। তাহার পর চট্টগ্রাম ও পরে ব্যাণ্ডেলে গির্জা স্থাপিত হয়। তিন গির্জাই ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। * চ্যাণ্ডিকানের গির্জা ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে স্থাপিত হইলেও ১৬০০ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারি তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ্য হয়। উক্ত দিবসে পাদরীগণ একটি উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এবং তাহাও বাঙ্গলার

বাঙ্গলার প্রথম গির্জ্জা।

* It was the first church in Bengal and was on this account dedicated to Jesus Christ. Chittagong was the second and Bandel the third. The last was built about this time, by a Portuguese named Villaloboo." (Beveridge.) মূল ৪৪৮ পৃঃ। ব্যাণ্ডেলের গির্জ্জারও ১৫৯৯ খৃঃ অব্দ লিখিত আছে। "A stone over the gateway bears the date 1599." (Hunter) কিন্তু পুরাতন গির্জ্জা ১৬৩২ খৃঃ অব্দে দগ্ধ হওয়ায় তাহার স্থলে নূতন গির্জ্জা নির্ম্মিত হয়।

প্রথম খৃষ্টীয় পর্ব্ব। তাঁহারা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য গির্জাটিকে নানা প্রকার সাজসজ্জায় ভূষিত করিয়াছিলেন। রাজা প্রতাপাদিত্য ও যুবরাজ উদয়াদিত্য গির্জাদর্শনে গমন করিয়াছিলেন। সহস্র সহস্র লোক তাহা দেখিবার জন্য সমাগত হইত। পঞ্চদশ দিবস এইরূপ সমারোহে পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পাদরীগণ একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনেরও ইচ্ছা করেন। পীড়িত লোকদিগকে সেবা শুশ্রূষা দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহারা তাহাদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পর বৎসর উৎসবের দিন যুবরাজ ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গির্জা দেখিতে আসেন, এবং রাজাও অমাত্যবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া আগমন করেন। তিনি ইহাকে বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রধান গির্জা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। * এইরূপে রাজা প্রতাপাদিত্যের সাহায্যে পাদরীগণ তাঁহার রাজ্যে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যদিও তাঁহারা হুগলী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে আপনাদের আবাসস্থান স্থাপন করিয়া লোকদিগকে খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন ও ইশা খাঁ কেদাররায় ও রামচন্দ্রের রাজ্যেও ধর্ম্মপ্রচারের আদেশ পাইয়াছিলেন, তথাপি প্রতাপাদিত্য তাঁহাদিগকে যেরূপ সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন, সেরূপ সাহায্য তাঁহারা আর কোন স্থান হইতে পান নাই। ইহাতে প্রতাপের উদারতার বিশেষরূপ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

চ্যাণ্ডিকান কোথায় ?

জেসুইট পাদরীগণ স্পষ্টতঃ প্রতাপাদিত্যের নামোল্লেখ না করিয়া তাঁহাকে চ্যাণ্ডিকানাধিপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের উল্লিখিত চ্যাণ্ডিকানাধিপতি যে প্রতাপাদিত্য, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা প্রথমতঃ তাঁহাদেরই বর্ণনা হইতে তাহা প্রমাণ করিতেছি। পরে তাঁহাদের কথিত

* মূল ৪৪৭-৪৮ পৃঃ দেখ।

চ্যাণ্ডিকানই বা কোথায় তাহাও নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিব। পাদরী-গণের লিখিত পত্র গোয়ার প্রধান পাদরী নিকলাস পাইমেণ্টা স্বীয় মন্তব্যসহ জেসুইটগণের প্রধান অধ্যক্ষ ক্লাউডি একোয়াভিয়নের নিকট প্রেরণ করেন, পরে তাহা প্রকাশিত হয়। ইহা অবলম্বন করিয়া ডুজারিক নামক ফরাসী ঐতিহাসিক ও সামুয়েল পার্শা নামক ইংরেজ লেখক বাঙ্গলার যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, পাদরীগণের আগমনের সময় বাঙ্গলায় বার জন ভুঁইয়া ছিলেন। তন্মধ্যে তিন জন হিন্দু ও নয় জন মুসলমান। হিন্দু তিন জন শ্রীপুর, বাকলা ও চ্যাণ্ডিকানের অধীশ্বর। কেদাররায় শ্রীপুরের ও রামচন্দ্র রায় বাকলার অধিপতি ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। সেই সময়ে তাঁহাদের সমকক্ষ আর এক হিন্দু ভুঁইয়া যে প্রতাপাদিত্য, তাহা নানা প্রমাণের দ্বারা স্থির হয়। সুতরাং চ্যাণ্ডিকানাধিপতিই যে প্রতাপাদিত্য তাহা অনায়াসে বুঝা যাইতেছে। ইহার পর তৎসম্বন্ধে আরও সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে, আমরা তাহার উল্লেখ করিতেছি। যে সময়ে পাদরী ফনসেকা বাকলায় উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্র রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া-ছিলেন, সেই সময়ে রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনারা এখান হইতে কোথায় যাইবেন। ফনসেকা তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন যে, আমরা আপনার ভাবী শ্বশুর চ্যাণ্ডিকানাধিপতির নিকট যাইতেছি। রামচন্দ্র রায় যে প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিন্দুমতীর পাণিগ্রহণ করিয়া-ছিলেন, ইহা সকলেই অবগত আছেন, সুতরাং তাঁহার শ্বশুর যে প্রতাপা-দিত্য তাহাও প্রমাণিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন আমরা আরও একটি বিশিষ্ট প্রমাণ দিতেছি। পাদরীগণের বর্ণনায় লিখিত আছে যে, সুপ্র-সিদ্ধ পর্টুগীজ সেনাপতি কার্ভালো কেদার রায়ের নিকট হইতে চ্যাণ্ডি-কানে গমন করেন। চ্যাণ্ডিকানাধিপতি সে সময়ে যশোরে ছিলেন।

তিনি কার্ভালোকে তথায় আহ্বান করিয়া তাহার হত্যা সম্পাদন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের বর্ণনায় চ্যাণ্ডিকানাধিপতির অন্যতম আবাসস্থান যশোরের সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকায়, তিনি যে প্রতাপাদিত্য এ বিষয়ে আর কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে না। এক্ষণে আমরা তাঁহাদের উল্লিখিত চ্যাণ্ডিক্যান কোথায় তাহা নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিতেছি। শ্রীযুক্ত বেভারিজ সাহেব মহোদয় এই চ্যাণ্ডিকান যে প্রতাপের রাজধানী ধূমঘাটের সহিত অভিন্ন তাহা প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম বক্তব্য এই যে, প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য দায়ুদের নিকট হইতে চাঁদ খাঁ মসন্দরীর জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চাঁদ খাঁর জায়গীর সম্ভবতঃ চাঁদ খাঁ নামেই অভিহিত হইত, এবং প্রতাপাদিত্যের সময় পর্য্যন্তও সেই নামই প্রচলিত ছিল। প্রতাপাদিত্য যশোর হইতে ধূমঘাটকে স্বতন্ত্র করিয়া গঠন করেন, এবং সম্ভবতঃ তাহা চাঁদ খাঁর রাজধানীর স্থলেই গঠিত হয়। এই জন্য চ্যাণ্ডিকান সম্ভবতঃ ধূমঘাটই হইবে। তিনি আরও বলেন যে, চ্যাণ্ডিকানাধিপতি যশোর হইতে কার্ভালোকে আহ্বান করিয়া পাঠান, এবং তথায় তাঁহার হত্যা সম্পাদিত হয়। পাদরীরা সেই সময়ে চ্যাণ্ডিকানে ছিলেন; কার্ভালোর মৃত্যু সংবাদ তাঁহাদের নিকট পরবর্ত্তী মধ্যরাত্রিতে পঁহুছিয়াছিল। ইহাতে যশোর ও ধূমঘাটের ব্যবধানও বুঝা যাইতেছে। * আমরা কিন্তু বেভারিজ সাহেবের

* "In reply to the questions, where was Chandican, and who was its king? I answer that, as I believe Chandican to have been identical with Dhumghat, or at least in the same neighbourhood, it must have lain in the Twentyfour Parganas, and near the modern bazar of Kaliganj, and that its king was no other than Pratapaditya.

My reasons for this view are firstly, that Chandican is evidently

সহিত একমত নহি। আমরা তাঁহার মতের সমালোচনা করিয়া পরে আমাদের নির্দ্দিষ্ট চ্যাণ্ডিকানের উল্লেখ করিতেছি। প্রথমতঃ ধুমঘাট কোথায়

the same as Chand Khan, which, as we know from the life of Raja Pratapaditya by Ram Ram Basu (modernised by Haris Chandra Tarkalankar) was the name of the former proprietor of the estate, in the Sundarbans which Pratapaditya's father Bikramaditya got from king Daoud, Chand Khan Musandari had died, we are told, without leaving any heirs, and consequently his territory, which was near the Sea, had relapsed into jungle. Bikramaditya saw that king Daoud would be ruined, as he had taken upon himself to resist the Emperor of Delhi, and therefore Bikramaditya, who was his minister took precaution of establishing a retreat for himself in the Jungles. King Daoud was killed in 1576, and Bikramaditya, though he had prepared a city beforehand seems to have gone to it in person about this time. His dynasty had been only about twenty four or twenty five years in the country when the Jesuits visited it, and it would have been quite natural if the name of the old proprietor (Chand Khan) had still clung to it. Moreover, we know that Pratapaditya did not live always at least, at his father's city of Jessore. He rebelled against him, and established a rival city at Dhumghat. In so doing he may have selected the site of Chand Khan's capital, and this may have retained the name of Chand Khan for two or three years after Pratapaditya had removed to it. Nor is there anything in this opposed to the fact that one Khanja Ali formerly owned Jessore; Khanja Ali died in 1458, or about 120 years before Bikramaditya appeared on the scene, so that Chand Khan may very well have been the name of one of Khanja Ali's descendants.

But there is still more evidence of the identity of Chandican with Dhumghat.

The fair prospects of the mission, as described by Fernandez & Fonseca, were soon overclouded. Fernandez died on 14th

তাহা বেভারিজ সাহেব সুস্পষ্টরূপে অবগত নহেন। যশোর ও ধূমঘাট যে পরস্পর সংলগ্ন এতৎ সম্বন্ধে বেভারিজ সাহেব কোনরূপ প্রমাণ পাইয়া-

November 1602, in prison in Chittagong, in consequence of injuries which he had received in a tumult there, and the other priests took refuge in Sundwip. In consequence, however of a war with the king of Arracan, they soon left the island and took refuge in Chandican. But the king of Chandican was cruel and treacherous (traits which agree with the description of Pratapaditya) and was desirous of making his peace with the king of Arracan who was then very powerful, and had, as Du Jarric informs us, taken possession of the kingdom of Bakala. Carvalho, the gallant captain of the Portuguese was at Chandican, and the king of Chandican who was then at 'Jasor', sent for Carvalho, and had him murdered in order ingratiate himself with the king of Arracan. Du Jarric adds that the news of Carvalho's murder at Jasor reached Chandican on the following mid-night, which may give us some idea of the distance between the two places.

This ended the Bengal Mission, for the king of Chandican destroyed the church and ordered the priests out of the county We are glad to think that this king, if he was, as we believe, Pratapaditya, shortly afterwards expiated his crimes and died in an iron-cage at Benares That Pratapaditya was a cruel monster, and quite capable of directing the assassination of a brave man like Carvalho, we have proof enough in the work of his admiring biographer, who tells us that Pratapaditya cut off the breasts of a female slave who had offended him.

There are two other slight pieces of evidence in support of the identity between Pratapaditya and the king of Chandican. One is that Du Jarric tells us that the young king of Bakala was absent when the king of Arracan overran his territory, and we know that Ram Chandra Rai, was for a while a prisoner in the city of his father-in-law who wished to assassinate him. Another is that when

ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। রামরাম বসু মহাশয় বিশদরূপে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ধূমঘাট যশোরপুরীর দক্ষিণ পশ্চিমভাগে এবং ধূমঘাটের পুরীনির্ম্মিত হইলে তিনি তাহাকে 'যশোহর পুরী' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। * ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে যে যমুনা ও ইচ্ছামতীর মিলন স্থলে ধূম্রঘট্টপত্তন নির্ম্মিত হয়, † এবং সেই মিলন স্থলে যে যশোর নগরও অবস্থিত ছিল অদ্যাপি তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। বর্ত্তমান সময়ে যশোর ও ধূমঘাট উভয় নামেরই স্থান দৃষ্ট হয়, এই উভয় স্থানই ঈশ্বরীপুরের সংলগ্ন ‡ ঈশ্বরীপুরেই যশোরেশ্বরী অবস্থিত আছেন, এবং প্রতাপাদিত্য যে যশোরেশ্বরীর নিকট আপনার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যশোর ও ধূমঘাট পরস্পরসংলগ্ন হওয়ায়, কার্ভালোর হত্যার সংবাদ যশোর হইতে ধূমঘাটে পঁহুছিতে বিলম্ব হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। সুতরাং চ্যাণ্ডিকান যে ধূমঘাট হইতে স্বতন্ত্র তাহা স্বীকার করিতে হইবে; এবং ধূমঘাট ও যশোর যে একই

Fernandez came to Chandican in October 1599, and got the king's signature to the letters-patent, he took the precaution of having them also signed (with the kings' permission) by the king's son, who was then about twelve years old This may have been Pratapaditya's son Udai Aditya, whom we know to have been a great friend of his brother-in-law Ram Chandra Rai, and to have succeeded in saving his life. The two young princes must, from the accounts of Fonseca and Fernandez, have been of nearly the same age, and this makes the story of their friendship all the more probable". (Beveridge's History of Bakarganj.)

* মূল ৩১ পৃষ্ঠা (৪৩, ৪৪) টিপ্পনী দেখ।

† "যশোরদেশবিষয়ে যমুনেচ্ছাপ্রসঙ্গমে।
ধূম্রঘট্টপত্তনে চ ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ॥" ভবিষ্যপুরাণ।

‡ প্রাচীন যশোর ও উপকণ্ঠ মানচিত্র দেখ। (৪৩) টিপ্পনীতে ইহা বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

নগর তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিক্রমাদিত্য ও প্রতাপাদিত্যের সময় তাঁহাদিগের রাজ্য যশোর রাজ্য নামেই অভিহিত হইত। তাহার চাঁদ খাঁ নাম কদাচ শুনা যায় না। দিগ্বিজয়প্রকাশ ও ভবিষ্য পুরাণে তাহাকে যশোরদেশ বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। * সুতরাং কোন কালে যে তাহার চাঁদ খাঁ নাম ছিল, তাহাব কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না, এবং চাঁদ খাঁর সহিত চ্যাণ্ডিকানের সামান্য উচ্চারণসাদৃশ্য ব্যতীত অভিন্নতার আর যে কোন প্রমাণ আছে, তাহাও বুঝা যায় না। এরূপ স্থলে ধূমঘাট বা চাঁদ খাঁকে চ্যাণ্ডিকান বলা যাইতে পারে না। তদ্ভিন্ন চ্যাণ্ডিকানের অবস্থিতির সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। এক্ষণে চ্যাণ্ডিকান কোথায় তাহাই আলোচিত হইতেছে। আমরা যত দূর আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে এইরূপ স্থির হয় যে, সাগরদ্বীপকে তাৎকালিক ইউরোপীয়গণ চ্যাণ্ডিকান নামে অভিহিত করিতেন। তৎসম্বন্ধে প্রথম প্রমাণ এই যে, সার টমাস রোর মানচিত্রে চ্যাণ্ডিকানকে একটি দ্বীপরূপে অঙ্কিত ও লিখিত দেখা যায়, এবং তাহাকে গঙ্গার মুখে ও এঞ্জিলি বা হিজলীর নিকট নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। † বেভারিজ সাহেব কোন মানচিত্রে চ্যাণ্ডিকানের উল্লেখ দেখেন নাই বলিয়া লিখিয়াছেন। ‡ কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমরা সারটমাস রোর মানচিত্রেই তাহার উল্লেখ পাইয়াছি। সার টমাস রোর মানচিত্র তাঁহার সহচর বেসিন কর্ত্তৃক অঙ্কিত হয়। §

* "উপবঙ্গে যশোরাদিদেশাঃ কাননসংযুতাঃ" দিগ্বিজয় প্রকাশ "যশোর দেশ বিষয়ে" ভবিষ্যপুরাণ।

† সার টমাস রোর মানচিত্র দেখ, মূল মানচিত্রে 'Ile de Chandeican' লিখিত আছে।

‡ "Chandeican does not appear to be marked on any of the old maps." (Beveridge.)

§ ১৯০৫ সালে Glasgow হইতে Universityর publisher James Mac

এতদ্ভিন্ন সামুয়েল পার্শা চ্যাণ্ডিকানকে গঙ্গার মোহনায় অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং গঙ্গার জলে কুম্ভীর ও স্থলে ব্যাঘ্রের কথাও লিখিতে বিস্মৃত হন নাই। * সুতরাং হিজলীর নিকট গঙ্গার মোহনাস্থিত দ্বীপ সাগরদ্বীপ ব্যতীত আর কি হইতে পারে? বর্ত্তমান সাগরদ্বীপের পূর্ব্বে কি নাম ছিল তাহা অবগত হওয়া যায় না। যেখানে সমুদ্রের সহিত গঙ্গার মিলন হইয়াছে তাহাকে গঙ্গাসাগর কহে। পূর্ব্বেও তাহা গঙ্গাসাগর নামে অভিহিত হইত। সেই জন্য কেহ কেহ সাগরদ্বীপকে পূর্ব্বে গঙ্গাসাগর বলিয়া উল্লেখও করিয়াছেন। † যে স্থানে গঙ্গা সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছেন, সেই স্থান চিরকাল গঙ্গাসাগর নামে প্রসিদ্ধ। পদ্মপুরাণ প্রভৃতি হইতে তাহাকে গঙ্গাসাগর বলিয়াই জানা যায়। কিন্তু এক্ষণে যাহাকে সাগরদ্বীপ কহে, সেই সমস্ত দ্বীপকে পূর্ব্বে গঙ্গাসাগর দ্বীপ বলিত কি না জানা যায় না, এবং তাহার তাৎকালিক অবস্থান আধুনিক অবস্থান হইতে যে কিছু বিভিন্ন ছিল তাহারও অনুমান হইয়া

Lehose and Goas প্রকাশিত Purchas his Pilgrimes গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে উক্ত মানচিত্রকে "Sir Thomas Roe's Map of East India" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আবার Hakluyt Society'র প্রকাশিত The Embassy of Sir Thomas Roe নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে উক্ত মানচিত্রকে "William Buffin's Map of Hindustan" বলা হইয়াছে।

* "The king of Chandecan (which lyeth at the mouth of Ganges) caused &c."

"This River hath in it Crocodiles, which by water are no lesse dangerous then the Tygors by land, and both will assault men in their Ships. (Parcha) হিজলীও পূর্ব্বে দ্বীপ ছিল, ক্রমে তাহা মূল ভূভাগে সংযুক্ত হয়। তাহাকে পূর্ব্বে ইঞ্জিলি বলিত।

† "There is in Ganges a place called Gangasagie, that is, the entrie of the Sea." (Parcha.) "About 40 years since when Ye Island called Ganga Sagar" (Hedge's Diary 1683.)

থাকে। তাহার সাগরদ্বীপ নামকরণ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে যে হইয়াছিল ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। * ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তাহার কি নাম ছিল, তাহা সুস্পষ্টরূপে জানিবার উপায় নাই। কিন্তু পর্টুগীজগণ তাহাকে চ্যাণ্ডিকান নামেই অভিহিত করিতেন। চ্যাণ্ডিকান যে সাগরদ্বীপ, তাহার আর একটি প্রমাণও আছে। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, যে চ্যাণ্ডিকানাধিপতিই প্রতাপাদিত্য। প্রতাপাদিত্যকে প্রাচীন গ্রন্থকারগণ সাগরদ্বীপের শেষ-রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রামরাম বসু মহাশয়ের গ্রন্থের উপরি-ভাগে তাহাই লিখিত ছিল। আমরা কিন্তু তাঁহার রচিত প্রতাপাদিত্য চরিত্র যে কয়খানি পাইয়াছি, তাহার সদর পৃষ্ঠা নাই। সে কয়খানিই বাঁধান। কিন্তু ১৮৫০ খৃঃ অব্দে কলিকাতা রিভিউতে প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্য ও সংবাদপত্র নামক প্রবন্ধে উক্ত গ্রন্থকে 'রাজা প্রতাপাদিত্যের বা সাগর-দ্বীপের শেষ রাজার চরিত্র' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। † হরিশ্চন্দ্র তর্কা-লঙ্কার তাহাকে নব্য বাঙ্গলায় রূপান্তরিত করিয়া রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র নামক যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহারও সদর পৃষ্ঠায় ইংরেজীতে "রাজা প্রতাপাদিত্য বা সাগরদ্বীপের শেষ রাজার বিবরণ" ‡ বলিয়া উল্লেখ করিয়া-ছেন। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে এসিয়াটিক সোসাইটীর অধি-বেশনে রেভারেণ্ড লংসাহেব তর্কালঙ্কার মহাশয়ের গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাহার মূল গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যের জীবন চরিতকে সাগরদ্বীপের

* হেজেসের উপরোক্ত উক্তিই তাহার প্রমাণ।

† "The life of Raja Pratapaditya 'the last king of Sagar', published in 1801 at Serampur."

‡ "The History of Raja Pratapaditya, 'the last king of Sagar Island."

শেষ রাজার জীবন চরিত বলিয়া লিখিত ছিল। * সুতরাং রামরাম বসু মহাশয়ের গ্রন্থে ইংরেজীতে প্রতাপাদিত্যকে যে সাগরদ্বীপের শেষ রাজা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। উক্ত গ্রন্থ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশিত হওয়ায় তাৎকালিক ইংরেজ পণ্ডিতেরা প্রতাপাদিত্যকে সাগরদ্বীপের রাজা বলিয়াই জানিতেন, এবং তাহার নাম পূর্ব্বে যে চ্যাণ্ডিকান, ছিল তাহাও সম্ভবতঃ তাঁহারা বিদিত ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'বাঙ্গলার প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন' নামক † গ্রন্থেও প্রতাপাদিত্যকে 'সাগরদ্বীপের শেষ রাজা' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ‡ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে হেজেস সাগর-দ্বীপের রাজার কথা উল্লেখ করিয়াছেন § এবং সেই রাজা যে প্রতাপাদিত্য তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং চ্যাণ্ডিকান দ্বীপের অবস্থান

* "He (I Long) had published 16 years ago, in Bengali the life of Raja Pratapaditya called in the original 'the last king of Sagur & island." (মূল ২৬২ পৃঃ)

† Ancient Manuments in Bengal.

‡ "Baraduari— * * * It is said to have been erected by Raja Pratap Aditya the last king of Sagar Island."

অন্যত্র

"The Bara Umra Gar—After the Raja of Sagar dethroned &c." (Ancient Manuments in Bengal)

§ "James Price assured me that about 40 years since, when ye Island called Gangu Sagar was inhabited, ye Raja of ye Island gathered yearly rent out of it to the amount of 26 Lacks of Rupees, and that ye same Raja had a country belonging to his Government extending from the River of Rangopala to the great River that comes from Rajamaul, which brought him in yearly 45 Lacks of Rupees. This country affords great store of large Timber to build ships." (Hedge's Dairy 1683.) প্রাইসকে আরও ৪০ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলা উচিত ছিল। কারণ প্রতাপাদিত্যই সাগরদ্বীপের শেষ রাজা।

সাগরদ্বীপের অবস্থানের সহিত ঐক্য হওয়ায়, এবং চ্যাণ্ডিকানাধিপতি ও সাগরদ্বীপাধিপতি প্রতাপাদিত্য হওয়ায়, চ্যাণ্ডিকান যে সাগরদ্বীপ, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। যশোর হইতে সাগর দূরে অবস্থিত হওয়ায় কার্ভালোর মৃত্যু সংবাদ তথায় পৌঁছিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। যে সময়ের মধ্যে সে সংবাদ যশোর হইতে সাগরে পঁহুছায়, উভয়ের দূরত্বানুসারে বর্ত্তমান সময়ে তাহা অসম্ভব মনে হইতে পারে; কিন্তু সে সময়ে দ্রুত জলযানযোগে সর্ব্বদা যেরূপ গতায়াত হইত, এবং কার্ভালোর জাহাজ ও সম্পত্তি প্রভৃতি চ্যাণ্ডিকান বা সাগরে থাকায়, প্রতাপাদিত্যের আদেশে সে সমস্ত করায়ত্ত করার প্রয়োজনে, আরও শীঘ্র তথায় সংবাদ পঁহুছিয়াছিল। সুতরাং পাদ্রীগণের বর্ণনানুসারে যশোর হইতে চ্যাণ্ডিকানের দূরত্বে তাহাকে সাগর বলিয়াই প্রতীত হইতেছে। ইউরোপীয়গণ সাগরকে চ্যাণ্ডিকান বলিতেন বলিয়া প্রতাপাদিত্যের রাজ্যও চ্যাণ্ডিকান নামে অভিহিত হইত। পরবর্ত্তীকালে কেহ কেহ সপ্তগ্রাম প্রদেশকেও চ্যাণ্ডিকান বলিয়াছেন। * সপ্তগ্রাম প্রদেশ বা সরকার সাতগাঁর অধিকাংশই প্রতাপাদিত্যের রাজ্যভুক্ত ছিল। ভাগীরথীর পূর্ব্বভাগস্থ সরকার সাতগাঁয়ের সমস্তই প্রতাপাদিত্যের অধিকৃত ছিল। তবে চ্যাণ্ডিকান নামের সৃষ্টি কিরূপে হইয়াছে তাহা আমরা অবগত নহি। উহা কোন দেশীয় নাম হইতে উৎপন্ন কি পর্টুগীজেরা উহার নূতন নামকরণ করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। তাঁহারা যেমন রাখিয়াং হইতে আরাকান ও

* "La province on se tronne le port d l' Quest est name Satigam, an cienne Kandecan. Elle renferme Satigam, Haugli Schandernagor, Calcutta De, sitwees sar le petit Gange le Bagrati." (Tean Bernmilli Description Historique, &c. Vol. II. Part 2. P. 408.)

মায়াপুর হইতে পালমাইয়া করিয়াছেন, সেইরূপ চাঁদ খাঁ বা চণ্ডিকা হইতে চ্যাণ্ডিকান করিয়াছিলেন কি না তাহা আমরা অবগত নহি। প্রতাপাদিত্যের রাজধানীর অপর নাম যেমন ঈশ্বরীপুর ছিল, তেমনি তাহার অন্যতম প্রধান আবাসস্থান সাগরের চণ্ডিকা নাম ছিল কি না, তাহাও বিবেচ্য। অথবা পটু গীজেরা যেমন গঙ্গাকে চ্যাবেরিস * বলিতেন, সেইরূপ গঙ্গাসাগরের যে চ্যাণ্ডিকান নামকরণ করিয়াছিলেন ইহাও বলা যাইতে পারে। ফলতঃ সে বিষয়ে আমরা কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারি না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, সাগরদ্বীপে প্রতাপাদিত্যের অন্যতম আবাসস্থান থাকিলে, এক্ষণে তাহাতে কোনই চিহ্ন দেখা যায় না কেন? তদুত্তরে এইমাত্র বলা যায় যে জলপ্লাবনে তাহার অধিবাসিগণের বাসস্থানের চিহ্ন বিধৌত হইয়া গিয়াছে। ইহা পূর্ব্বেও উল্লিখিত হইয়াছে, এবং তাহার পূর্ব্ব অধিবাসিগণের বাসচিহ্ন যে মধ্যে মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহারও উল্লেখ করা গিয়াছে। † সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগেও তাহা বাসের উপযোগী ছিল। এজন্য ইংরেজেরা তথায় একটি দুর্গ নির্ম্মাণের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ‡ সে সময়েও তথায় কতকগুলি মন্দির অবস্থিত ছিল। § ফলতঃ সাগরদ্বীপে পূর্ব্বে যে লোকজনের আবাসস্থান ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রতাপাদিত্য

* Chaberis.

† উপক্রমণিকা ৩৮ ও ৪১ পৃঃ।

‡ "Company's affairs will never be better, but always grow worse and worse with continual patching, till they resolve to quarrel with these people, and build a Fort on ye Island Sagar at the mouth of this river." (Hedge's Diary.)

§ "We went in our Budgeros to see ye Pagodas at Sagar." (Hedges.)

ইহাকে নৌ-বাহিনীর প্রধান স্থান করিয়াছিলেন বলিয়া, ইহা তাঁহার রাজধানী যশোর অপেক্ষা ইউরোপীয়গণের নিকট সুপরিচিত ছিল। এই জন্য তাঁহারা তাঁহার রাজ্যকে চ্যাণ্ডিকান ও তাঁহাকে চ্যাণ্ডিকানাধিপতি বলিতেন। বিশেষতঃ সাগর তাঁহাদের পক্ষে সুগম হওয়ায় তথায় সর্ব্বদা তাঁহাদের গতায়াত ছিল। প্রতাপাদিত্যও অনেক সময়ে তথায় অবস্থিতি করিতেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় যশোর সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; প্রতাপাদিত্যও তাহার অনেক উন্নতি সাধন করেন। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত বাকলা চন্দ্রদ্বীপ বঙ্গজ কায়স্থগণের শীর্ষস্থান ছিল, এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহাকে সেইরূপভাবে লিখিত হইতে দেখা যায়। * বাকলাধিপতি রামচন্দ্র রায় চন্দ্রদ্বীপের সমাজপতি ছিলেন। তাঁহারাও নিজে শ্রেষ্ঠ কুলীনবংশীয়। কুলীনপ্রধান চক্রপাণি বসু হইতে তাঁহাদের উদ্ভব। † রাজা প্রতাপাদিত্য এই শ্রেষ্ঠ বংশের সহিত সম্বদ্ধ হইতে যে ইচ্ছা করিবেন, তাহাতে

রামচন্দ্রের বিবাহ।

* "চন্দ্রদ্বীপঃ শিরস্থানং যশোরা বাহবস্তথা।" ঘটককারিকা।

† চক্রপাণিঃ কুলশ্রেষ্ঠঃ কুলীনানাং কুলেশ্বরঃ।
কুলীন স্তৎসমশ্চৈব ন ভূতো ন ভবিষ্যতি॥
বসুকুলাম্বুজঃ সোঽপি চক্রপাণিসমোঽভবৎ।
নবগুণৈস্তু সংযুক্তঃ কুলীনানাং ঋতশ্চ সঃ॥

যথা মহারুদ্রতেজো ভাতি ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে। চক্রপাণিকুলং তথা ব্যাপ্তং বৈ তৎ মহীতলে॥
নির্ম্মলঞ্চ কুলং তস্য ভাগীরথীজলং যথা। তদীপ-ধরণী ধন্যা যত্র যত্র স্থিতোহি সঃ॥
বলিরাজসমো দানে মানে চ কৌরবোপমঃ। ভীষ্মতুল্যঃ প্রতিজ্ঞায়াং যুদ্ধে চ বাসবো যথা॥
ধর্ম্মাচারে ধর্ম্ম ইব জ্ঞানে চ শঙ্করোপমঃ। তত্ত্বজ্ঞশ্চ মহাপ্রাজ্ঞো গুণে চ মাধবঃ স্মৃতঃ॥
পণ্ডিতঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু বুদ্ধো বৃহস্পতির্যথা। সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ সর্ব্বধর্ম্মবিদাংবরঃ॥
তস্য কুলস্য মাহাত্ম্যং নৈব শক্নোমি বর্ণিতুং। আর্য্যশ্রেষ্ঠো মহাশূরঃ শাস্ত্রাস্ত্রগ্রাহিণাং বরঃ॥
রাজ্যাধিপোনরোত্তমশ্চন্দ্রদ্বীপস্য ভাস্করঃ। পদ্মনাভস্তস্যাপি চ দানাস্পদস্তথা ভবৎ॥

(ঘটককারিকা)

সন্দেহ কি? সেই জন্য তিনি রামচন্দ্রের সহিত স্বীয় কন্যা বিন্দুমতীর বিবাহ প্রদানে ইচ্ছুক হন। এই বিবাহের কথা অনেক দিন পূর্ব্বে স্থির হইয়াছিল। সম্ভবতঃ রামচন্দ্রের পিতা কন্দর্পনারায়ণ জীবিত থাকিতেই তাহার সূচনা হইয়া থাকিবে। কিন্তু বর ও কন্যা উভয়ে অল্পবয়স্ক হওয়ায় বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইতে বিলম্ব ঘটিয়াছিল। ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে পাদরী ফনসেকা রামচন্দ্রকে অষ্টবর্ষীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১৬০২-৩ খৃঃ অব্দে তাঁহাদের বিবাহ হয় বলিয়া জানা যায়। তাহা হইলে সে সময়ে তাঁহার বয়স একাদশ বা দ্বাদশ হওয়াই সম্ভব। পাদরী ফার্ণাণ্ডেজ উক্ত ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে কুমার উদয়াদিত্যকে দ্বাদশবৎসরবয়স্ক বলিয়াছেন। তাহা হইলে এ সময়ে তাঁহার বয়স পঞ্চদশ বা ষোড়শ হইতে পারে। ১৬০২-৩ খৃঃ অব্দে যে রামচন্দ্রের বিবাহ হয়, তাহার বিশেষ প্রমাণও আছে। ১৬০২ খৃঃ অব্দে পর্টুগীজ সেনাপতি কার্ভালো সনদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীপুরে কেদার রায়ের নিকট উপস্থিত হইলে আরাকানরাজ সনদ্বীপ অধিকার করেন। ডুজারিক বলেন যে, তিনি সেই সময়ে বাকলা পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। বাকলায় যে মগগণ অত্যাচার করিয়াছিল, আমরা পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এই সময়ে রামচন্দ্র রায় রাজ্যে উপস্থিত না থাকায় এবং তাঁহাকে অল্পবয়স্ক জানিয়া আরাকানরাজ বাকলা অধিকারে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমরা জানিতে পারি যে, রামচন্দ্র রায় ঐ সময়ে যশোরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, এবং সেই সময়েই তাঁহার বিবাহ সম্পন্ন হয়। কারণ, এই বিবাহসময়েই প্রতাপাদিত্য তাঁহার হত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। রামচন্দ্র যে খাল দিয়া আপনার চৌষট্টিক্ষেপণীযুক্ত নৌকায় প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাহাকে খোস্তাকাটার খাল কহে। * ফলতঃ

* প্রাচীন যশোর ও উপকণ্ঠ মানচিত্র দেখ।

১৬০২-৩ খৃঃ অব্দে যে রামচন্দ্রের বিবাহ হয়, এবং প্রতাপ তাঁহার রাজ্য ও সমাজ অধিকারের জন্য যে সে সময়ে তাঁহার হত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহাই স্থির হইয়া থাকে। রামচন্দ্রের হত্যার চেষ্টা যে প্রতাপের আর এক নিষ্ঠুরতার নিদর্শন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে সময়ে তাহার হৃদয় এত কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল যে, তিনি আপনার স্নেহময়ী কন্যাকে পর্য্যন্ত বিধবা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। উত্তরকালে প্রতাপের নিষ্ঠুরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেই ছিল। এই জন্য তিনি উচ্চ লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া কেবল প্রভুত্ব ও রাজ্য বিস্তৃতির আকাঙ্ক্ষায় আপনার হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র যশোর হইতে প্রস্থান করিয়া অল্পকালের মধ্যেই বাকলা পুনর্বধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় পত্নী বিন্দুমতীকে আনয়ন করিতে কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই। কয়েক বৎসর পরে, সম্ভবতঃ প্রতাপের পতনের পর বিন্দুমতী নিজেই নৌকারোহণে বাকলায় গমন করেন। তিনি রাজধানীর অনতিদূরে অনেক দিন পর্য্যন্ত নৌকাতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি এইরূপ মনে করিয়াছিলেন যে, রাজা রামচন্দ্র তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া, তাঁহাকে সমাদরে রাজধানীতে লইয়া যাইবেন। যে স্থানে তিনি অবস্থিতি করিতেন, তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গী লোক জনের ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যের বিক্রয়ের জন্য সপ্তাহে দুইবার করিয়া তথায় হাট বসিত। সেই স্থান কালে "বৌঠাকুরাণীর হাট" নামে প্রসিদ্ধ হয়, অদ্যাপি তাহা সেই নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। * তাহার পর তিনি তথা হইতে অন্য একটি স্থানে উপস্থিত হইয়া একটি বৃহৎ দীঘি খনন করাইতে আরম্ভ করেন। তাঁহার এই সমস্ত কীর্ত্তির কথা রাজার কর্ণগোচর হইলে রাজা

বৌঠাকুরাণীর হাট।

* চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ দেখ।

তাঁহার বিষয় অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু তাঁহার কোনই পরিচয় পান নাই। রাজমাতা তাঁহার বিষয় অবগত হইয়া স্বয়ং নৌকাতে আসিয়া বিন্দুমতীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। পরে তিনি বধূকে রাজবাটীতে লইয়া যান। কিন্তু রামচন্দ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। তজ্জন্য বিন্দুমতী ক্ষুণ্ণ মনে চন্দ্রদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া কাশী যাত্রা করেন। রামচন্দ্র তাঁহার সহিত যে দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, তিনি বিন্দুমতীর জন্যই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যে সাধ্বী পতিপ্রাণা বিন্দুমতী তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়া আবার নিজেই তাঁহার দর্শনলাভে উপস্থিত হইয়াছিলেন, রামচন্দ্রের তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করা যে সাধুজনোচিত হয় নাই, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। বিন্দুমতী কাশী হইতে পুনরাগত হইয়াছিলেন কি না জানা যায় না। *

পর্টুগীজ সেনাপতি কার্ভালো সনদ্বীপ অধিকার করিলে আরাকানরাজ সেলিমসা তাহা অধিকারের জন্য সচেষ্ট হন। সেই সময়ে পর্টুগীজগণের সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হয়। চট্টগ্রাম বন্দরে তাহাদের বাণিজ্য-শুল্ক লইয়া বিবাদ বাধিয়া উঠে। এই সময়ে মগেরা কতকগুলি খৃষ্টানকে ক্রীতদাস করিবার জন্য উদ্যোগী হইলে পাদরী ফার্ণাণ্ডেজ তাহাতে বাধা প্রদান করেন। তজ্জন্য তাঁহারা তাঁহাকে প্রহার করিয়া তাঁহার একটি চক্ষু নষ্ট করিয়া দেয়, ও তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। বাউয়েসও কারাগারে বন্দী হইয়াছিলেন। ১৬০২ খৃঃ অব্দের ১৪ই নবেম্বর উক্ত কারাগারেই ফার্ণাণ্ডেজের মৃত্যু হয়। বাউয়েস শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় তাঁহাকে তথায় সমাহিত করেন। পরে তাঁহারা মুক্তিলাভ করিয়া চট্টগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া সনদ্বীপে উপ-

কার্ভালোর হত্যা।

* শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রভৃতি রামচন্দ্রের পুত্র কীর্ত্তি নারায়ণকে বিন্দুমতীর গর্ভজাত বলিয়াছেন। ইহার কোন প্রমাণ আছে কি না আমরা অবগত নহি।

স্থিত হন। সনদ্বীপ আরাকানরাজ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে পর্টুগীজেরা শ্রীপুর, বাকলা ও চ্যাণ্ডিকানে গমন করে। কার্ভালো প্রথমে শ্রীপুর, তাহার পর চ্যাণ্ডিকানে উপস্থিত হয়। পাদরীরাও চ্যাণ্ডিকানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সাগরদ্বীপে অবস্থিতি করার পূর্ব্বে কার্ভালো গুলো বা হুগলীতে গমন করেন। * তথায় মোগলদিগের একটি দুর্গে ৪০০ সৈন্য অবস্থিতি করিত। কার্ভালো অল্পসংখ্যক পর্টুগীজের সহিত তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে, একজন ব্যতীত তাহাদের সকলে নিহত হয়। ইহাতে কার্ভালোকে সমস্ত বঙ্গদেশে অত্যন্ত সাহসিক বলিয়া প্রচার করে। গুলোবন্দর অধিকার করিয়া কার্ভালো সনদ্বীপ অধিকারের জন্য আপনার জাহাজাদির সংস্কার করিতেছিলেন। এই সময়ে আরাকানরাজ সনদ্বীপ অধিকার করিয়া বাকলা অধিকার করিলে, যশোর রাজ্যের প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হয়। প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কার্ভালোকে ধৃত করার ইচ্ছা করেন, এবং তাঁহাকে আহ্বান করিয়া পাঠান। কার্ভালো তিনখানি সুসজ্জিত রণতরি ৫০ খানি জেলিয়া ও একদল সৈন্যের সহিত উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহার প্রতি সমাদর প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে খেলাত প্রদান করেন এবং সত্বরই আরাকানরাজের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন। কিন্তু ১৫ দিন অতিবাহিত হইলেও তাহার কোনই আয়োজন হয় নাই। প্রতাপাদিত্য ইতিমধ্যে আরাকানরাজের সহিত গোপনে মিলন করিয়া কার্ভালোকে ধৃত করিতে সচেষ্ট হন। প্রতাপাদিত্য সেই সময়ের মধ্যে যশোরেও গমন করেন। তাঁহার মনোভাব বুঝিতে না পারায় পাদরীরা কার্ভালোকে স্থানান্তরে যাইবার পরামর্শ দেন। কিন্তু

* ডুজারিক গুলোকে গঙ্গার মোহানা হইতে ৫০ লীগ বা ১৪০ ক্রোশ বলেন; কিন্তু কার্ণাণ্ডেজের ১৫৯৯ খৃঃ অব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখের পত্রে ২১০ মাইল আছে। মূল ৪১৩ পৃঃ দেখ।

কার্ভালো রাজার নিকট হইতে সুস্পষ্টরূপে সমস্ত অবগত হইবার জন্য যশোরে উপস্থিত হন। তথায় ৩ দিন পর্য্যন্ত রাজার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। তৃতীয় দিবসে তিনি রাজদবারে আহূত হইলে, কয়েকজন পর্টুগীজসহ তিনি তথায় উপস্থিত হন। সেই সময়ে তাঁহাদিগকে ধৃত করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। তাহার পর তাঁহাকে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া রাজসেনাপতি সসৈন্যে তাঁহাকে লইয়া যান। কারাগার তাঁহার অবস্থিতির স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। অবশেষে সেই কারাগারে তাঁহার হত্যা সম্পাদিত হয়।* ১৬০৩ খৃঃ অব্দের প্রথমেই এই ভীষণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। কার্ভালোর মৃত্যুসংবাদ মধ্যরজনীতে সাগরদ্বীপে পঁহুছে। তথায় যে সমস্ত পর্টুগীজ অবস্থিতি করিতেছিল, তাহাদিগকেও বন্দী ও কার্ভালোর জাহাজাদিও অধিকার করা হয়। পাদরীদিগের প্রতি নানাপ্রকার সন্দেহ হওয়ায় তাঁহাদিগকে যশোর রাজ্য পরিত্যাগ করার জন্য আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। তাঁহাদের গির্জা ভূমিসাৎ করা হয়, এবং বন্দিগণ তিন সহস্র মুদ্রা দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করে। কার্ভালোর হত্যা যে প্রতাপাদিত্যের নিষ্ঠুরতার আর একটি দৃষ্টান্ত, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কার্ভালো যেরূপ বিশ্বাসী ও সাহসী সেনাপতি ছিলেন, তাঁহাকে ঐরূপ শোচনীয়ভাবে হত্যা করা প্রতাপের ন্যায় বীরপুরুষের যে কলঙ্ক, তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। কেদাররায়ের অধীনে কার্ভালো যেরূপ বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে সাধুবাদ না দিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না। তিনি সেইরূপ বিশ্বস্ততাসহকারে প্রতাপের রণতরী ও সৈন্য পরিচালন করিবেন বলিয়াই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আরাকানরাজের ভয়ে প্রতাপ তাঁহাকে এ জগৎ হইতে অপসারিত করিয়া দেন। অবশ্য প্রতাপ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই কার্ভা-

* মূল ৪৫৭-৫৮ পৃঃ দেখ।

লোকে হত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যদি আরাকান-রাজের ভয় না করিয়া তাঁহাকে আপনার রণতরী ও সৈন্য পরিচালনে নিযুক্ত করিতেন, তাহা হইলে হয়ত বাঙ্গলার রাজনৈতিক জগতে আর এক দৃশ্যের উদয় হইত। ফলতঃ প্রতাপ কর্ত্তৃক কার্ভালোর এরূপ শোচনীয় হত্যার সমর্থন করা যায় না।

যে সময়ে প্রতাপ আপনার বলসঞ্চয় করিয়া অসীম পরাক্রমশালী হইয়া উঠিতেছিলেন, সে সময়ে বাঙ্গলায় অনেক রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। আজিম খাঁর পরে সাহাবাজ খাঁ কুম্বু বাঙ্গলার সুবেদার নিযুক্ত হন। তৎকালে পাঠানগণ পূর্ব্ববঙ্গ ও উড়িষ্যায় স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া, মোগল সৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। পূর্ব্ববঙ্গে ইশা খাঁ ও উড়িষ্যায় কতলু খাঁ মোগলদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হন। মাশুম খাঁ কাবুলী বিদ্রোহী হইয়া ইশা ও কতলুর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিল। সাহাবাজ খাঁ পূর্ব্ববঙ্গের যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় ওয়াজির খাঁকে কতলুর দমনে প্রেরণ করেন। ওয়াজিরের সহিত যুদ্ধে কতলু পরাজিত হইয়া উড়িষ্যার জঙ্গলে পলাইয়া যান। পরে তাঁহাকে উড়িষ্যা প্রদান করিয়া শান্ত করা হয়। ইশা খাঁও সাহাবাজের সহিত কয়েকটি যুদ্ধের পর শান্তভাব অবলম্বন করেন। সাহাবাজের পর ওয়াজির অল্পদিনের জন্য সুবেদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রাজা মানসিংহ বাঙ্গলা, বিহারের সুবেদার হইয়া আসেন। এই সময়ে কতলু খাঁ পশ্চিম বঙ্গের কতক অংশ অধিকার করিয়া বসিলে, মানসিংহ তাঁহার দমনের জন্য অগ্রসর হন। প্রথমতঃ মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ আফগানগণের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। জাহানাবাদের নিকট তিনি উপস্থিত হইলে, কতলুর সেনাপতি বাহাদুর খাঁ প্রথমে সন্ধির ভান করিয়া পরে তাঁহাকে রাত্রিতে আক্রমণ

প্রতাপের সময়ে রাজনৈতিক অবস্থা।

করেন। বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরের চেষ্টায় জগৎসিংহ প্রাণরক্ষা করিয়া হাম্বীরের সহিত বিষ্ণুপুরে যান। হাম্বীর কতলুর পক্ষেই ছিলেন। পরে মোগলদিগের বশ্যতা স্বীকার করেন। ইহার অব্যবহিত পরে কতলুর মৃত্যু হইলে, আফগানেরা মোগলদিগের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করে। ইশা খাঁ কতলুর পুত্রত্রয় নসীব, লোদী ও জামলের অভিভাবকস্বরূপে আফগানগণের নেতা হইয়া তাহাদিগকে কিছুকাল শান্তভাবে রাখিয়া ছিলেন। এই সময়ে জগন্নাথ প্রদেশ আফগানগণের হস্তচ্যুত হইয়া বাদসাহের অধিকারে আসে। ইশার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সুলেমান ও ওসমান আফগানগণের নেতা হইয়া জগন্নাথ অধিকার করিলে, মানসিংহ তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। আফগানেরা কতলুর ও ইশার পুত্রগণের অধীনে সমবেত হইয়া মানসিংহের সম্মুখীন হন। মানসিংহ তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া সমস্ত উড়িষ্যা বাদসাহের সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। আকবরের পৌত্র সুলতান খসরু উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া তাহার আয় জায়গীরস্বরূপে গ্রহণ করেন। ইহার পর মানসিংহ কিছুকালের জন্য বাঙ্গলা পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে, পুনর্ব্বার আফগানেরা ওসমানের অধীনে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। মানসিংহ তাহাদিগকে সেরপুর-আতাই-এর যুদ্ধে পরাজিত করেন। সেই সময়ে ইশা খাঁর সহিতও তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। আফগানগণ উড়িষ্যা হইতে বিতাড়িত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গে জায়গীর লাভ করে। ওসমান তথায়ও বিদ্রোহিতাচরণ করিয়া বাদসাহী থানাদার বাজবাহাদুরকে পরাজিত করিলে, মানসিংহ পুনর্ব্বার ওসমানকে পরাজিত করেন। ইহার পর কেদার রায় ও আরাকানাধিপতির সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া মানসিংহ বঙ্গে শান্তি স্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরে তিনি বাঙ্গলার সুবেদারী পরিত্যাগ করিয়া ১৬০৪ খৃঃ অব্দে আগরায় গমন করেন, এবং আসফ

খাঁ জাফরবেগ বিহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া বাঙ্গলার কর্ত্তৃত্বেরও ভার প্রাপ্ত হন। *

পাঠানগণ ও কেদার রায় প্রভৃতি ভূঁইয়ারা স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া ও মোগলের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়া আপনাদের যেরূপ পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন, প্রতাপ সে সমস্ত অবগত হইয়া আর শান্তভাবে অবস্থিতি করিতে পারিলেন না। এই সময়ে তিনি অনেক পরিমাণে বলসঞ্চয় করিয়াছিলেন। অন্যান্য ভূঁইয়া বা পাঠানদিগের অপেক্ষা তাঁহার সৈন্যসংখ্যা বা পরাক্রম অল্প ছিল না। কাজেই তিনি পুনর্ব্বার স্বাধীনতা প্রকাশের ইচ্ছা করিলেন। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, প্রতাপ আজিম খাঁর সহিত সংঘর্ষের পর হইতে বাদসাহের বিদ্রোহিতাচরণ করেন নাই, এবং তাহার কিছু পরেই মানসিংহ সুবেদার হইয়া আসায়, প্রতাপ আপনাকে তাঁহার সমকক্ষ মনে না করায়, তখনও পর্য্যন্ত স্বাধীনতা প্রকাশ করেন নাই। মানসিংহের সময়ে তিনি যে বাদসাহের অধীনতা স্বীকার করিতেন, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে একটি প্রমাণ এই যে, মানসিংহ আফগানদিগকে পরাজিত ও উড়িষ্যা হইতে বিতাড়িত করিয়া তাহাদিগকে সরকার খালিফাবাদে জায়গীর প্রদান

প্রতাপের পুনর্ব্বার স্বাধীনতাঘোষণা।

* Stewart সাহেব জাফরবেগ আসফ খাঁর পরিবর্ত্তে আবদুল মজিদ আসফ খাঁকে মানসিংহের পর বিহার ও বাঙ্গলার সুবেদার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। ব্লকম্যান সাহেব তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন—"Stewart (History of Bengal P. 120) says Abdul Mujid Acaf Khan officiated in 1013 for Man Singh in Bengal. This is as impossible &c." তিনি আসফ খাঁ জাফরবেগকেই উক্ত অব্দে বিহারের সুবেদার নিযুক্ত হওয়ার কথা লিখিয়াছেন। "Bihar was given to Acaf (Jafar Beg) who moreover, was appointed to a Command of three thousand." (Ain-i-Akbari P. 412) বিহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহার প্রতি বাঙ্গলার ভারও অর্পিত হয়।

করেন। * এই খালিফাবাদ যশোরের একাংশ, এবং তাহা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সুতরাং যশোর রাজ্যের মধ্যে আফগানদিগকে জায়গীর দান করায় যশোরের অধিপতি যে বাদসাহের অধীনতা স্বীকার করিতেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং ইহা হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে যে, মানসিংহ যত দিন বাঙ্গলায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন, প্রতাপ তত দিন বাদসাহের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। ১৬০৪ খৃঃ অব্দে মানসিংহ বাঙ্গলার সুবেদারী পরিত্যাগ করিয়া আগরা গমন করেন এবং জাফরবেগ আসফ খাঁ তাঁহার স্থলে বিহারের সুবেদার নিযুক্ত হইয়া বাঙ্গলাশাসনেরও ভার প্রাপ্ত হন। আসফ খাঁ বিহারেই অবস্থিতি করিতেন, তজ্জন্য তিনি বাঙ্গলার শাসনে তাদৃশ মনোযোগ প্রদান করিতে পারেন নাই। মানসিংহের গমনের পর প্রতাপ মহাসুযোগ প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার আপনার স্বাধীনতা প্রকাশে প্রয়াসী হন। এই সময়ে তিনি যেরূপ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি মোগল সৈন্যের সম্মুখীন হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। তাঁহার অধীনে সে সময়ে অনেক সুশিক্ষিত সৈন্য অশ্বারোহী, পদাতিক ও

* "Jagiers were assigned to the Afghan Chiefs in the district of Khaleefabad." (Stewart). গ্রাণ্ট সাহেব খালিফাবাদ সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "Khaleefabad or Jessore, further south on the skirts of the Sunderbunds on sult Marshy island, covered with wood on the sea-coast" &c (5th Report.) এই খালিফাবাদের মধ্যেই ভবেশ্বর রায়ের জমিদারী ছিল। আজিম খাঁর প্রদত্ত তাঁহার চারি পরগণার মধ্যে আমদপুর, মুড়াগাছ ও মল্লিকপুরের উল্লেখ আইন আকবরীতে দেখা যায়। কিন্তু তাহাতে সৈয়দপুরের উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ সে সময়ে সৈয়দপুরের অন্য নাম ছিল। সৈয়দপুরের নাম পরে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। আজিম খাঁর প্রদত্ত কোন সনন্দ চাঁচড়ার রাজবংশের নিকট আছে কি না আমরা অবগত নহি। তবে তাঁহাদের কোন কোন প্রাচীন কাগজ পত্রে উক্ত পরগণা চতুষ্টয় প্রাপ্তির কথা আছে বলিয়া শুনা যায়।

গোলন্দাজ ছিল। তদ্ভিন্ন অনেক রণহস্তীও তাঁহার সহিত থাকিত। প্রতাপ এই অসংখ্য বলের সাহায্যে আপনাকে যারপরনাই বলীয়ান্ মনে করিয়া বাদসাহের অধীনতা ছেদন ও আপনাকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিনি স্বীয় নামে মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছিলেন বলিয়াও শুনা যায়।* প্রতাপের স্বাধীনতা ঘোষণার পূর্ব্বে কেদাররায় ইশা খাঁ প্রভৃতি এ জগৎ হইতে চির বিদায় লইয়াছিলেন। কিন্তু আফগানগণ তখনও পর্য্যন্ত আপনাদের পরাক্রম প্রদর্শন করিতেছিল। তাহাদের উপদ্রবের সহিত প্রতাপের স্বাধীনতা মিলিত হইয়া বঙ্গভূমিতে এক অশান্তির সৃষ্টি করিয়া তুলিল। আসফ খাঁ এ সমস্ত নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। ক্রমে বাঙ্গলার এই সংবাদ বাদসাহ-দরবারে উপস্থিত হইল।

মানসিংহের পুনর্ব্বার বাঙ্গলায় আগমন।

এই সময়ে রাজধানী আগরাতেও বিপ্লব উপস্থিত হয়। ১৬০৪ খৃঃ অব্দে আকবর বাদসাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম পিতার বিদ্রোহাচরণ করেন, এবং তাঁহাকে ভবিষ্যতে সিংহাসন প্রদান না করার জন্য মানসিংহ ও আজিম খাঁ প্রভৃতি সচেষ্ট হন। মানসিংহ তৎকালে বাঙ্গলার সুবেদারী পরিত্যাগ করিয়া আগরায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। মানসিংহের পিতৃষসার †

* প্রতাপ যে নিজ নামে মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছিলেন, ইহা বঙ্গের অনেক স্থলে শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহার মুদ্রা ত্রিকোণাকৃতি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। আমরা অনেক চেষ্টাতেও একটি সংগ্রহ করিতে বা দেখিতে পাই নাই। রাজা বসন্তরায়ের বংশধরগণের মধ্যে যাঁহারা সে মুদ্রা দেখিয়াছেন বলিয়া থাকেন, তাঁহারা তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে বলেন। সম্মুখ ভাগ—"শ্রীশ্রীকালী প্রসাদেন ভবতি শ্রীমন্মহারাজপ্রতাপাদিত্যরায়স্য" পশ্চাদ্ভাগ—"বদৎছিক্কাবছিমো জরবে বাঙ্গালা মহারাজ প্রতাপাদিত্য জদ্দাল।"

† সাধারণতঃ জানা যায় যে, খসরু মানসিংহের ভাগিনেয়, কিন্তু জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীতে তাঁহাকে মানসিংহের পিতৃষসাপুত্র বলিয়াই জানা যায়।

সহিত সেলিমের বিবাহ হয়, এবং সেই বিবাহের ফলে খসরুর জন্ম হইয়াছিল। খসরু আবার আজিম খাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। মানসিংহ ও আজিম খাঁ সেলিমের পরিবর্ত্তে খসরুকে আকবরের পর সিংহাসন প্রদানের জন্য নানারূপ আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। যে সময়ে আকবর পীড়িত হইয়া ক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার উপক্রম করিতেছিলেন, সেই সময়েই আগরাতে এইরূপ গোলযোগ উপস্থিত হয়। আকবর কিন্তু সেলিমকেই আপনার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। ১৬০৫ খৃঃ অব্দে আকবরের মৃত্যু হইলে, সেলিম জাহাঙ্গীর উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তাহার পর তিনি মানসিংহ ও আজিম খাঁকে ক্ষমা করিয়া মানসিংহকে বাঙ্গলায় পুনর্ব্বার পাঠাইয়া দেন। * ঘটককারিকা, ক্ষিতীশবংশাবলী ও রামরাম বসু মহাশয়ের গ্রন্থাদিতে লিখিত আছে যে, সেই সময়ে কচুরায় বাদসাহের নিকট প্রতাপাদিত্যের অত্যাচারের কথা জানাইলে, বাদসাহ তাঁহার দমনের জন্য মানসিংহপ্রভৃতিকে প্রেরণ করেন। ইহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না আমরা অবগত নহি। তবে কচুরায়ের বাদসাহ দরবারে প্রতাপাদিত্যের অত্যাচারের কথা জ্ঞাপন করা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু সেই কারণেই যে মানসিংহ বাঙ্গলায় পুনঃ প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে সে সময়ে আফগানগণের ও অন্যান্য বিদ্রোহীর জন্য যে বাঙ্গলার শান্তি নষ্ট হইয়াছিল, ইহা বাদসাহ জাহাঙ্গীর বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং প্রতাপাদিত্যের

* মানসিংহের বাঙ্গলায় পুনরাগমন সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থে উল্লেখ আছে,—

"Certain considerations, nevertheless, prevailed with me some time afterwards to reinstate the Rajah Man Sing in the government of Bengal." (Memoir of Jahanguier, Price P. 19.)

বিদ্রোহিতা তাহারই অন্তর্ভূক্ত বলিয়া তাঁহার ধারণা * হইতেও পারে। সে যাহা হউক, সেই সময়ে মানসিংহ যে বাঙ্গলায় প্রেরিত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই এবং সেই সময়েই যে প্রতাপাদিত্য মানসিংহ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, তাহারও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রধান প্রমাণ এই যে, মানসিংহ কৃষ্ণনগর-রাজবংশের আদিপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারকে কয়েকটি পরগণার যে সনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে ১০১৫ হিজরী লিখিত আছে। † ১০১৫

* "Man Singh was dispatched to his subaship of Bengal, Chan Azim to that of Malwa." (Dow's History of Hindustan Vol. II. P. 5.)

"He again appointed him (the Raja) to the Government of Bengal, with orders to proceed thither immediately and keep in check the rebellious spirit of the Afgans." (Stewart.)

"Jahangir thought it prudent to overlook the conspiracy which the Rajah has made, and sent him to Bengal." (Blochmann.) (৮৪) ও (৯১) টিপ্পনী দেখ। এই সমস্ত বিবরণ হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে যে, মানসিংহ ১৬০৫ খৃঃ অব্দে বঙ্গে পুনরাগমন করেন।

† উক্ত সনন্দ বা ফর্ম্মান অদ্যাপি কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে আছে। তৎসম্বন্ধে কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় ক্ষিতীশবংশাবলিচরিতে এইরূপ লিখিয়াছেন:—"রাজা মানসিংহ ভবানন্দকে প্রথমে মহৎপুর প্রভৃতি যে কয়েক পরগণা দেন, তাহার ফরমান রাজবাটীতে আছে। কিন্তু তাহার কোন কোন স্থানের অক্ষর সকল এককালে নষ্ট হইয়া যাওয়াতে তাহার মর্ম্ম লিখিতে পারিলাম না। এই ফরমানের তারিখ ১০১৫ হিজরী।" ইহার পর মানসিংহ জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক আহূত হইয়া দিল্লী গমন করেন। তিনি দ্বিতীয় বার ৮মাস মাত্র ছিলেন।

"When I ascended the throne in the first year of my reign, I recalled Man Singh, who had long been Governor of the Country. Bengal.)" (Waki-at-i-Jahangiree, Elliot Vol. VI P. 327.)

"In obedience to the royal orders, Raja Man Singh returned to Bengal; but at the end of eight months, that is to say, early in the year 1015, he was recalled to the court" (Stewart.)

"But soon after (1015) he was recalled and ordered to quell

হিজরী ১৬০৬ খৃঃ অব্দ। প্রতাপাদিত্যের পরাজয়ের পর যে ভবানন্দ উক্ত সনন্দলাভ করেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং ১৬০৬ খৃঃ অব্দে মানসিংহ কর্ত্তৃক প্রতাপাদিত্যের পরাজয় সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে। মানসিংহ দ্বিতীয়বার সুবেদার নিযুক্ত হইয়া বাঙ্গলায় আগমন করিয়াই যে প্রতাপাদিত্যকে দমন করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না।

বাইশ আমীর।

প্রাচীন গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার জন্য বাদসাহ কর্ত্তৃক বাইশজন আমীর প্রেরিত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাদিগকে মানসিংহের পূর্ব্বে ও কেহ কেহ তাঁহার সহিতই তাঁহাদের আগমনের কথা বলিয়া থাকেন। * আলোচনার দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, মানসিংহের সহিতই

disturbances in Rohtas." (Blochmann). (৯১) টিপ্পনী দেখ। ১৬০৬ খৃঃ অব্দ হইতে বাঙ্গলার সহিত মানসিংহের সম্বন্ধ শেষ হওয়ায়, সেই সময়েই প্রতাপের পরাজয় ঘটে।

* ঘটককারিকায় আব্রিম খাঁর পর ও মানসিংহের পূর্ব্বে বাইশ আমীর আসিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে,—

"শ্রুত্বা যুদ্ধে বলং নষ্টং সেনাধিপাব্রিমস্তথা।
দিল্লীশঃ দুঃখসন্তপ্তঃ ক্রোধেন মহতাবৃতঃ॥
বঙ্গাধিপবধার্থায় প্রতিজ্ঞাঞ্চ চকার সঃ।
দ্বাবিংশতিতমখানান্ প্রেষয়ামাস সত্বরং॥"

রামরাম বসু মহাশয় বলেন যে, আবরাম খাঁর পর একজন হপ্তহাজারী মনসবদার তৎপরে ক্রমে ক্রমে বাইশ জন আমীর আসেন। তাহার পর মানসিংহ আসিয়াছিলেন। (মূল ৬১-৬২ পৃষ্ঠা)।

ক্ষিতীশবংশাবলীর মতে মানসিংহের সহিতই বাইশ জন আমীর আসেন। "অথ ইন্দ্রপ্রস্থপুরেশ্বরো রোষাৎ প্রস্ফুরিতাধরো দ্বাবিংশত্যা সেনাপতিভিঃ সহ মানসিংহনামানং কঞ্চিৎ প্রধানামাত্যমাদিদেশ।

ভারতচন্দ্রেরও ঐ মত—

"বাইশী লস্কর সঙ্গে, কচু রায় লয়ে রঙ্গে,
মানসিংহ বাঙ্গালা আইল।"

তাঁহারা প্রতাপাদিত্য-বিজয়ে আসিয়াছিলেন। কারণ, আজিম খাঁর সহিত প্রতাপের সংঘর্ষে প্রতাপ পরাজিত হওয়ায়, তিনি যে কিছুকাল স্থির ভাবে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাহা সুস্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যায়। আজিম খাঁর কিছু পরেই মানসিংহ বাঙ্গলার প্রথম সুবেদার নিযুক্ত হইয়া আসেন। সে সময়ে প্রতাপ যে কোনরূপ স্বাধীনতার ভাব প্রকাশ করেন নাই, তাহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। মানসিংহ আগরায় ফিরিয়া গেলে, প্রতাপ স্বাধীনতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। বাদসাহের নিকট সেই সংবাদ পৌঁছিলেই মানসিংহ বাঙ্গলায় পুনঃ প্রেরিত হন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। তাহা হইলে তৎপূর্ব্বে বাইশ আমীরের আগমন সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত ও অন্নদামঙ্গলে সুস্পষ্টরূপেই উল্লেখ আছে যে, উক্ত বাইশজন আমীর মানসিংহের সহিতই প্রতাপ-দমনে আসিয়াছিলেন। বাইশ আমীর যে যশোরে যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন, অদ্যাপি তাঁহাদের সমাধি হইতে তাহা অবগত হওয়া যায়। *

মানসিংহ আগরা হইতে বিহারে, তাহার পর রাজধানী রাজমহালে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই রাজমহাল হইতে তিনি যশোর অভিমুখে যাত্রা করেন। অবশ্য রাজমহাল হইতে যশোর আসিতে হইলে তাঁহাকে বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও ২৪ পরগণা জেলা অতিক্রম করিয়া গমন করিতে হইয়াছিল। কারণ, ইহাই সরল পথ। † তদ্ভিন্ন এ সম্বন্ধে দুই একটি প্রমাণও আছে। মানসিংহের সহিত যে সমস্ত রাজপুত সৈন্য প্রতাপাদিত্য-দমনে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ মুর্শিদাবাদ প্রদেশে বাস করেন। অদ্যাপি সেই রাজ-

ভবানন্দ মজুমদার।

* (৯০) টিপ্পনী দেখ।

† ভারতচন্দ্র তাঁহাকে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হওয়ার যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত নহে। উহা কেবল বিদ্যাসুন্দর প্রসঙ্গের অবতারণার জন্য।

পুত্তগণের বংশধরেরা মুর্শিদাবাদ জেলায় বাস করিতেছেন। * মুর্শিদাবাদ প্রদেশ অতিক্রম করিয়া তিনি যে কৃষ্ণনগর প্রদেশে উপস্থিত হন, সে বিষয়েরও অনেক প্রমাণ আছে। কৃষ্ণনগরের কিছু দূরে জলঙ্গী বা খড়িয়া নদীতীরস্থ চাপড়া গ্রামের পরপারে নদীতীরে কৃষ্ণনগর রাজবংশের আদি পুরুষ ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহার সৈন্যগণের পার হওয়ার জন্য নৌকা ও রসদাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। † কথিত আছে যে, সেই সময়ে অনেক দিন ধরিয়া ঝড় বৃষ্টি হওয়ায়, ভবানন্দের সুবন্দোবস্তে রসদাদির কোনই অভাব হয় নাই। তজ্জন্য মানসিংহ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন, এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া যশোর পর্য্যন্ত লইয়াও যান। তাঁহার সঙ্গে পূর্ব্ব হইতে কচুরায়ও ছিলেন। ভবানন্দ এই সময়ে হুগলীর কাননগো দপ্তরে কোন কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত ছিলেন, এবং তাঁহার যৎসামান্য জমীদারীও ছিল। ‡

* মুর্শিদাবাদ-কাহিনী 'গিরিয়া' প্রবন্ধ দেখ।

† মূল ২৯২ ও ২৯৭ পৃঃ।

‡ ভবানন্দ সম্বন্ধে সাহিত্য ও নাট্য জগতে নানা প্রকার অভিনয় হইতেছে। তাঁহাকে প্রতাপাদিত্যের অধীন কর্ম্মচারিরূপে চিত্রিত করিয়া তাঁহার দ্বারা নানা প্রকার অভিনয় করা হইতেছে। আমরা কিন্তু উহার কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই নাই। ভবানন্দ যে প্রতাপাদিত্যের অধীন কর্ম্মচারী ছিলেন, তাহা প্রথমে ডাক্তার যোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের Hindu Castes and Sects নামক গ্রন্থে দৃষ্ট হয়—

"For a time Pratapaditya defied the great Akbar, and the conquest of his kingdom was ultimately effected by Raja Man Sing, chiefly through the treachery of Bhavananda Majumdar, who had been in the service of Pratapaditya as a pet Brahman boy." ভট্টাচার্য্য মহাশয় কোন্ প্রমাণের বলে এরূপ লিখিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করেন নাই। শ্রীযুক্ত সত্য চরণ শাস্ত্রীও ঐ মতের অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি এতৎসম্বন্ধে যশোরের প্রবাদেরও উল্লেখ করেন। তাহার পর কোন কোন উপন্যাস ও নাটকে ভবানন্দের রহস্যজনক অভিনয়ও দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা কিন্তু যে সমস্ত প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে ভবানন্দকে হুগলীর কাননগো দপ্তরে সামান্য কর্ম্মচারিরূপেই দেখা যায়। প্রতাপাদিত্যের সহিত তাঁহার কোনই সম্বন্ধের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

মানসিংহের আগমন শুনিয়া সরকারের কর্ম্মচারী বলিয়া সুবেদারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ভবানন্দ তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলেন। মানসিংহও তাঁহার দ্বারা যে অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রতাপবিজয়ের পর তিনি ভবানন্দকে মহৎপুর প্রভৃতি ১৪টি পরগণার জমীদারী প্রদান করেন। অদ্যাপি তাহার সনন্দ কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে বিদ্যমান আছে। তাহার পর ভবানন্দ ইসলাম খাঁর সুবেদারী সময়ে কানুনগো পদ প্রাপ্ত হন। তাহারও সনন্দ রাজবাটীতে দেখিতে পাওয়া যায়। *

কৃষ্ণনগর প্রদেশ অতিক্রম করিয়া মানসিংহ বর্ত্তমান ২৪ পরগণা জেলার বারাসত ও বসিরহাট উপবিভাগের মধ্য দিয়া প্রতাপের রাজধানী যশোর অভিমুখে অগ্রসর হন। এই সমস্ত প্রদেশ প্রতাপের রাজ্যেরই অন্তর্গত ছিল মানসিংহ আপনার বিপুল বাহিনী লইয়া সত্বর যশোরে উপস্থিত হইবার জন্য একটি বিস্তৃত পথ প্রস্তুত করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। সেই পথটিকে অদ্যাপি গৌড়-বঙ্গের পথ বলিয়া থাকে। গৌড়-বঙ্গ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই পথের

মানসিংহের যশোরযাত্রা।

* "Bhoveaund, a Bramin, was a Mohurer in the Hughly Canongoe Duptar, and got himself appointed to the Zemindary of Pergunnah Bugwan, Nuddea &c. 14 Mehals, in room of Hurryhoo and Cassinaut Chowdry." (Account of the origin of and progressive increase of the four great Zemindaries of Bengal, delivered in to the Bengal Revenue Committee in 1786, by their Dewan Ganga Govinda Sing. —Dissertation concerning the Landed Property of Bengal. by C. W. Boughton Rouse. 1791.)

"According to prevalent tradition or authentic archives of the Khalsa, Babaund, nujmunda or temperary recorder of the jumma of the circar of Hooghly, and crory or Zemindar of the pergunnah of Aukherah &c., is the first man of note, in his geneological history." (5th Report.—Grant's View of the Revenue of Bengal. 1786.)

সহিত গৌড়ের সংযোগ ছিল। সে সময়ে রাজধানী রাজমহালে ছিল, রাজমহাল ও গৌড় অধিক দূরবর্ত্তী নহে। তৎকালে ঐ সমস্ত প্রদেশই গৌড় নামে অভিহিত হইত। সুতরাং রাজমহাল বা গৌড় হইতে যশোর পর্য্যন্ত পথ গৌড়-বঙ্গের পথ বলিয়াই প্রসিদ্ধ হয়। উত্তরভাগে তাহার সে নাম প্রচলিত না থাকিলেও দক্ষিণভাগে তাহা উক্ত নামেই অভিহিত হইয়া আসিতেছে। রাজমহাল হইতে যশোর পর্য্যন্ত পথ যে মুর্শিদাবাদ নদীয়া ও ২৪ পরগণা জেলা অতিক্রম করিয়াছে, তাহা সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছেন। মানসিংহ ক্রমে ক্রমে সুন্দরবনের মধ্যে প্রবেশ করেন, ও অবশেষে যমুনা বা ইচ্ছামতী পার হইয়া যশোর রাজধানীর নিকটস্থ মৌতলায় উপস্থিত হন। মৌতলা হইতেই প্রতাপের সৈন্যের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। পরে যশোর দুর্গের নিকট পর্য্যন্ত তাঁহাদের রণক্রীড়ার অভিনয় হইয়াছিল। মৌতলা হইতে যশোর পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানই সে সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল।

প্রতাপাদিত্যের সহিত মানসিংহের যুদ্ধ।

মানসিংহ মৌতলার নিকট সৈন্য সমবেত করিয়া প্রতাপাদিত্যের সৈন্যগণকে আক্রমণের জন্য সচেষ্ট হন। * প্রতাপাদিত্যও আপনার সুশিক্ষিত সৈন্য ও সেনাপতিগণসহ তাঁহাকে বাধা প্রদানের জন্য অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে তাঁহার সৈন্যগণ পর্টুগীজ সেনাপতিদিগের দ্বারা বন্দুক ও কামান পরিচালনে অভ্যস্ত হইয়াছিল। মোগল সৈন্যের মধ্যেও কামান

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতেও তাঁহার হুগলী গমন করিয়া পারসী ভাষাদি শিক্ষা করিয়া কাননগো কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ার কথাও আছে। ফলতঃ যে সময়ে মানসিংহ প্রতাপাদিত্য-দমনে যাত্রা করেন, সে সময়ে ভবানন্দ হুগলীর কাননগো সেরেস্তার কার্য্য করিতেন। তৎপূর্ব্বে তিনি প্রতাপাদিত্যের অধীনে কার্য্য করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। সে সম্বন্ধে কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই।

* ঘটককারিকায় লিখিত আছে যে, মানসিংহ প্রথমে যশোর দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে সৈন্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃত নহে। যশোরের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে সহসা

ও বন্দুকের অভাব ছিল না। প্রতাপ নিজ রাজধানীর নিকটে যে সমস্ত কামান, বন্দুক ও গোলাগুলির নির্ম্মাণস্থল ও ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট আগ্নেয় অস্ত্র ও তাহার উপকরণ লইয়া তাঁহার সৈন্যগণ মোগল সৈন্যের সহিত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হয়। তদ্ভিন্ন তাঁহার অনেক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যও ছিল। তাহাদের সহিত অসংখ্য রণহস্তী মিলিত হইয়া তাঁহার অপরিসীম বলের পরিচয় প্রদান করিতেছিল। মানসিংহও অনেক প্রধান প্রধান সেনানী ও রণপটু মোগল, রাজপুত ও অন্যান্য সৈন্য লইয়াই যশোরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্যের সহিত তাঁহার যুদ্ধ ঘোরতর আকারই ধারণ করিয়াছিল। ঘটককারিকা, ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত প্রভৃতিতে এই যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ দৃষ্ট হয়। তাহার অনেকাংশ অতিরঞ্জিত হইলেও উহা হইতে বুঝা যায় যে, প্রতাপের সহিত মানসিংহের যুদ্ধ প্রবল ভাবেই সংঘটিত হইয়াছিল। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব ইহাকে স্থানীয় বিদ্রোহদমন বলিয়াছেন। কিন্তু বিশেষরূপে আলোচনা করিলে, ইহা সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যায় যে, উহা কদাচ সামান্য যুদ্ধ নহে। জয়পুর রাজবংশের বংশাবলী হইতে বাঙ্গলার কুলাচার্য্যগণের গ্রন্থে পর্য্যন্ত ইহার যেরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাতে ইহাকে প্রবল যুদ্ধ বলিয়াই বোধ হয়। এই যুদ্ধে বাঙ্গালী সেনাপতি ও সৈন্যগণ যে অদ্ভুত বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, তাহা বাঙ্গলার ইতিহাসে বিরল। সত্য সত্যই বাঙ্গালী কামান, বন্দুক, হয়, হস্তী, ঢাল, তরবার লইয়া মোগল রাজপুতের সহিত অদ্ভুত রণক্রীড়ায় মত্ত হইয়াছিল। বাঙ্গালীর বাহুবলের নিকট মোগল সৈন্যকে বিচলিত হইতে হইয়াছিল। মোগল আমীরগণ রক্তাক্ত কলেবরে যশোর-প্রান্তরে

গমন করা তাঁহার সাধ্য ছিল না। সম্ভবতঃ যুদ্ধের শেষে প্রতাপ দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইলে, মানসিংহ দক্ষিণপশ্চিম ভাগ হইতে তাহা ভেদ করিবার চেষ্টাই করিয়া থাকিবেন।

নিপতিত হইয়াছিলেন। অদ্যাপি তাঁহাদের সমাধি তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মানসিংহের সহিত যে বাইশ জন আমীর প্রতাপের সহিত যুদ্ধার্থে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রাণবিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। * এই বাঙ্গালী বীর, তাঁহার সেনাপতি ও সৈন্যগণকে পরাজিত করিবার জন্য রাজা মানসিংহকে বিশেষরূপ প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। মৌতলা হইতে যশোর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের এই ঘোরতর যুদ্ধ হয়। মানসিংহ মৌতলার নিকটে প্রতাপের সৈন্যগণকে পরাজিত করিতে না পারিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে যশোর দুর্গের নিকট উপস্থিত হন। প্রতাপও সসৈন্যে দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আত্মরক্ষা করেন ও মোগল সৈন্যের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য সচেষ্ট হন। ইহার পর মানসিংহ দুর্গভেদ করিবার জন্য প্রয়াস পান, এবং তিনি তাহাতে সমর্থও হইয়াছিলেন। পরে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

যশোরেশ্বরী ও প্রতাপ।

এই যুদ্ধের সময় প্রতাপকে তাঁহার উপাস্যা দেবী যশোরেশ্বরী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। যদিও তাহার কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই, তথাপি যে ঘটনা উপলক্ষে এই প্রবাদের সৃষ্টি হয়, সে ঘটনাকে একেবারে অমূলক বলা যায় না। সেইজন্য আমরা সেই ঘটনা ও তাহা হইতে যে প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। বিশেষতঃ সেই প্রবাদ হইতে আবার যশোরেশ্বরীকে মানসিংহের অম্বরে লইয়া যাওয়ার একটি কথাও রটিত হইয়াছে। মানসিংহের অম্বরে দেবী-

* ঈশ্বরীপুরে অদ্যাপি আমীরগণের সমাধি বিদ্যমান আছে। তথায় এক স্থানে কতকগুলি সমাধি আছে, তাহাকে মানসিংহের সহিত আগত ১২ জন আমীরের গোর বলিয়া থাকে। আবার বারওমরার গোর নামে আরও একটি স্থান আছে, তাহাকে প্রতাপাদিত্যের সেনাপতিগণের গোর বলে। (Ancient Monuments in Bengal গ্রন্থ ও ৯০ টিপ্পনী দেখ) আমরা কিন্তু উভয় গোরকেই মানসিংহের সহিত আগত আমীরগণের গোর বিবেচনা করি (৯০ টিপ্পনী) দেখ।

পনের মূলই বা কি তাহাও আমরা এই সঙ্গে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। যে কারণে যশোরেশ্বরী প্রতাপাদিত্যের প্রতি বিমুখ হইয়াছিলেন, আমরা প্রথমে তাহারই উল্লেখ করিতেছি। প্রতাপাদিত্য কোন একটি স্ত্রীলোকের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার স্তনদ্বয় কর্ত্তনের আদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া এক প্রবাদ চিরদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। সেই স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। ঘটককারিকায় লিখিত আছে যে, কোন দরিদ্রা বৃদ্ধা ভিক্ষার জন্য রাজার নিকট বারংবার প্রার্থনা করায়, রাজা তাহার কর্কশরবে বিরক্ত হইয়া তাহার স্তনকর্ত্তনের আদেশ দেন। রামরাম বসু মহাশয় বলেন যে, রাজার কোন পরিচারিকা অন্তঃপুর হইতে পলায়ন করায় রাজা তাহার প্রতি উক্ত কঠোর আদেশ প্রদান করেন। স্মাইথ সাহেব বলেন যে, কোন চণ্ডালী রাজার সম্মুখে দরবারগৃহ পরিষ্কার করায়, তিনি তাহার প্রতি উক্ত দণ্ড বিধান করিয়াছিলেন। * এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রবাদ আলোচনা করিলে ইহা প্রমাণিত হয় যে, রাজা প্রতাপাদিত্য কোন একটি রমণীর স্তনকর্ত্তনের আদেশ দিয়াছিলেন। তাহা সত্য হইলে, উহা যে প্রতাপের ঘোরতর নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক, তাহা কোন মতে অস্বীকার করা যায় না। এই নিষ্ঠুরতার জন্য প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে যে, তাঁহার উপাস্যদেবতা যশোরেশ্বরী তাঁহাকে অবশেষে পরিত্যাগ করিয়া, ছিলেন। কিরূপ ভাবে যশোরেশ্বরী তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, তাহারও সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত আছে। ঘটককারিকা হইতে জানা যায় যে, দেবী এক ব্রাহ্মণকন্যার রূপ ধারণ করিয়া রাজার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে, রাজা তাঁহাকে দুশ্চরিত্রা স্ত্রী মনে করিয়া রাজ্য হইতে চলিয়া যাইতে বলেন। তাহাতে দেবী উত্তর করেন যে, আমি শক্তিরূপে সর্ব্বভূতে আছি। শক্তি ও স্ত্রীর কোনই

* (৮২) টিপ্পনী দেখ।

পার্থক্য নাই। তুমি অদ্য দরিদ্রা রমণীর স্তনচ্ছেদনের আদেশ দিয়াছ। তোমার সহিত যে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা ছিল, যে যখন তুমি আমাকে চলিয়া যাইতে বলিবে তখনই আমি যাইব। অদ্য সেই প্রতিজ্ঞার পূরণ হইল। রামরাম বসু ও স্মাইথ সাহেব বলেন যে, দেবী রাজার কন্যার বেশ ধারণ করিয়া দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং রাজা তাঁহাকে চলিয়া যাইতে বলেন, তাহাতে দেবী পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞার পূরণের কথা বলিয়াছিলেন। যে সময়ে কেদার রায় মানসিংহ কর্ত্তৃক পরাজিত হন, যে সময়ে কেদার রায়ের কুলদেবতা শিলামাতা তাঁহার কন্যার বেশে তাঁহাকেও দেখা দিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। তাহাতেও কেদার রায়ের সহিত তাঁহার কুলদেবতার ঐরূপই অঙ্গীকার ছিল বলিয়া জানা যায়। * আমাদের বিবেচনায় ঘটককারিকার লিখিত প্রবাদ প্রতাপাদিত্যের সম্বন্ধেই সৃষ্ট হইয়াছিল, এবং দেবীর কন্যার বেশে উপস্থিত হওয়ার প্রবাদ কেদাররায়ের প্রসঙ্গেই উৎপন্ন হয়। পরে তাহাও প্রতাপাদিত্যের সহিত জড়িত হইয়াছে। ইহার পর যশোরেশ্বরী বিমুখ হওয়ার সম্বন্ধেও নানা কথা প্রচলিত আছে। ঘটককারিকায় লিখিত আছে যে, প্রতাপ উক্ত ঘটনার পর যশোরেশ্বরীর মন্দিরে গমন করিয়া স্তব পাঠ করিলে দেবী বিমুখী হইয়াছিলেন। † অন্নদামঙ্গলেও তাঁহার বিমুখ হওয়ার কথা আছে। রামরাম বসু মহাশয় বলেন যে, যশোরেশ্বরী দক্ষিণ মুখ হইতে পশ্চিমমুখী হইয়া ছিলেন। ‡ স্মাইথ সাহেব বলেন যে, দেবীর মন্দিরই দক্ষিণমুখ হইতে পশ্চিমমুখ হইয়াছিল। §

* ৯৮ টিপ্পনী ও (খ) পরিশিষ্ট দেখ।
† মূল ৩২৮ পৃঃ।
‡ মূল ৬৩ পৃঃ দেখ।
§ (৯৮) টিপ্পনী দেখ।

উহার সম্বন্ধে আর একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, চণ্ডী পাঠ করিতে করিতে তিন বার অশুদ্ধ হওয়ায় প্রতাপাদিত্যের সভাপণ্ডিত অবিলম্ব-সরস্বতী দেবী বিমুখী হইয়াছেন বুঝিতে পারেন, এবং তাহার পর হাতচালা প্রক্রিয়ায় একটি শ্লোকের উৎপত্তি হয়। তাহাতেও উক্ত স্তনকর্ত্তনের ইঙ্গিত ছিল। * এই সমস্ত প্রবাদের কোন মূল থাকিতে পারে কিনা, তাহা আলোচনা করিবার আমাদের অবসর নাই। তবে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, উক্ত স্তনকর্ত্তন ব্যাপারের পরই প্রতাপের পতন হইয়াছিল। যশোরেশ্বরী বিমুখী হওয়ার পর হইতে প্রবাদের সৃষ্টি হয় যে, মানসিংহ যশোরেশ্বরীকে লইয়া অম্বরে স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু অম্বরে যে দেবীমূর্ত্তি আছেন, তিনি কেদার রায়ের প্রতিষ্ঠিতা শিলামাতা। জয়পুরের রাজবংশাবলী হইতে তাহাই প্রমাণীকৃত হইতেছে। যশোরেশ্বরীকে মানসিংহের লইয়া যাওয়ার কোনই প্রমাণ নাই। বিশেষতঃ যশোরেশ্বরীর কখনও সম্পূর্ণ মূর্ত্তি ছিল বলিয়া জানা যায় না। অথচ অম্বরের দেবীমূর্ত্তি পূর্ণাঙ্গী। ফলতঃ তিনি যে কেদাররায়ের প্রতিষ্ঠিতা দেবী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। †

প্রতাপ যশোর দুর্গমধ্যে সসৈন্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, মানসিংহ দুর্গভেদের জন্য চেষ্টা করেন। মোগল বাহিনীর প্রবল আক্রমণে প্রতাপ দুর্গমধ্যে অবস্থিতি করিতে সক্ষম হইলেন না তিনি পুনর্ব্বার মানসিংহের সম্মুখীন হইয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু বিপুল মোগল সৈন্যের সহিত তিনি অধিককাল যুদ্ধ করিতে পারেন নাই। ক্রমে তাঁহার বলক্ষয়

প্রতাপের পরাজয় ও মৃত্যু।

* মূল ৩৬৭-৭০ পৃঃ দেখ।

† (৯৮) টিপ্পনী ও (খ) পরিশিষ্ট দেখ। অম্বরের শিলামাতা ব্যতীত কেদাররায়ের প্রতিষ্ঠিত আরও অনেক মূর্ত্তির বিষয় অবগত হওয়া যায়। নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ থানার অধীন লাখুরিয়া গ্রামে ষষ্ঠীদাস রায় চৌধুরীর বাটীতে কেদাররায়ের প্রতিষ্ঠিত ভুবনেশ্বরী

হইলে, মানসিংহ তাঁহাকে বহুসৈন্যসহ আক্রমণ করেন। পরে তিনি পরাজিত ও অবশেষে বন্দী হন। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতের মতে মানসিংহ শেষ যুদ্ধে ভবানন্দের পরামর্শ লইয়াছিলেন। ঘটককারিকার মতে, কচুরায়ই তাঁহাকে পরামর্শ প্রদান করেন। ফলতঃ দুইজনই যখন যুদ্ধকালে উপস্থিত ছিলেন, তখন উভয়েরই সহিত মানসিংহের পরামর্শ হইয়া থাকিবে। কচুরায় কেবল পরামর্শ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি এই যুদ্ধে আপনার অপরিসীম পরাক্রমও প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ঘটককারিকার মতে প্রতাপ মানসিংহকে নিপাতিত করিবার চেষ্টা করিলে কচুরায় তাঁহার দক্ষিণ বাহু ছেদন করিয়া ফেলেন। সেইজন্য প্রতাপ মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হওয়ায় বন্দী হইয়াছিলেন। উহা সত্য কি মিথ্যা তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে উক্তযুদ্ধে কচুরায় যে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মানসিংহ প্রতাপকে বন্দী করিয়া লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করেন। পরে তাঁহাকে বাদসাহের নিকট লইয়া যাইবার জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে বারাণসীধামে প্রতাপের মৃত্যু হয়। এইরূপে সেই বাঙ্গালীর গৌরবস্থল, পরাক্রমে অদ্বিতীয়, সাহসে দুর্জ্জয় প্রতাপাদিত্যের অবসান হয়। তিনি বাঙ্গালী হইয়া যেরূপ বাহুবলের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাঙ্গলার ইতিহাসে বিরল বলিয়াই বোধ হয়। তাঁহার ন্যায় তাঁহার শিক্ষিত সৈন্য ও সেনাপতিবৃন্দও অসীম বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি বীরের ন্যায়ই জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। আর দিয়াছিলেন, তাঁহার উপযুক্ত পুত্র উদয়াদিত্য। অষ্টাদশবর্ষ বয়সে তিনি দ্বিতীয় অভিমন্যুর ন্যায় মোগলবাহিনী বেষ্টিত হইয়া আপনার বাহুবলের পরিচয় প্রকাশ করিতে করিতে

মূর্ত্তি আছেন। তাঁহার পদে 'কেদাররায়' লিখিত আছে। চৌধুরী মহাশয়ের পূর্ব্ব পুরুষেরা পূর্ব্ববঙ্গবাসী ছিলেন। (বসুমতী ২রা ভাদ্র, ১৩১৩)।

ধরণীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ এই যুদ্ধ বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসের এক অভাবনীয় ঘটনা।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, কচুরায় এই যুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ঘটককারিকায় লিখিত আছে যে, তিনিই প্রতাপের বাহু ছিন্ন করেন, এবং প্রতাপের বন্দী হওয়ার পর, তিনিই তাঁহার সমস্ত সেনাপতিগণকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন। উদয়াদিত্য প্রভৃতি তাঁহারই সহিত যুদ্ধে নিহত হন বলিয়াই উক্ত হইয়া থাকে। ইহা কতদূর সত্য তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে মানসিংহের অনুরোধে তিনি পরে যে, 'যশোরজিৎ' উপাধি পাইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। * যশোরজিৎ এই কথা হইতে সুস্পষ্ট রূপে বুঝা যাইতেছে যে, তিনি যুদ্ধেই বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই সাহায্যে মানসিংহ যশোর জয় করিয়াছিলেন। নতুবা তাঁহার যশোরজিৎ এইরূপ উপাধিপ্রাপ্তির কোনই সম্ভাবনা থাকিত না। কচুরায় উক্ত উপাধির সহিত যশোর রাজ্যের জমিদারীও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সমগ্র যশোর রাজ্য পাইয়াছিলেন কিনা তাহা আমরা বলিতে পারি না। তিনি কিন্তু অধিক দিন রাজত্ব ভোগ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের বংশে এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটায়, তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। তাঁহার পর তাঁহার ভ্রাতা

কচুরায় 'যশোরজিৎ'।

* যশোরজিৎ উপাধির কথা অনেক গ্রন্থে আছে,—

"শ্রুত্বা চ জবনাধিপঃ পূর্ব্বপরিচিতং প্রতাপাদিত্যদায়াদং
কচুরায়নামানং যশোহরজিতিতি নামরূপপ্রসাদঞ্চ দদৌ।"
(ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং)

"কচুরায় পাইল যশোরজিৎ নাম।
সেই রাজ্যে রাজা হৈল পূর্ণ মনস্কাম॥" অন্নদামঙ্গল।

রাম বসুও "খেতাব যশোহরজীতের" কথাও বলিয়াছেন। মূল ৬৪ পৃঃ।

চাঁদরায়ের পুত্রগণ যশোরের জমিদারী লাভ করিয়াছিলেন। চাঁদরায়ের বংশধরগণ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। কচুরায়ের ন্যায় মানসিংহ ভবানন্দ মজুমদারকে মহৎপুর, বাগোয়ান, প্রভৃতি ১৪ পরগণার জমিদারী প্রদান করিয়া সনন্দ দিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই কৃষ্ণনগর রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। প্রতাপের দমনের পর ১৬০৬ খৃঃ অব্দে মানসিংহ বাদসাহ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া আগরা গমন করেন, এবং বাঙ্গলায় কিছু দিনের জন্য শান্তি স্থাপিত হয়।

প্রতাপের চরিত্র সমালোচনা।

আমরা ঐতিহাসিক আলোচনার দ্বারা প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে যাহা স্থির করিতে পারিয়াছি, যথাসাধ্য তাহার বিবরণ প্রদান করিলাম। ঐ সমস্ত বিবরণ ও কোন কোন প্রচলিত প্রবাদ অবলম্বন করিয়া আমরা প্রতাপাদিত্যের চরিত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। প্রতাপাদিত্যের চরিত্র আলোচনা করিলে, বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি বিচিত্রচরিত্রসম্পন্ন ছিলেন। এক দিকে তাঁহার হৃদয় যেমন পবিত্র উদারতায় পূর্ণ ছিল, অন্যদিকে আবার তাহা নিষ্ঠুরতায় কুলিশকঠোরতুল্য প্রতীয়মান হইত। এক দিকে যেমন তিনি অধীনতার শৃঙ্খল ছেদন করিয়া আপনাকে স্বাধীনতা-লক্ষ্মীর উপাসক বলিয়া প্রচার করিতেন, অন্য দিকে আবার অপরের,—এমন কি আপনার নিকট আত্মীয়ের পদে অধীনতা শৃঙ্খল পরাইয়া তাহার রাজ্য গ্রাস করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতেন। এক দিকে তিনি দানে কল্পতরু ছিলেন, অন্য দিকে আবার পরসম্পত্তিহরণে সচেষ্ট হইতেন। ফলতঃ তাঁহার চরিত্র এইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধগুণসম্পন্নই ছিল। তাঁহার উদারতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি হিন্দু, মুসল্মান, খৃষ্টান সকল ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতিই ঔদার্য্য প্রকাশ করিতেন। যশোরেশ্বরীর মন্দির, টেঙ্গা মসজীদ ও সাগরদীপের গির্জ্জা

তার উদারতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তিনি নবাগত খৃষ্টান পাদরী-দিগকে সমাদরে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য আদেশ দিয়াছিলেন। মুসলমানগণও তাঁহার রাজ্যমধ্যে অবাধে আপনাদের ধর্ম্ম কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিত, এবং তিনি স্বয়ং হিন্দু হইয়া হিন্দুদিগের জন্যও নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় উদারতায় পূর্ণ না থাকিলে তিনি কখন এরূপ অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন না। এরূপ ঔদার্য্য যে বিরল তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তিনি যেরূপ উদার ছিলেন, সেইরূপ দাতাও ছিলেন। তাঁহার দান সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে, এবং কোন কোন প্রবাদ-বাক্যের সৃষ্টিও হইয়াছে। * তিনি এক সময়ে কল্পতরু হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং প্রবাদ মুখে শুনা যায় যে, কোন ব্রাহ্মণের প্রার্থনানুসারে তিনি উক্ত ব্রাহ্মণকে স্বীয় রাণী পর্য্যন্ত প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার দান শক্তির পরীক্ষার জন্য ঐরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। তাঁহার রাজ্য মধ্যে কত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থাদি অন্যান্য জাতি যে ভূসম্পত্তি লাভ করিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার চরিত্র ইন্দ্রিয়দোষশূন্য ছিল, এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিগণের প্রতি তিনি ঘৃণা প্রদর্শন করিতেন। পরোপকারের জন্য তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা ধাবিত হইত। তিনি স্বীয় রাজধানীতে অতিথিশালা স্থাপন করিয়া তাহার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। প্রতাপ স্বধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, তিনি প্রকৃত সাধকের ন্যায় আপনার ধর্ম্মাচরণ করিতে চেষ্টা করিতেন। চতুর্দ্দিকে মুসলমান প্রাধান্য বিদ্যমান থাকিতেও তিনি স্বধর্ম্মের গণ্ডী অতিক্রম করেন নাই। অথচ অন্য কোন ধর্ম্মের প্রতি তিনি ঘৃণা বা

* "স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ বাসুকী পাতালে, প্রতাপ আদিত্য রায় অবনীমণ্ডলে।"

বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেন না। প্রতাপ বাহুবলে অদ্বিতীয় ছিলেন, এবং তজ্জন্য নিজে স্বাধীনতা-লক্ষ্মীর উপাসক হইয়া তাঁহারই পদে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায়ই আপনার শক্তির পরিচয় প্রদান করেন। বাঙ্গালীজীবনে এরূপ বীরধর্ম্ম অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। স্বাধীনতার জন্য যিনি আপনার জীবন বলি দিতে পারেন, তিনি যে সকলের আদরণীয় তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। প্রতাপের এই সমস্ত গুণের জন্য তাঁহার চরিত্র যে প্রশংসনীয় ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অপরদিকে আবার কতকগুলি হেয় কার্য্য করিয়া প্রতাপ আপনার চরিত্রকে নিন্দনীয় করিয়া গিয়াছেন। নিষ্ঠুরতায় তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হওয়ায়, তিনি সেই সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বসন্তরায়ের হত্যা তাঁহার নিষ্ঠুরতার প্রথম প্রমাণ। যে বসন্তরায় তাঁহাকে পুত্র অপেক্ষাও স্নেহ করিতেন, সামান্য রাজ্যলোভে বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাঁহাকে হত্যা করা যে ঘোরতর নিষ্ঠুরতার পরিচয় তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাহার পর আবার রামচন্দ্রের হত্যার চেষ্টা আরও ভয়াবহ। আরাকানরাজকে সন্তুষ্ট করার জন্য বা বাকলা রাজ্য অধিকারের জন্য নিরপরাধ জামাতার প্রাণসংহারের চেষ্টা কোনরূপেই সমর্থন করা যায় না। কার্ভালোর হত্যাও নিষ্ঠুরতার আর একটি প্রমাণ। উহাতে তিনি বীরধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইয়া কাপুরুষের ন্যায় আচরণও করিয়াছিলেন। কার্ভালোকে গোপনে হত্যা করা যে বীরধর্ম্মবহির্ভূত তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্ত সেই রমণীর স্তনচ্ছেদন। উক্ত ঘটনার অস্তিত্ব থাকিলে, সে সময়ে প্রতাপের হৃদয় যে পিশাচের অধিকৃত হইয়াছিল ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। ফলতঃ প্রতাপের হৃদয় নিষ্ঠুরতায় কঠোর হইয়া উঠে,

তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি হয়। বহুদিন পাঠানদিগের সহিত বংশানুক্রমে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় তিনি হিন্দুর কোমলতা পরিত্যাগ করিয়া পাঠানের রক্তপিপাসাকেই হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন। স্বাধীনতার রসাস্বাদ করিয়া তাঁহার রাজ্যলিপ্সাও বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। অবশ্য স্বাধীন পুরুষ মাত্রেই আপনার অধিকার বিস্তারে সচেষ্ট হইয়া থাকেন। কিন্তু বীরধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গোপনে ঘাতকের বৃত্তি অবলম্বনে স্বীয় আত্মীয়ের মস্তকচ্ছেদনে ও তাহার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া যে সর্ব্বথা নিন্দনীয় ইহাতে কি কেহ কোন আপত্তি করিতে পারেন? যদি প্রতাপ এই সমস্ত নিন্দনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই সকলের পূজনীয় হইতেন। তথাপি যিনি বাঙ্গালী জীবনে স্বাধীনতারক্ষার জন্য আপনার জীবন বলি দিয়াছেন, তাঁহার নিকট বাঙ্গালীসাধারণে যে মস্তক অবনত করিবে তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। স্বাধীনতার জন্য তাঁহাকে রাজদ্রোহী বলিয়া যে অপবাদ দেওয়া হয়, আমরা তাহার সমর্থন করি না। কারণ, যিনি স্বাধীনতার উপাসক হইবেন, তিনি কিরূপে অধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারেন! তবে রাজদ্রোহিতা যে মহাপাপ তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু আমরা স্বাধীনতাকে রাজদ্রোহিতা হইতে পৃথক বলিয়া মনে করিয়া থাকি। অধীন অবস্থায় রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণ করাই রাজদ্রোহিতা। কিন্তু অধীনতা ছেদন করিলে তাহাতে আর রাজদ্রোহিতার সংস্পর্শ থাকিতে পারে না। প্রতাপ অধীনতা ছেদন করিয়াছিলেন, এবং স্বাধীন বীরপুরুষের ন্যায়ই মোগল সৈন্যের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালী হইয়া যে বাহুবল ও রণকৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি চিরদিনই বাঙ্গালী জাতীর স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। তাঁহার স্মৃতি চিরদিনই বাঙ্গালীর নির্জ্জীব প্রাণে মহাশক্তির সঞ্চার করিবে। তাঁহার নাম চিরদিনই বাঙ্গালীর ক্ষীণকণ্ঠে পাঞ্চজন্যের

বল দান করিবে। তাঁহার প্রতিমা চিরদিনই বাঙ্গালীর অন্ধকারময় হৃদয়কে উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। আর সঙ্গে সঙ্গে ভারতচন্দ্রের সেই অমরগীতি বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে ধ্বনিত হইবে।

তিন শত বৎসর হইল প্রতাপাদিত্য এ জগৎ হইতে চির বিদায় লইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তিচিহ্ন অদ্যাপি নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত থাকিয়া তাঁহার কথা সকলের স্মৃতিপটে জাগরূক করিয়া দিতেছে। যিনি যশোরের ন্যায় বিশাল রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন, ধূমঘাটের ন্যায় পঞ্চক্রোশব্যাপী রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং দুর্দ্ধর্ষ মোগল সৈন্যের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য নানাস্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহার কীর্ত্তিচিহ্ন যে অদ্যাপি তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে, ইহাতে সংশয় কি! কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহার সমস্ত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং সে সমস্ত স্থান সুন্দরবনের নিবিড় অরণ্যে সমাচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। স্থানে স্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দুই একটি ভগ্নাবশেষ সেই বিস্তীর্ণ রাজ্য বা রাজধানীর চিহ্নস্বরূপে লোকলোচনের গোচরীভূত হয়। নিজ রাজ্য ব্যতীত প্রতাপ আরও কোন কোন স্থানে আপনার কীর্ত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কাশীধামের চৌষট্টিযোগিনীর ঘাটই প্রধান। উহা প্রতাপের স্থাপিত বলিয়া উক্ত হয়। আমরা নিম্নে প্রতাপের কীর্ত্তিচিহ্নের ভগ্নাবশেষের কিছু কিছু পরিচয় প্রদান করিতেছি।

প্রতাপের কীর্ত্তিচিহ্ন।

প্রথমে তাঁহার রাজধানী যশোর বা ঈশ্বরীপুরে যে সমস্ত চিহ্ন আছে তাহাদের উল্লেখ করা যাইতেছে। ঈশ্বরীপুরে অদ্যাপি যশোরেশ্বরীর মন্দির বিদ্যমান আছে। কিন্তু তাঁহার এই বর্ত্তমান মন্দির প্রতাপাদিত্যের সময়েই নির্ম্মিত কি পরে গঠিত তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তবে প্রতাপের মন্দির সংস্কৃত হইয়া

ঈশ্বরীপুর।

বর্ত্তমান আকারে অবস্থিত হওয়াই সম্ভব। এক্ষণে তাহাও ভগ্ন অবস্থায় অবস্থিত। কোনরূপে তাহা যশোরেশ্বরীকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। বারদুয়ারী নামে একটি বিশাল অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। তাহার প্রাচীরের কতক অংশ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। * হাবসীখানা নামে একটি অট্টালিকার ভগ্নাবশেষও দেখা যায়, তাহা প্রতাপাদিত্যের কারাগার বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু কেহ কেহ তাহাকে হামামখানা বা স্নানাগার কহিয়া থাকেন। † টেঙ্গা মসজীদ নামে ১০০ হস্ত উচ্চ পঞ্চ-গম্বুজযুক্ত একটি বিশাল মসজীদ অদ্যাপি প্রতাপের উদারতার পরিচয় দিতেছে। ‡ মুসল্‌মান ধর্ম্মাবলম্বিগণের জন্য উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রতাপা-দিত্যগঠিত প্রাচীন দুর্গের চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তাহার চত্বর বুরুজ ও বহিরঙ্গণসমূহের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। §

* "Baraduari—Some portion of the walls of what once was a large building with 12 entrance gates, (baraduari). It is said to have been erected by Raja Pratap Aditya, the last king of Sagar Island. (Ancient Monuments in Bengal).

† "A habsikhan or jail erected by the same Raja does not appear to have been really a jail. It was more probably a *hamamkhana* or bathing place of some Nawab with a well in the building for the supply of water. It resembles another hamam-khana still standing at Jahajghata, some six miles from Iswaripur." (Ancient Manuments.)

‡ "Tengah Mosque—A building said to be a mosque erected by the same Raja. The Mahammadans call it a mosque. The Hindus say that is a house where Raja Man Singh lived." উহা যে একটি মসজীদ তাহা উহার পাঁচটি গম্বুজ হইতে বুঝা যায়।

§ প্রাচীন যশোর ও উপকণ্ঠ মানচিত্র দেখ—Smyth সাহেব এই সমস্ত ভগ্না-বশেষ সম্বন্ধে এইরূপ বলেন—"A few of the edifices remain to this day, especially Tengah Masjid, 150 feet long, with five domes. The

তদ্ভিন্ন মানসিংহের সহিত আগত আমীরগণের সমাধি বা বারওমরার গোর প্রভৃতিও ঈশ্বরীপুরে দৃষ্ট হয়।

ঈশ্বরীপুরের উত্তর-পশ্চিম গোপালপুর নামক স্থানে গোবিন্দদেবের একটি মন্দির ও আরও কতক গুলি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। পুরী হইতে গোবিন্দদেবকে আনয়ন করিয়া প্রতাপ গোপালপুরে তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া স্থাপন করিয়াছিলেন। অবশ্য বসন্ত রায়ের চেষ্টায় তাহা সম্পাদিত হইয়াছিল। গোবিন্দদেবের মন্দির-প্রাঙ্গণে চারিদিকে চারিটি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকের মন্দির তিনটি ভূমিসাৎ হইয়াছে। কেবল পূর্ব্ব দিকের মান্দরটি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এই মন্দিরটি দ্বিতল ছিল। উপরের তল ভগ্ন হইয়া পতিত হইয়াছে। উপরের তলে গোবিন্দ দেব অবস্থিতি করিতেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। মন্দিরের সম্মুখে দোলমঞ্চের ভগ্নস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দির-প্রাঙ্গণের নিকটে একশত বর্গ বিঘার একটি বৃহৎ পুষ্করিণী দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহাও প্রতাপাদিত্য খনন করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হয়। *

গোপালপুর।

fort and Black Hole, with some other brick buildings and an old ruin of a gate leading into the temple facing the south, which is shown as the original entrance, previous to the Goddess changing it to the west, which is its pœeseat entrance." (মূল ৩৭৯ পৃঃ)

* "Gopalpur—Temple of Gobinda—It is one of the four temples said to have been erected by Maharaja Pratapaditya for the idol Gobind Deb, the idol, it is alleged, was brought by him from Puri.

Tank—At a distance of about eight or ten rasis from the temple is a big tank, about 100 bighas in area, which, according to tradition, was dug by Maharaja Pratap Aditya. It was a

কপোতাক্ষ নদীর পূর্ব্ব তীরে বেতকাশী নামে একটি জঙ্গলময় স্থান অবস্থিত আছে। এক্ষণে তাহা একরূপ জনহীন নিবিড় অরণ্য। এই স্থানে বসন্তরায়ের আদেশে আনীত উৎকলেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ স্থাপিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মন্দিরাদির কোনই চিহ্ন এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তথা হইতে প্রস্তর নির্ম্মিত চৌকাট ও প্রস্তরফলক প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। প্রস্তরফলকে উৎকলেশ্বর শিব স্থাপনের শ্লোক খোদিত আছে। * অদ্যাপি তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

বেতকাশী।

বেতকাশীর উত্তর ও কপোতাক্ষ ও খোলপেটুয়া নদীর মধ্যে গড় কমলপুর ও প্রতাপনগর নামে দুইটি স্থান আছে। ইহাতেও যশোর দুর্গের ন্যায় দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কমলপুর প্রতাপের সেনাপতি কমলখোজার আবাসস্থান বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। দমদমা ও গাদিগুমার নামক স্থান হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তথায় গোলাগুলি আদি নির্ম্মিত হইত। দুর্গেরও কোন কোন চিহ্ন বিদ্যমান আছে। কমলপুর কমলখোজার ও প্রতাপনগর প্রতাপাদিত্যের নাম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়। রাজধানীর পূর্ব্বভাগস্থ এই দুর্গ পূর্ব্বদিক্ হইতে শত্রুর আক্রমণ বাধা দিবার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং দুই নদীর মধ্য ভাগে অবস্থিত থাকায় তাহা অত্যন্ত দুর্ভেদ্যই ছিল। সহসা কেহ তাহা অতিক্রম করিতে পারিত না।

গড় কমলপুর, প্রতাপ নগর।

ঈশ্বরীপুরের উত্তরে মৌতলা গ্রাম। এই মৌতলা রাজধানীর একাংশ

magnificient reservoir at one time, but at present it is overgrown with weeds, and thorns. (Ancient Monuments.) ৪৬ টীকনী দেখ।

* উপ—১০৪ পৃঃ দেখ।

ও বহিঃপ্রদেশে অবস্থিত ছিল। এই খান হইতে মোগল সেনাপতিগণ প্রতাপের সৈন্যের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিয়া যশোর দুর্গ পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়াছিলেন। ইব্রাহিম খাঁ ও মানসিংহ প্রথমে মৌতলায় আসিয়াই উপস্থিত হন, এবং তথা হইতেই প্রতাপের সৈন্যের সহিত যুদ্ধারম্ভ হয়। মৌতলাতে একটি মসজীদ অবস্থিতি করিয়া প্রতাপের উদারতার পরিচয় দিতেছে।

মৌতলা।

মৌতলার সংলগ্ন একটি স্থান আছে, তাহাকে হাটশালা কহে। তথায় পূর্ব্বে অতিথিশালা স্থাপিত ছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। প্রতাপ যে বিশাল অতিথিশালা স্থাপন করিয়াছিলেন, হাটশালাতে তাহার স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। রামরাম বসু মহাশয় এই অতিথিশালার বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি তাঁহার সময় পর্য্যন্ত উক্ত অতিথিশালা বিদ্যমান ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।* তাঁহার সময় পর্য্যন্ত তাহার অস্তিত্ব ছিল কিনা বলা যায় না।

হাটশালা।

মৌতলার উত্তর পশ্চিমে জাহাজঘাটা অবস্থিত। এই জাহাজঘাটায় প্রতাপাদিত্যের জাহাজাদি রক্ষিত হইত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। রাজধানীর উত্তরে এই স্থান রণতরীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। সহসা শত্রুপক্ষ রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারিত না, এবং এই স্থান হইতে চতুর্দ্দিকে জাহাজাদি গতায়াত করিত। পর্টুগীজ সৈন্য ও সেনাপতিগণ এই খানে অবস্থান করিয়া রণতরীসমূহ পরিচালন করিতেন। এই স্থান যমুনাগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে। অদ্যাপি তথায় চত্বর, প্রাঙ্গণ, তোরণ ও অট্টালিকাশ্রেণীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঈশ্বরীপুরের ন্যায় এখানেও একটি হাবসী-খানা বা হামামখানা বিদ্যমান আছে।

জাহাজঘাটা।

* মূল ৩৭ পৃঃ দেখ।

জাহাজঘাটার পরপার এবং যমুনার ও তাহার একটি শাখার মধ্যস্থলে রায়পুর নামক গ্রামে লোহাগড়ার মাঠ নামে একটি প্রান্তর আছে। এই লোহাগড়ার মাঠে প্রতাপাদিত্যের অস্ত্রাদি ও লৌহের অন্যান্য দ্রব্যাদি নির্ম্মিত হইত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, এবং সেই সমস্ত অস্ত্র ও দ্রব্যাদি তথা হইতে ভিন্ন ভিন্ন দুর্গে নীত হইত। লোহাগড়া মাঠ কেবল অস্ত্রাদিনির্ম্মাণের জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

রায়পুর, লোহাগড়ার মাঠ।

রায়পুরের অব্যবহিত উত্তরে যমুনার পশ্চিম তীরে দুধলী নামক স্থান অবস্থিত। এই স্থানে প্রতাপাদিত্যের পোত নির্ম্মিত ও সংস্কৃত হইত। তাহার গুঁদি নামক স্থানে শতাধিক জাহাজ রক্ষিত হইতে পারিত। গুঁদির ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। যমুনার গর্ভে মৃত্তিকা ও ইষ্টকনির্ম্মিত একটি বাঁধ বা জাঙ্গাল দৃষ্ট হয়, তাহাকে দিয়া বা দীপা কহে। উহা একটি কৃত্রিম উপদ্বীপের ন্যায় অবস্থিত। তাহার উপরে জাহাজাদি নির্ম্মিত ও সংস্কৃত হইত। এই সমস্ত জাহাজ পরে নানা স্থানে প্রেরিত হইত। সাগর দ্বীপে ও চকশ্রীতেও জাহাজাদি নির্ম্মিত ও রক্ষিত হইত বলিয়া শুনা যায়। পর্টুগীজগণের তত্ত্বাবধানে এই সমস্ত নির্ম্মিত হইত।

দুধলী পোতাগার।

দুধলীর উত্তরে গড় মুকুন্দপুর। এই স্থানে একটি দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজধানীর উত্তর দিকে এই দুর্গ অবস্থিত ছিল। উত্তর দিক হইতে শত্রুপক্ষ রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইলে, প্রথমে এই স্থানের সৈন্যগণ তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিত। কালিন্দী ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিতি করিয়া ইহা অত্যন্ত দুর্ভেদ্যরূপেই প্রতীয়মান হইত। অদ্যাপি তাহার পরিখাদির চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে।

গড় মুকুন্দপুর।

মুকুন্দপুরের উত্তরে বারাকপুর নামে একটি স্থানও আছে। তথায় দুর্গের বহির্ভাগে কতকগুলি সৈন্যাবাস স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া তাহাকে বারাকপুর কহে। প্রথমে ঐ সমস্ত সৈন্যেরা প্রহরী-স্বরূপে অবস্থিতি করিয়া শত্রুপক্ষের আগমনসংবাদ গোচর করিত, এবং প্রয়োজনানুসারে তাহাদিগকে বাধা প্রদানের জন্য প্রবৃত্ত হইত। পর্টুগীজদিগের তত্ত্বাবধানে ঐ সমস্ত সৈন্যাবাস নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া তাহাদিগকে 'বারাক' বলিত, এবং তদনুসারে উক্ত স্থানের বারাকপুর নামকরণ হইয়াছে।

বারাকপুর।

মুকুন্দপুরের পরপারে যমুনার পূর্ব্বতীরে কুশলী নামে একটি স্থান দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা একটি বিস্তৃত প্রান্তর। প্রাচীন যশোর রাজধানীর শেষ উত্তর সীমায় ইহা অবস্থিত ছিল। ইহার বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্রে সেনাগণের সামরিক শিক্ষা প্রদত্ত হইত। তজ্জন্য তথায় অধিক পরিমাণে গৃহাদি নির্ম্মিত হয় নাই। অদ্যাপি তথায় মৃৎপ্রাচীর ও সুড়ঙ্গাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই স্থানের মৃত্তিকাখননকালে কখনও কখনও গোলাগুলি বহির্গত হয়।

কুশলী ক্ষেত্র।

কুশলী হইতে উত্তরদিকে ও বর্ত্তমান কালীগঞ্জ নামক প্রসিদ্ধ স্থানের অব্যবহিত উত্তরে দমদমা নামে একটি স্থান আছে। তথায় গোলাগুলি নির্ম্মাণের স্থান ছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এই দমদমা হইতে কুশলী পর্য্যন্ত স্থানে মধ্যে মধ্যে অনেক গোলাগুলি পাওয়া যায়। তজ্জন্য এই স্থানকে গোলাগুলি নির্ম্মাণের স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। *

দমদমা।

* এই সমস্ত স্থানগুলির অবস্থান প্রাচীন যশোর ও উপকণ্ঠ নামক মানচিত্রে দ্রষ্টব্য।

উপরোক্ত স্থানগুলি সমস্তই যশোর বা ঈশ্বরীপুরের নিকট অবস্থিত। তদ্ব্যতীত আরও অনেক স্থানে প্রতাপাদিত্য দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বড়িশা বেহালায় রায়গড় নামে একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে, তাহা বসন্তরায়ের গঠিত বলিয়া কথিত হয়। তথায় কমলা, বিমলা নামে দুইটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। উক্ত রায়গড় দুর্গ বসন্তরায়ের হত্যার পর প্রতাপাদিত্যের অধিকৃত হইয়াছিল। প্রতাপ তাহার অনেক সংস্কারাদিও করিয়াছিলেন। অদ্যাপি রায়গড় দুর্গের চিহ্ন বিদ্যমান আছে। এই রায়গড় দুর্গ যশোর রাজ্যের পশ্চিম-উত্তর সীমায় অবস্থিত ছিল। যশোররাজ্যমধ্যে শত্রু প্রবেশ করিবার ইচ্ছা করিলে প্রথমে এই স্থান হইতে বাধা প্রাপ্ত হইত।

রায়গড়।

রায়গড়ের ন্যায় জগদ্দলেও একটি দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। জগদ্দল চন্দননগরের পরপারে ভাগীরথীতীরে অবস্থিত। জগদ্দলের দুর্গ প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃকই নির্ম্মিত হয়। ইহাও যশোর রাজ্যের উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত ছিল। অদ্যাপি তথায় পরিখাদির চিহ্ন বিদ্যমান আছে। ইহার নিকট নৈহাটীতে রাজা প্রতাপাদিত্যের একটি আবাসও নির্ম্মিত হইয়াছিল। তথায় গঙ্গাবাসের জন্য সময়ে সময়ে যশোরের রাজপরিবারবর্গ সমাগত হইতেন। এইরূপে আরও কোন কোন স্থানে প্রতাপাদিত্যের কীর্ত্তিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

জগদ্দল ও নৈহাটী।

আমরা প্রতাপাদিত্য ও অন্যান্য ভুঁইয়াদিগের যথাসাধ্য বিবরণ প্রদান করিলাম। ইহা হইতে সাধারণে বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহারা স্বাধীনভাবে আপনাদের বাহুবলের পরিচয় দিয়া কিরূপে বাঙ্গালীনামের দুর্নাম মোচন করিয়াছিলেন। অবশ্য ভুঁইয়াগণ যে স্বাধীনতার রসাস্বাদ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন ও একেবারে অধীনতার শৃঙ্খল ছেদন

ভুঁইয়াগণের রাজনৈতিক ভ্রম।

করিয়া বীরোচিত ধর্ম্মাবলম্বনে মোগল সৈন্যের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে শত সাধুবাদ প্রদান না করিয়া থাকা যায় না। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাঁহাদের ঐরূপ ভাবে মোগলের সহিত যুদ্ধ করা একটি রাজনৈতিক ভ্রম। প্রথমতঃ তাঁহারা মোগলদিগের অপেক্ষা অনেকাংশে হীন ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা মিলিত শক্তিতে যুদ্ধ না করিয়া একে একে মোগল সৈন্যের সহিত যুদ্ধার্থে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই দুই কারণে তাঁহাদিগকে বিধ্বস্ত হইতে হইয়াছিল। মোগলের সমকক্ষ হওয়ার জন্য তাঁহাদিগের আরও কিছু দিন অপেক্ষা করা উচিত ছিল, এবং সকলে মিলিত হইয়া তাহাদিগকে বাধা প্রধান করিলে,তাঁহারা আরও কিছু দিন বাঙ্গালী জাতিকে রণকৌশলে অভ্যস্ত করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহারা অল্প বল লইয়া ও প্রত্যেকে পৃথক্ ভাবে মোগলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ায়, শীঘ্র শীঘ্র তাঁহাদের ধ্বংস সংসাধিত হইয়াছিল। অথবা যদি তাঁহারা মোগলের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত না হইয়া আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানের রাজগণের ন্যায় তাঁহারা অদ্যাপি বঙ্গদেশে অবস্থিতি করিতে পারিতেন। সহসা তাঁহাদের উচ্ছেদ সাধিত হইত না, এবং আকবর বাদসাহও ভৌমিক প্রথা রহিত করিয়া বঙ্গদেশে জমীদারী প্রথার প্রবর্ত্তন করিতেন না। যদি বঙ্গদেশে ভুঁইয়া প্রথা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে সেই সকল ভুঁইয়াগণের অধীনে রণকৌশল শিক্ষা করিয়া বাঙ্গালী জাতি আপনাদের দুর্নাম ঘুচাইতে সমর্থ হইত। ভুঁইয়া প্রথা থাকিলে নিশ্চয়ই বাঙ্গালী বাহুবলে ও রণকৌশলে অভ্যস্ত হইত। অন্ততঃ তাহারা যে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইত, ইহা আমরা অনায়াসে আশা করিতে পারিতাম। ভুঁইয়াগণের স্বাধীনতাঘোষণায় শীঘ্র শীঘ্র তাঁহাদের উচ্ছেদ সাধিত হইয়াছিল। যদিও তাঁহারা স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া ও

আপনাদের জীবন বলি দিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের ভ্রমের জন্য বাঙ্গালী জাতির দুর্গতি যে ঘনীভূত হইয়াছে, ইহা আমরা বিবেচনা করিয়া থাকি। সহসা মোগলের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হওয়া যে তাঁহাদের রাজনৈতিক ভ্রম ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ভুঁইয়াগণের পর বাঙ্গলায় তৎকালে আরও কোন কোন জমীদার আপনাদের পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীর ও পূর্ব্ববঙ্গে ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য ও ফতেয়াবাদ বা ভূষণার মুকুন্দরাম রায়ই প্রধান ছিলেন। বীরহাম্বীর প্রথমে পাঠানদিগের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি কতলুখাঁর সহিত মিলিত হইয়া মোগলদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হন। ১৫৬০ খৃঃ অব্দে জাহানাবাদের নিকট মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ পাঠানগণের নৈশ আক্রমণে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইলে, হাম্বীর তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়া বিষ্ণুপুরে লইয়া যান।* হাম্বীর পূর্ব্ব হইতেই জগৎসিংহকে বিপদের কথা অবগত করাইয়াছিলেন; কিন্তু জগৎসিংহ তাহাতে মনোযোগ দেন নাই। তাহার পর কতলুর মৃত্যু হইলে পাঠানদিগের সহিত মানসিংহের সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল। তদবধি হাম্বীর বাদসাহের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ১৫৯২ খৃঃ অব্দে পাঠানেরা পুনর্ব্বার বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে যোগদান করিতে বলায়, তিনি অসম্মত হন। তজ্জন্য তাহারা তাঁহার রাজ্যমধ্যে লুটপাট আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার পর তাহারা মানসিংহ কর্ত্তৃক পরাজিত হয়। হাম্বীর যেমন পরা-

বীরহাম্বীর।

* "Jaggat Singh was warned of his danger, but paid no heed. At length he was attacked by the rebels, and was obliged to fly and abandon his camp; but he was saved by Hamir, the *zemindar* who had given him warning, and conducted to Bishanpur." (Elliot's History of India Vol. VI. P. 86. Akbarnama).

ক্রমশালী ছিলেন, সেইরূপ তিনি একজন ভক্ত বলিয়াও উল্লিখিত হইয়া থাকেন। তিনি সুবিখ্যাত শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনের সময় বিষ্ণুপুরে উপস্থিত হইলে হাম্বীর প্রথমতঃ তাঁহার ভক্তিগ্রন্থ সকল অপহরণ করেন। পরে শ্রীনিবাসের পরিচয় পাইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন।

লক্ষ্মণ মাণিক্য।

লক্ষ্মণ মাণিক্য ভুলুয়ার অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ বিশ্বম্ভর শূর মিথিলা হইতে চন্দ্রনাথ গমনকালে ভুলুয়ায় অবস্থান করিতে বাধ্য হন। তদবধি ভুলুয়া তাঁহাদের শাসনাধীনে আইসে। বিশ্বম্ভরকে কেহ কেহ আদিশূরবংশীয় বলিয়াও উল্লেখ করিয়া থাকেন। ইঁহারা ক্ষত্রিয় হইলেও বঙ্গজকায়স্থসমাজে অনুপ্রবিষ্ট হন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে লক্ষ্মণ মাণিক্য ভুলুয়ার অধিপতি হইয়াছিলেন। ভুলুয়ার রাজগণ ত্রিপুরার সামন্ত রাজা ছিলেন। তাঁহারা ত্রিপুরেশ্বরদিগকে রাজটীকা প্রদান করিতেন। কেহ কেহ তাঁহাদিগকে বারভুঁইয়ার অন্তর্গত বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে যাঁহারা বারভুঁইয়া ছিলেন, লক্ষ্মণ মাণিক্য যে তাঁহাদের অন্তর্ভূত নহেন, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। লক্ষ্মণ মাণিক্য ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্যের অধীনতা ছেদন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু অমরমাণিক্য তাঁহাকে দমন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। অমরমাণিক্য লক্ষ্মণের পুত্র বলরামশূরের সময় ভুলুয়া আক্রমণ করেন বলিয়া জানা যায়। বলরামও অমরমাণিক্যের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। ভুলুয়ার রাজগণ ত্রিপুরার সামন্ত রাজা হইলেও মোগলেরা ভুলুয়াকে সরকার সোনারগাঁয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট জমা বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। আইন আকবরীতে তাহাই উক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু আকবরের রাজত্বকালে ভুলুয়া প্রকৃত

প্রস্তাবে মোগলদিগের শাসনাধীনে আসে নাই। জাহাঙ্গীরের রাজত্ব-কালে তাহা সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হয়। আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিব। রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্য একজন অসাধারণ বীরপুরুষ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। যুদ্ধকালে তিনি যে কবচ পরিধান করিতেন, অদ্যাপি তাহার কিয়দংশ দেখিতে পাওয়া যায়। * রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্য বাকলাধিপতি রামচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক পরাজিত ও বন্দী হইয়া চন্দ্রদ্বীপে নীত হন, এবং অবশেষে তথায় তাঁহার হত্যা সম্পাদিত হয়। † লক্ষ্মণ মাণিক্যের পর তাঁহার পুত্র বলরামশূর ভুলুয়ার অধিপতি হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণ মাণিক্য সংস্কৃত ভাষায় বিশেষরূপে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় 'বিখ্যাত-বিজয়' নামে এক খানি নাটক রচনা করেন। উক্ত নাটক খানি বীররসে পূর্ণ।

মুকুন্দরাম রায় ফতেয়াবাদের জমীদার বলিয়া উল্লিখিত হন। তিনি প্রথমতঃ ফতেয়াবাদের নিকটস্থ ভূষণার অধিপতি ছিলেন। পরে ফতেয়াবাদ অধিকার করিয়া লন। যে সময়ে মুনিম খাঁ দায়ুদকে পরাজিত করিবার জন্য ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে মোরাদ খাঁ বাদসাহ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ফতেয়াবাদ ও বাকলা অধিকার করেন। ইহার পর মোরাদ খাঁ বাদসাহের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হন। তাঁহার সহিত কিয়া খাঁ ও নাজৎ খাঁ যোগদানের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের আশা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই মোরাদ খাঁর মৃত্যু হয়। সেই সময়ে মুকুন্দ রায় মোরাদের পুত্রদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া নিজের রাজধানীতে লইয়া যান, এবং তাহাদের হত্যা সম্পাদন করেন। ‡ অবশ্য তিনি বাদসাহের প্রীতির জন্যই ঐরূপ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা যে তাঁহার

মুকুন্দ রায়।

* শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র সিংহের রাজমালা ৪ ভাঃ ১ অঃ ৩৯৭ পৃঃ।
† উপ—৭২ পৃঃ। ‡ আকবরনামা Vol. III. P. 320.

ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার পর মুকুন্দরাম রায় ফতেয়াবাদ জমীদারীর একাধিপত্য লাভ করিতে সমর্থ হন। কিছুকাল পরে মুকুন্দ রায় আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলে, মোগলেরা তাঁহার সম্মুখীন হয়। তিনি প্রথমতঃ তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, পরে স্বয়ংই পরাজিত হন। মুকুন্দরায়ও বঙ্গজ কায়স্থ। তিনি বঙ্গজকায়স্থগণের ফতেয়াবাদ সমাজের সমাজ-পতি ছিলেন।

যে সময়ে ভুঁইয়াগণ, অন্যান্য জমীদারেরা ও পাঠানগণ আপনাদের প্রাধান্য বিস্তার করিতেছিলেন, সে সময়ে পর্টুগীজেরাও অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে। কার্ভালো প্রভৃতির বিবরণে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। কার্ভালো প্রভৃতির পতনের পর কিছুকাল পর্টুগীজগণের ক্ষমতা হ্রাস হইলেও তাহাদের শক্তির বিলোপ সাধন হয় নাই। ক্রমে তাহারা আপনাদের ক্ষমতা বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। এই সময়ে পর্টুগীজগণ প্রকৃত বীরের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দস্যুতা অবলম্বনে আপনাদের জীবিকানির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হয়। যাহারা প্রথমে সোনার বাঙ্গলায় বাণিজ্যার্থ উপস্থিত হইয়া বাণিজ্য ব্যবসায়ে অগাধ সম্পত্তির অধীশ্বর হইবে মনে করিয়াছিল, ঘটনাচক্রে তাহারা তাহা পরিত্যাগ করিয়া সৈনিক-বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। তাহাতেও তাহারা বঙ্গদেশে আপনাদের পরাক্রম প্রকাশ করিয়া গিয়াছে। কিন্তু ক্রমে তাহারা হীন দস্যুতা অবলম্বন করিয়া ইউরোপের সভ্যজাতির নামে কলঙ্ক প্রদান করে। তাহাদের এই জলদস্যুতায় সমস্ত বঙ্গভূমি উত্যক্ত হইয়া উঠে। লোকজনের সর্ব্বস্ব হরণের সঙ্গে সঙ্গে, তাহারা নিরীহ জনগণের স্ত্রী পুত্র কন্যা অপহরণ করিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিয়া ঘৃণিত উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহাদের উপদ্রবে বাঙ্গলার অনেক স্থান জনশূন্য হইয়া যায়। ইহাদের সহিত মগগণও যোগদান করিয়া-

পর্টুগীজ জলদস্যুগণ।

ছিল। এই মগ ফিরিঙ্গীর উৎপাতে বাঙ্গলার দক্ষিণাংশে সুন্দরবনের অনেক ভূভাগ নিবিড় অরণ্যে পরিণত হয়। এই সমস্ত দস্যুগণের মধ্যে গঞ্জালেস ফিরিঙ্গীই প্রধান। এই ঘৃণিত উপায় অবলম্বনের জন্য গঞ্জালেস ফিরিঙ্গী বঙ্গবাসীর নিকট ঘৃণা ও ভীতির প্রতিমূর্ত্তি হইয়া রহিয়াছে। ভুঁইয়াগণের অবসানের পর তাহার প্রাধান্য পূর্ব্ববঙ্গে বিস্তৃত হইয়াছিল। আমরা নিম্নে তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রদান করিতেছি।

গঞ্জালেস ফিরিঙ্গী।

পর্টুগালের রাজধানী লিসবন নগরের অনতিদূরে সেণ্ট আণ্টনি ডেল তোজাল নামক একখানি অপরিচিত গ্রামে সেবাষ্টিয়ান গঞ্জালেস টাইবাও জন্ম গ্রহণ করে। তাহার বংশপরিচয় আজিও ঐতিহাসিকগণের নিকট অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে। ভাগ্যলক্ষ্মীর কল্যাণলাভকামনায় গঞ্জালেস ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে পর্টুগাল হইতে ভারতবর্ষাভিমুখে আগমন করে ও অবশেষে কামতুঘা বঙ্গভূমিতে আসিয়া উপনীত হয়। গঞ্জালেস প্রথমে সৈনিকদলে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তাহার অর্থস্পৃহা বলবতী হওয়ায়, সে ব্যবসায়-বাণিজ্যে মনোনিবেশ করে। সেই সময়ে বঙ্গদেশ লবণের ব্যবসায়ে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। সনদ্বীপ উক্ত ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। প্রত্যহ বহুসংখ্যক জাহাজ লবণে বোঝাই হইয়া তথা হইতে নানা দেশে চলিয়া যাইত। বাঙ্গলা ও ভারতের ভিন্ন ভিন্ন বন্দরেও ঐ সমস্ত লবণের জাহাজ গতায়াত করিত। দেশীয় ও বিদেশীয় সকল প্রকার ব্যবসায়ী ও বণিক লবণের বাবসায়ে লিপ্ত হইয়া ধনোপার্জ্জনের পথ সুগম করিয়া তুলিত। অনেক পর্টুগীজ এই ব্যবসায়ে আপনাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। গঞ্জালেসও তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া উক্ত ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়। লবণের ব্যবসায়ে কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিয়া সে একখানি জেলিয়া বা ক্ষুদ্র জাহাজ ক্রয় করে। পরে তাহাতে লবণ বোঝাই দিয়া চট্টগ্রামের ডায়েঙ্গা বন্দরে উপস্থিত

হয়। ডায়েঙ্গা আরাকানরাজের অধীন ছিল। এই সময়ে মেংরাজগী আরাকানের রাজা ছিলেন, তিনি সেলিমসা উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ডায়েঙ্গায় অনেক পর্টুগীজ বাস করিত। ফিলিপ ডি ব্রিটো নিকোটি সাইরাম অধিকার করিয়া ডায়েঙ্গা বন্দর গ্রহণের ইচ্ছা করে। কারণ ডায়েঙ্গা তাহার অধিকারে আসিলে তাহার নানাপ্রকার সুযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। ব্রিটো আরাকানরাজের নিকট হইতে ডায়েঙ্গা গ্রহণের প্রার্থনায় কয়েকখানি জাহাজ সজ্জিত করিয়া স্বীয় পুত্রকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করে। কিন্তু কতকগুলি পর্টুগীজ রাজাকে এইরূপ বিশ্বাস করাইয়া দেয় যে, ব্রিটো ডায়েঙ্গা গ্রহণ করিয়া পরে রাজাকে তাহার অধিকার চ্যুত করিবে। রাজা তাহাতে বিশ্বাস করিয়া ব্রিটোর পুত্রকে তাহার কর্ম্মচারিগণসহ দরবারে আহ্বান করিয়া পাঠান। তাহারা তথায় উপস্থিত হইলে রাজা তাহাদিগকে হত্যা করার আদেশ দেন, এবং তাহাদের জাহাজেই তাহা সংঘটিত হয়। তাহার পর ডায়েঙ্গার পর্টুগীজগণের প্রতি আরাকানাধিপের ক্রোধ সঞ্চারিত হয়। তিনি তাহাদিগের প্রায় ৬০০ জনকে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করেন। কতকগুলি পর্ব্বতে অরণ্যে পলাইয়া যায়। নয় দশ খানি জাহাজ বন্দর পরিত্যাগ করিয়া মধ্য সমুদ্রে গমন করে, তাহাদের মধ্যে গঞ্জালেসের জাহাজখানিও ছিল। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, ইমানুয়েল ডি মাটুস কার্ভালোর সহিত সনদ্বীপ অধিকার করিয়াছিল। সনদ্বীপ আরাকানরাজ পুনরধিকার করিলেও তাহা অবশেষে মাটুসের অধিকারে আইসে।

ফতে খাঁ।

মাটুস ফতে খাঁ নামক একজন মুসলমানের হস্তে সনদ্বীপের শাসনভার অর্পণ করে। * কারণ মাটুস পর্টুগীজগণের সেনা-

* ষ্টুয়ার্ট সাহেব ফতে খাঁকে 'Moghul commander of the island of

পতি হওয়ায় অধিকাংশ সময় ডায়েঙ্গায় অবস্থিতি করিত। কিছুকাল পরে মাটুসের মৃত্যু হইলে ফতে খাঁ নিজেই সনদ্বীপ অধিকার করিয়া লয়, এবং মোগল সুবেদারের সহিত গোপনে পরামর্শ করিয়া তাহাকে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে চেষ্টা করে, ও আপনাকে মোগল সেনাপতি বলিয়া পরিচয় দেয়। পাছে পর্টুগীজগণ প্রবল হইয়া আবার সনদ্বীপ অধিকার করে, এই আশঙ্কা করিয়া ফতে খাঁ সনদ্বীপস্থ পর্টুগীজগণকে স্ত্রীপুত্র-পরিবারসহ নিহত করে, এবং দেশীয় খৃষ্টানগণও তাহার ক্রোধ হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। ফতে খাঁ অনেক পাঠান ও মোগল সৈন্যকে নিজ অধীনে নিযুক্ত করিয়া ৪০ খানি সুসজ্জিত জাহাজে পরিবেষ্টিত হইয়া আপনাকে অত্যন্ত পরাক্রমশালী বলিয়া মনে করিত। কৃষি বাণিজ্যে সনদ্বীপ লাভজনক হওয়ায়, তাহার রাজস্বে ফতে খাঁর সমস্ত ব্যয়ই নির্ব্বাহিত হইত। গঞ্জালেস ও তাহার সঙ্গী অন্যান্য পর্টুগীজগণ ডায়েঙ্গা হইতে পলায়িত সেই নয় দশ খানি জাহাজ লইয়া কিছুকাল এদিক ওদিক বেড়াইয়া অবশেষে ঘৃণিত দস্যুতা অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। সেই সময়ে তাহাদের কোন সর্দ্দার না থাকায় তাহারা যদৃচ্ছাক্রমে হীন বৃত্তি অবলম্বন করে। তাহারা আরাকানরাজ্যে দস্যুতা করিয়া সেই সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য রক্ষার জন্য বাকলা রাজ্যের বন্দর সমূহে গমন করিত। বাকলা-রাজ রামচন্দ্র রায় পর্টুগীজগণের বন্ধু ছিলেন, তিনি তাহাদিগকে কোনরূপ বাধা প্রদান করিতেন না। যখন ফতে খাঁ জানিতে পারিল যে, ঐ সমস্ত

Sundeep' বলিয়াছেন। কিন্তু Faria y Sausa র Portugues Asia নামক গ্রন্থের John Stevens কর্ত্তৃক ১৬৯৫ খৃঃ অব্দের অনুবাদে স্পষ্টই লিখিত আছে যে, "Fatican a resolute Moor, whom he (Mattos) intrusted with the Island, in his absence, hearing of his death, makes himself master of it." ইহাতে বোধ হয় ফতে খাঁ মাটুস কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া তাহার মৃত্যুর পর সনদ্বীপ অধিকার করে, পরে মোগল সুবেদারের সহিত মিলিত হয়।

পর্টুগীজ দস্যুগণ চারিদিকে লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইতেছে, তখন সে তাহাদিগের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। ফতে খাঁ তাহাদিগের দমনে কৃতকার্য্য হইবে জানিয়া আপনার পতাকায় এইরূপ লিখিয়া রাখিত। "ঈশ্বরের অনুগ্রহে ফতে খাঁ সনদ্বীপের অধীশ্বর, খৃষ্টান রক্তপাতকারী ও পর্টুগীজ জাতির বিনাশকর্ত্তা!" *

ফতে খাঁর সহিত পর্টুগীজগণের যুদ্ধ।

একদিন সন্ধ্যাকালে ফতে খাঁ সহসা তাহাদিগকে আক্রমণ করে, তাহার অধীনে ৪০ খানি যুদ্ধজাহাজ ও ৬০০ মোগল ও পাঠান সৈন্য ছিল। পর্টুগীজেরা দক্ষিণ সাহাবাজপুরের নিকট নঙ্গর করিয়াছিল। প্রথমতঃ সেবাষ্টিয়ান পিণ্টো নামক একজন পর্টুগীজ আপন দলবল লইয়া ফতে খাঁর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, অন্যান্য পর্টুগীজেরা তাহার পর সংবাদ পাইয়া তথায় উপস্থিত হয়, তাহাদের সহিত উক্ত ১০ খানি মাত্র জাহাজ ছিল। ফতে খাঁ তাহাদিগকে অমিতপরাক্রমে আক্রমণ করে। পর্টুগীজেরাও সাহসসহকারে সমস্ত রাত্রি ফতে খাঁর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। ফতে খাঁর সমস্ত জাহাজ তাহাদের করায়ত্ত হয়, এবং তাহার সমস্ত সৈন্য হত, আহত ও বন্দী হয়, ফতে খাঁ নিজেও প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই সময়ে যদি তাহাদের কোন নেতা থাকিত, তাহা হইলে

* "Sebastian Gonzales and his Companions, with those 9 or 10 Vessels that escaped at *Dianga*, having no Head to govern them, lived by robbing in the country of *Arracan* carrying their booty to the king of Bacala's Ports, who was our friend. Fatican understanding they plyed thereabouts, went out to seek them with such assurance of success, that he had this Inscription upon his colours : Fatican by the grace of God, Lord of Sundiva, shedder of Christian Blood, and destroyer of Portuguese Nation."

(Portugues Asia.)

পর্টুগীজগণ অনায়াসে সনদ্বীপ অধিকার করিতে পারিত। নেতার অভাবে তাহাদের নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটায়, তাহারা ষ্টিফেন পালমায়ারো নামক একজন বয়োবৃদ্ধ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া তাঁহাকে তাহাদের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু পালমায়ারো এই সমস্ত দুর্বৃত্ত লোকদিগের নেতৃত্বগ্রহণে অস্বীকৃত হন। তাহারা তাঁহাকে বারংবার অনুরোধ করিলেও তিনি কিছুতেই সম্মত হন নাই। তখন অগত্যা তাহারা তাঁহাকে তাহাদের নেতা স্থির করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করে, এবং সর্ব্বথা তাঁহার আদেশ প্রতিপালনে স্বীকৃত হয়। পালমায়ারো সেবাষ্টিয়ান গঞ্জালেস টাইবাওএর নাম নির্দ্দেশ করেন। –

মানসিংহের পর কুতুবউদ্দীন বাঙ্গলার সুবেদার নিযুক্ত হন, সের আফগানের হস্তে তাহার মৃত্যু হইলে, জাহাঙ্গীর কুলীখাঁ কাবুলী সুবেদার হইয়া আসেন; কিছুকাল পরে জাহাঙ্গীর কুলী খাঁ কাবুলীর মৃত্যু হইলে সেখ আলাউদ্দিন ইসলাম খাঁ ১৬০৮ খৃঃ অব্দে তাঁহার পদে সুবেদার নিযুক্ত হন। ইসলাম খাঁ বাঙ্গলার তদানীন্তন রাজধানী রাজমহল হইতে ঢাকায় সিংহাসন স্থাপন এবং তাহার জাহাঙ্গীরনগর আখ্যা প্রদান করেন। তথায় প্রাসাদ ও দুর্গাদি গঠিত হইতেও আরব্ধ হয়। ফিরিঙ্গী ও মগদিগের অত্যাচার-নিবারণের জন্যই ইসলাম খাঁ ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু পর্টুগীজগণ তাহাতে ভীত না হইয়া রাজধানীর নিকটেই আপনাদের দুঃসাহসের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল।

সুবেদার ইসলাম খাঁ।

গঞ্জালেসকে নেতৃত্বে বরণ করিয়া পর্টুগীজগণ সনদ্বীপ অধিকারে কৃত-সঙ্কল্প হইল। এই সময়ে বাঙ্গলার ভিন্ন ভিন্ন স্থান ও অন্যান্য বন্দর হইতে অপরাপর পর্টুগীজগণও আসিয়া তাহাদের সহিত যোগদান করিল। এইরূপে বহুসংখ্যক সৈন্যের আধিপত্য গ্রহণ করিয়া, গঞ্জালেস আপনাকে

অত্যন্ত পরাক্রান্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল। কিন্তু নিকটবর্ত্তী দেশীয় রাজগণের সাহায্য ব্যতীত তাহার আশা সম্পূর্ণরূপে ফলবতী হইবে না বুঝিতে পারিয়া, সে তাহার উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। বাকলারাজ রামচন্দ্র রায় পর্টুগীজগণের বন্ধু ছিলেন। গঞ্জালেস প্রথমতঃ তাঁহার সাহায্যের প্রার্থনা করে। রাজার সহিত এইরূপ সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল যে, সনদ্বীপ অধিকৃত হইলে সে রাজাকে তাহার অর্দ্ধেক রাজস্ব প্রদান করিবে। রাজা তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাহার সাহায্যের জন্য দুইশত অশ্বারোহী সৈন্য ও কয়েকখানি জাহাজ প্রদান করেন। ১৬০৯ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে গঞ্জালেসের অধীনে ৪০ খানি জাহাজ ও ৪০০ পর্টুগীজ সমবেত হইয়াছিল। এ দিকে ফতেখাঁর ভ্রাতা বহুসংখ্যক মোগল সৈন্য লইয়া সনদ্বীপ রক্ষার জন্য সচেষ্ট হয়। পর্টুগীজেরা সনদ্বীপে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলে ফতে খাঁর ভ্রাতা তাহাদিগকে বাধা প্রদানে চেষ্টা করে, কিন্তু অবশেষে দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। পর্টুগীজেরা দুর্গ অবরোধ করিয়া অনেকদিন তথায় অবস্থিতি করে। কিন্তু তাহাদের জাহাজ হইতে খাদ্যদ্রব্য ও বারুদ, গোলাগুলি না পাওয়ায় তাহাদের ধ্বংস ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল। সেই সময়ে গ্যাসপার ডি পাইনা নামে জনৈক স্পেনদেশীয় পোতাধ্যক্ষ তথায় উপস্থিত হইয়া পর্টুগীজগণের উদ্ধার সাধনের চেষ্টা করেন। তিনি ৫০ জন লোক সহ রাত্রিযোগে কতকগুলি আলো লইয়া চীৎকার করিতে করিতে দুর্গের দিকে অগ্রসর হন। বিপক্ষেরা মনে করিয়াছিল, তিনি পর্টুগীজদিগের সাহায্যের জন্য অনেক লোকজন লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহারা দুর্গের নিকট উপস্থিত হইয়া দুর্গ আক্রমণ ও তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলকে তরবারির আঘাতে মৃত্যুমুখে পাতিত করে। স্থানীয় লোকেরা গঞ্জালেসের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। গঞ্জালেস তাহাদিগকে সমস্ত

গঞ্জালেস কর্ত্তৃক সনদ্বীপের অধিকার।

নবাগত লোক প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ দেয়। তাহারা সহস্রাধিক মোগলকে তাহার নিকট উপস্থিত করিলে, গঞ্জালেস তাহাদের মস্তক-ছেদনের ব্যবস্থা করে। প্রায় সেই পরিমাণ লোক দুর্গমধ্যেও নিহত হইয়াছিল। এই প্রকারে গঞ্জালেস সনদ্বীপের একাধীশ্বর হইয়া উঠে, সমস্ত দেশীয় লোক ও পর্টুগীজগণ তাহার আদেশ প্রতিপালনে রত হয়। গঞ্জালেস আপনাকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করে, এবং স্বীয় আদেশ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যত্নশীল হয়।

এইরূপে সনদ্বীপের আধিপত্য লাভ করিয়া গঞ্জালেস প্রথমতঃ তথায় তাহার অধীনস্থ পর্টুগীজগণকে কিছু কিছু ভূমি প্রদান করে, পরে আবার তাহা তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লয়। বাকলা-রাজ তাহাকে সাহায্য করায় সে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। কিন্তু তাঁহার সাহায্য ও তাঁহার সহিত প্রস্তাবিত সন্ধি প্রতিপালন করা দূরে থাকুক, সে তাহার বিপরীতাচরণে প্রবৃত্ত হয়। ক্রমে গঞ্জালেস তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করে। তাহার ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে অত্যন্ত দাম্ভিক ও অকৃতজ্ঞ হইয়া উঠে। * এই সময়ে তাহার অধীনে ১০০০ পর্টুগীজ, ২০০০ সশস্ত্র বাঙ্গালী, ২০০ অশ্বারোহী ও কামানসজ্জিত ৮০ খানি জাহাজ ছিল। সনদ্বীপের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় তথায় অনেক বণিক্ বাণিজ্যের জন্য সমাগত হইত, গঞ্জালেস তথায় একটি শুল্কাগার প্রতিষ্ঠিত করে। নিকটবর্ত্তী রাজগণ তাহার অপরিসীম ক্ষমতা দেখিয়া তাহার সহিত বন্ধুতা করিতে প্রবৃত্ত হন। বাকলারাজ † তাহার দুর্ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার

গঞ্জালেস ও রামচন্দ্র রায়।

* "As he grew Great, so he grew Insolent and Ungrateful." (Portuguese Asia.)

† ষ্টুয়ার্ট সাহেব বাকলাকে Batecala বলিয়া লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহা ভ্রম;

সহিত সম্পর্কচ্ছেদনের ইচ্ছা করিলে গঞ্জালেস তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া সাহাবাজপুর ও পাতলেভাঙ্গা নামক দুইটি স্থান বাকলারাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া স্বীয় অধিকারভুক্ত করে। অন্যান্য রাজগণের নিকট হইতেও সে কোন কোন ভূভাগ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছিল। এইরূপে সে বহু সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া প্রধান প্রধান রাজগণের সদৃশ হইয়া উঠে; তাহার অধীনস্থ লোকগণও অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিক দিন তাহাদের সে সৌভাগ্য স্থায়ী হয় নাই।

আরাকানরাজের সহিত গঞ্জালেসের বিবাদারম্ভ।

যে সময়ে গঞ্জালেস সনদ্বীপের একাধীশ্বর হইয়া সৌভাগ্যের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। সেই সময়ে আরাকানরাজের সহিত তাঁহার ভ্রাতা অনুপরামের বিবাদ উপস্থিত হয়, একটি হস্তী লইয়া এই বিবাদ ঘটিয়াছিল। উক্ত হস্তীটি অন্যান্য হস্তী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়ায়, আরাকানরাজ অনুপরামের নিকট তাহা প্রার্থনা করেন। কিন্তু অনুপরাম তাহাতে স্বীকৃত না হওয়ায় আরাকানরাজ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া অনুপরামের রাজ্য ও হস্তী অধিকার করেন। অনুপরাম পলায়ন করিয়া সাহায্যের জন্য গঞ্জালেসের নিকট উপস্থিত হন। গঞ্জালেস অনুপরামের ভগিনীকে প্রতিভূস্বরূপ দাবী করে। তাহার পর তাহারা আরাকানরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে। কিন্তু সে যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। কারণ আরাকানরাজের অধীনে ৮০ হাজার সৈন্য ও ৭ শত রণহস্তী থাকায়, তাহাদিগকে পরাজিত হইতে হয়। অনুপরাম আপনার স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, ধনসম্পত্তি ও হস্তী প্রভৃতি লইয়া সনদ্বীপে গঞ্জালেসের নিকট উপস্থিত হন। তাহার পর গঞ্জালেস অনুপরামের ভগিনীকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া বিবাহ করে।

Portuguese Asiaর এক স্থলে উহা লিখিত হওয়ায়, ষ্টুয়ার্ট ঐরূপ ভ্রম করিয়াছেন। কিন্তু তাহার সর্ব্বত্রই বাকলা লিখিত আছে।

ইহার অল্পকাল পরে অনুপরামের মৃত্যু হয়। অনেকে সন্দেহ করিয়াছিল যে, বিষপ্রয়োগে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল, এবং গঞ্জালেসকেই লোকে সন্দেহ করে। অনুপরামের মৃত্যুর পরই গঞ্জালেস অনুপরামের স্ত্রী পুত্রের প্রতি কোনরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন না করিয়া তাঁহার ধনসম্পত্তি ও হস্তী প্রভৃতি অধিকার করিয়া লয়। ইহাতে লোকে তাহার নামে দুর্নাম রটনা করিতে আরম্ভ করে। সেই সমস্ত নিন্দাবাদ দূর করিবার জন্য গঞ্জালেস অনুপরামের বিধবার সহিত স্বীয় ভ্রাতা আণ্টনি টাইবাওএর বিবাহের চেষ্টা করে। আণ্টনি তাহার রণতরীসমূহের অধ্যক্ষ ছিল। কিন্তু অনুপরামের বিধবাপত্নী খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে অসম্মত হওয়ায় গঞ্জালেস সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

ইহার পর গঞ্জালেস পুনর্ব্বার আরাকানরাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। তাহার ভ্রাতা আণ্টনি ৫ খানি জাহাজ লইয়া রাজার একশত খানি জাহাজ অধিকার করিয়াছিল। এই ব্যাপারে আরাকানরাজ বিচলিত হইয়া গঞ্জালেসের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া অনুপরামের স্ত্রীপুত্রের উদ্ধার সাধন করেন। অনুপরামের বিধবা পত্নীর সহিত চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তার বিবাহ হয়। এই সময়ে ১৬১০ খৃঃ অব্দে মোগলেরা ভুলুয়া অধিকারের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। ভুলুয়ার রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্য বীরত্বে অদ্বিতীয় ছিলেন। বাকলারাজ রামচন্দ্র কর্ত্তৃক তিনি বন্দী ও হত হইলে তাঁহার পুত্র বলরাম শূর ভুলুয়ার রাজাসনে উপবিষ্ট হন। ভুলুয়ারাজগণ ত্রিপুরার রাজগণের সামন্ত রাজা ছিলেন। বলরাম তদানীন্তন ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্যের বশ্যতা স্বীকার না করায়, তিনি ভুলুয়া আক্রমণ করিয়া বলরামের নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন। এই সময়ে মোগলেরা ভুলুয়া অধিকারের জন্য সচেষ্ট হয়। ওদিকে আরাকানরাজ তাহা নিজ

গঞ্জালেসের সহিত মগ রাজের সন্ধি ও ভুলুয়া আক্রমণের বন্দোবস্ত।

অধিকারে আনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। এইরূপে ভুলুয়ার ভাগ্যাকাশে চতুর্দ্দিক হইতে শাণিত তরবারির বিদ্যুৎক্রীড়া আরম্ভ হয়। গঞ্জালেসও দেখিল যে ভুলুয়া সনদ্বীপের সম্মুখ ভাগে অবস্থিত হওয়ায়, মোগলগণ কর্ত্তৃক তাহা অধিকৃত হইলে, তাহারও ভবিষ্যৎ কল্যাণজনক নহে। সুতরাং তাহার প্রতিকারের জন্য সে আরাকানরাজের সহিত মিলিত হইয়া মোগলদিগকে বাধা প্রদানে ইচ্ছুক হইল। আরাকানরাজ সেলিমসা নিজে ৮০ হাজার বন্দুকধারী মগ, ১০ হাজার অসিচর্ম্মধারী পেগুবাসী ও সশস্ত্র লোকসহ ৭ শত হস্তী লইয়া যুদ্ধার্থে অগ্রসর হন। তাঁহার দুই শতাধিক জাহাজ ৪ সহস্র সৈন্যসহ গঞ্জালেসের রণতরীসমূহের সহিত যোগদান করে। গঞ্জালেস তাহাদের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তাঁহাদের এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, গঞ্জালেস যে সময়ে মোগলদিগকে ভুলুয়া অতিক্রম কবিতে বাধা দিবে, তাহারই মধ্যে আরাকানরাজ তথায় উপস্থিত হইবেন। এইরূপে মোগলেরা বিতাড়িত হইলে ভুলুয়া রাজ্যের অর্দ্ধাংশ গঞ্জালেসকে প্রদত্ত হইবে। গঞ্জালেস, রাজাকে তাঁহার রণতরীসমূহের জন্য তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও কয়েকটি পর্টুগীজ যুবককে প্রতিভূস্বরূপ প্রদান করিবে।

এই সমস্ত স্থির হইলে, আরাকানরাজ ভুলুয়ায় উপস্থিত হইয়া মোগলদিগকে বিতাড়িত করিয়া দেন। গঞ্জালেস তাহাদিগকে বিশেষ কোন বাধা দেয় নাই, কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মোগলদিগের নিকট হইতে উৎকোচ লইয়া সে এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিল। আবার কাহারও কাহারও মতে গঞ্জালেস ডায়েঙ্গার পর্টুগীজগণের হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য আরাকানরাজকে বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। যাহাই হউক, এইরূপ কার্য্য যে গঞ্জালেসের ঘোর বিশ্বাসঘাতকতার

গঞ্জালেসের বিশ্বাসঘাতকতা ও সেলিমসার দুর্দ্দশা।

নিদর্শন তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। গঞ্জালেস নদীর * মুখ পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত জাহাজসহ একটি দ্বীপের † খাড়ীতে প্রবেশ করে। ইহাতে মোগলদিগের পথ পরিষ্কৃত হইয়া যায়। উক্ত দ্বীপের নিকট উপস্থিত হইয়া গঞ্জালেস আরাকানরাজের জাহাজের অধ্যক্ষদিগকে নিজের জাহাজে ডাকিয়া পাঠায় ও তাহাদিগকে হত্যা করে। তাহার পর তাহাদের জাহাজে নিপতিত হইয়া কতক লোককে নিহত ও কতককে দাসরূপে গ্রহণ করে। অবশেষে আপনার জাহাজশ্রেণী লইয়া সন্দ্বীপে উপস্থিত হয়। ইতি মধ্যে মোগলেরা আবার বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া ভুলুয়ায় আগমন করে, এবং আরাকানরাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত বিপন্ন করিয়া তুলে। সেলিমসা অনেক কষ্টে একটি হস্তীতে আরোহণ করিয়া একরূপ একাকীই চট্টগ্রামের দুর্গে আসিয়া উপস্থিত হন, মোগলেরা মগদিগের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। গঞ্জালেস এই সমস্ত অবগত হইয়া আপনার রণতরী লইয়া সমুদ্রতীরস্থ আরাকানী দুর্গসমূহে অগ্নি প্রদান করিয়া ও লোকদিগকে তরবারির আঘাতে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলে। তাহার পর সে আরাকান পর্য্যন্ত ধাবিত হয়, এবং তথায়ও কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতির বাণিজ্য-জাহাজে অগ্নি লাগাইয়া দেয়। মোগলদিগের অত্যাচারে ও পর্টুগীজদিগের বিশ্বাস-ঘাতকতায় আরাকানরাজের অনেক ক্ষতি হইয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার একখানি বৃহৎ সুন্দর জাহাজ নষ্ট হওয়ায় তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। এই সুবৃহৎ ও বিচিত্র জাহাজে এক একটি প্রাসাদের ন্যায় এক এক প্রকোষ্ঠ ছিল, এবং তাহা হস্তিদন্তের ও স্বর্ণের দ্বারা খচিত

* এই নদী সম্ভবতঃ মেঘনা হইবে, কিন্তু পর্টুগীজেরা ইহাকে Dangatiar বলিয়াছেন।

† দ্বীপটীর নাম Desierta.

হওয়ায় বিস্ময় উৎপাদন করিত। আরাকানরাজ গঞ্জালেসের এইরূপ ব্যবহারে অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে শূলে চড়াইয়া আরাকান বন্দরের এক উচ্চ স্থানে স্থাপন করেন। তাঁহার এই উদ্দেশ্য ছিল যে, গঞ্জালেস তাহাকে দেখিয়া যদি শান্ত হয়। কিন্তু তাহাতেও তাহার চৈতন্য হয় নাই। সে উক্ত বিষয়ে কিছুমাত্র লক্ষ্য করে নাই। গঞ্জালেস সনদ্বীপে আসিয়া একটু বিচলিত হয়। কারণ, তৎকালে কেহই তাহাকে বিশ্বাস করিত না, সকলেই তাহাকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল। কি মোগল, কি মগ কেহই তাহার উপর সামান্যমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করিতে সাহসী হইত না। তাহার এই সমস্ত দুষ্কার্য্যে তাহার মনে হইয়াছিল যে. তাহাকে শীঘ্রই ইহার ফলভোগ করিতে হইবে। কিন্তু তথাপি সে নিবৃত্ত না হইয়া আবার অন্য উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হয়।

১৬১৩ খৃঃ অব্দে ইসলাম খাঁর মৃত্যু হইলে, কাসীম খাঁ তাহার স্থলে সুবেদার নিযুক্ত হন। এ দিকে ১৬১৫ খৃঃ অব্দে আরাকানরাজ মেং রাজগী বা সেলিমসার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র মেং খা মৌং আরাকানের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তিনি অত্যন্ত বীর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি যৌবরাজ্যকালে সৈন্য ও রণতরীর অধ্যক্ষতা করিতেন। সনদ্বীপ অধিকার করিয়া গঞ্জালেস আপনাকে স্বাধীন বলিয়া প্রচার করিয়াছিল। সে গোয়ার পর্টুগীজ রাজপ্রতিনিধির বশ্যতা স্বীকার করে নাই। পাছে ভবিষ্যতে সনদ্বীপ তাহার হস্তচ্যুত হয় এই আশঙ্কায় সে গোয়ার তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি ডন হিরোম ডি আজাভোদোর বশ্যতা স্বীকারের জন্য নিজের একজন প্রতিনিধিকে একখানি জাহাজসহ গোয়ায় পাঠাইয়া দেয়, এবং তাঁহাকে আরাকানরাজ্য অধিকারের

গোয়ার পর্টুগীজ রাজপ্রতিনিধির সহিত গঞ্জালেসের বন্দোবস্ত।

জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠায়। গঞ্জালেস আরাকানকে শস্য ও সমৃদ্ধিপূর্ণ রাজ্য বলিয়া রাজপ্রতিনিধির নিকট বর্ণনা করিয়া পাঠায়, ও সহজে তাহা অধিকৃত হইবে এইরূপ আশ্বাসও দেয়। সে তাহার সমস্ত সৈন্যসহ যোগ দিতে স্বীকৃত হয়, এবং প্রতিবৎসর রাজস্ব ও জাহাজ বোঝাই করিয়া চাউল পাঠাইতে অঙ্গীকার করে। সে আরও বলিয়া পাঠায় যে, তাহার স্বদেশীয়-গণকে অন্যায়পূর্ব্বক হত্যা করার জন্য সে আরাকানরাজের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছে।

আরাকানরাজের সহিত পর্টুগীজগণের যুদ্ধ।

গোয়ার পর্টুগীজ রাজপ্রতিনিধি, একটি বিস্তৃত রাজ্য তাঁহার অধিকারভুক্ত হইবে, এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া তাহা অধিকার করিবার জন্য এক অভিযানের অনুষ্ঠান করেন। তিনি ১৪ খানি বৃহৎ জাহাজ ও আরও ২ খানি ক্ষুদ্র জাহাজ সংগ্রহ করিয়া ডন ফ্রান্সিস ডি মেন্সেস নামক একজন বিচক্ষণ সেনাপতিকে আরাকানরাজের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ফ্রান্সিস কয়েক বৎসর সিংহলের শাসনকর্তৃত্ব করিয়াছিলেন। রাজপ্রতিনিধি পর্টুগীজ জলদস্যুগণের নিকট হইতে বিশেষ কোন সাহায্যের আশা না করিয়া, সেনাপতিকে তাহাদের সাহায্যের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই মর্গাদিগকে আক্রমণের আদেশ দিয়াছিলেন। ১৬১৫ খৃঃ অব্দের ৩রা অক্টোবর ফ্রান্সিসের রণতরীসমূহ আরাকান নদীতে প্রবেশ করে। তিনি তথা হইতে সনদ্বীপে গঞ্জালেসের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন, ও তাঁহার দূতের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত তথায় অপেক্ষা করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে আরাকানরাজ মেং খা মৌং পর্টুগীজগণের অভিযান-ব্যাপার অবগত হইয়া কতকগুলি ওলন্দাজ জাহাজের অধ্যক্ষকে হস্তগত করিয়া ফেলেন, ঐ সমস্ত জাহাজ তৎকালে বন্দরে অবস্থিতি করিতেছিল। তিনি পর্টুগীজদিগের বিরুদ্ধে ওলন্দাজদিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদের নেতৃত্বে আপনার বহুসংখ্যক

রণতরী লইয়া ১৫ই অক্টোবর বিপক্ষগণকে আক্রমণের জন্য অগ্রসর হন। সমস্ত দিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে জয়পরাজয়ের স্থির হয় নাই। সন্ধ্যার সময় আরাকানীরা নদীতে প্রত্যাবৃত্ত হয়। নবেম্বর মাসের মধ্য পর্য্যন্ত এইরূপ অবস্থায় অতিবাহিত হয়। সেই সময়ে গঞ্জালেস নানা আকারের ৫০ খানি জাহাজ লইয়া উপস্থিত হয়। রাজপ্রতিনিধি তাহাকে পূর্ব্বে সংবাদ প্রেরণ না করায় সে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়, এবং তাহার যোগদানের পূর্ব্বে নদীর মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ার জন্য ফ্রান্সিসকে ভর্ৎসনা করে। কারণ, তাঁহার এই ব্যবহারে, বিপক্ষগণ তাঁহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া সুসজ্জিত হওয়ার অবসর পাইয়াছিল। ১৫ই নবেম্বর ফ্রান্সিস তাহার রণতরীসমূহ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগ নিজের ও অপর ভাগ গঞ্জালেসের অধীনে স্থাপন করেন। পর্টুগীজেরা দূর হইতে দেখিতে পায় যে, আরাকানী ও ওলন্দাজ জাহাজসমূহ যুদ্ধার্থে সজ্জিত হইয়া তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ফ্রান্সিস তাঁহার নিজের ভাগ লইয়া বিপক্ষের দক্ষিণ পার্শ্ব ও গঞ্জালেস বাম পার্শ্ব আক্রমণ করে। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিয়াছিল। সেই সময়ে ডন ফ্রান্সিস একটি বন্দুকের গুলি দ্বারা আহত হওয়ায় ও দুই শতাধিক পর্টুগীজ নিপাতিত হওয়ায়, গঞ্জালেস প্রত্যাবর্ত্তন করাই যুক্তিযুক্ত মনে করে, এবং ভাটার টানে নদীর মুখে আসিয়া মৃতদিগকে সমাহিত করিয়া অন্যান্য অধ্যক্ষগণের সহিত পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হয়। পরামর্শে স্থির হয় যে, অভিযান পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। তাহাই স্থির করিয়া তাহারা সনদ্বীপে চলিয়া যায়।

সনদ্বীপ হইতে পর্টুগীজ সেনানীগণ গোয়া অভিমুখে অগ্রসর হয়, তাহাদের সহিত অনেক ফিরিঙ্গী দস্যুও গিয়াছিল। তাহারা গঞ্জালেসের দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করে। পর বৎসর আরাকান-রাজ সনদ্বীপ আক্রমণ করিয়া গঞ্জালেসকে পরাস্ত ও সনদ্বীপ ও অন্যান্য

স্থান অধিকার করেন। গঞ্জালেসের পরিণাম কি হইয়াছিল, তাহা সুস্পষ্টরূপে জানা যায় না। এই সময় হইতে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে ফিরিঙ্গীদের অত্যাচার প্রশমিত হয় বটে, কিন্তু মগদিগের উৎপাত দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সুন্দরবনের অনেক স্থান ইহাদের উৎপাতে জনশূন্য হইয়া নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে ফিরিঙ্গীদের অত্যাচার প্রশমিত হইলেও বঙ্গদেশ হইতে তাহাদের প্রাধান্যের একেবারে নাশ হয় নাই। ক্রমে তাহারা পূর্ব্ববঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং সেই সময়ে হুগলী প্রসিদ্ধ বন্দর হওয়ায়, তাহারা তথায় দলে দলে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সেখানেও তাহারা আপনাদের দুর্ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। সাজাহানের রাজত্বকালে কাসীম খাঁ জবানী সুবেদার নিযুক্ত হইলে, তিনি বাদসাহের অনুমতি-অনুসারে তাহাদিগের দমনে প্রবৃত্ত হন, এবং হুগলী অবরোধ করিয়া তাহাদের বিনাশসাধন করেন। তদবধি বঙ্গে পর্টুগীজ প্রাধান্যের ধ্বংস হয়। যাহারা বাণিজ্যের জন্য বঙ্গভূমিতে আসিয়াছিল, তাহারা দস্যুতা প্রভৃতি নীচবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সভ্যতাদীপ্ত ইউরোপের নামে কলঙ্কপ্রদান করিয়া গিয়াছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বঙ্গভূমি তাহাদের অত্যাচার ও উৎপীড়নে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গঞ্জালেস ফিরিঙ্গীর অত্যাচারই প্রধান। কিন্তু ভগবানের রাজ্যে অত্যাচারীর স্পর্দ্ধা অধিক দিন স্থায়ী হয় না বলিয়া শীঘ্রই তাহার পতন হইয়াছিল। কিন্তু ধূমকেতুর ন্যায় উত্থিত হইয়া সে যেরূপ বিপ্লব ঘটাইয়াছিল, তাহাতেই বঙ্গভূমি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। ইতিহাস তাহার সেই ভীষণ অত্যাচার চিত্রিত করিয়া বঙ্গবাসীর নিকট তাহাকে ঘৃণার ও ভীতির প্রতিমূর্ত্তি করিয়া রাখিয়াছে।

আরাকান রাজকর্তৃক সনদ্বীপ অধিকার ও পর্টুগীজ প্রাধান্যের ধ্বংস।

যে সময়ে গঞ্জালেস ফিরিঙ্গী সনদ্বীপে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া আরাকান-রাজের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল, সেই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের আফগানগণও বিদ্রোহাচরণ করে। তৎকালে প্রায় বিংশ সহস্র আফগান মিলিত হইয়া ওসমান খাঁকে নেতৃত্বে বরণ করে। ওসমান খাঁ মানসিংহের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া উড়িষ্যা পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে আসিতে বাধ্য হন। তথায় তিনি কিছু জায়গীর প্রাপ্তও হইয়াছিলেন উক্ত জায়গীরের আয় পাঁচ ছয় লক্ষ টাকা হইবে। কিন্তু ওসমান কদাচ শান্ত ভাবে অবস্থিতি করিতে পারিতেন না। মানসিংহ বাঙ্গলা পরিত্যাগ করিলে, এবং কুতুবউদ্দীন প্রভৃতির মৃত্যু হইলে, তিনি ক্রমে ক্রমে আবার স্বাধীনতা প্রকাশের চেষ্টা করেন। তাহার পর ইসলাম খাঁর শাসন সময়ে ১৬১২ খৃঃ অব্দে তিনি প্রকাশ্যভাবে মোগলদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-সজ্জা করেন। উক্ত অব্দের ২রা মার্চ্চ ঢাকা হইতে প্রায় একশত ক্রোশ দূরে নেক উজ্জ্বল নামক স্থানে তিনি মোগল সৈন্যের সম্মুখীন হন। ইসলাম খাঁ সুজাত খাঁ নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ ও সুদক্ষ সেনাপতিকে ওসমানের সহিত যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুজাত খাঁ প্রথমে দূত দ্বারা আফগানগণকে শান্ত হইবার জন্য উপদেশ দিয়া পাঠান। কিন্তু আফগানেরা তাহাতে কর্ণপাত করে নাই। উভয় পক্ষ যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল, ওসমান একটি মদমত্ত রণহস্তীকে সুজাতের দিকে চালিত করেন। সুজাত তাহাকে ক্রমাগত আহত করিতে প্রবৃত্ত হইলে, হস্তী তাঁহাকে তাঁহার অশ্ব হইতে পাতিত করে। সুজাত ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া হস্তীকে আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার সঙ্গী সৈনিকেরাও

ওসমানের পতন ও পাঠান বিদ্রোহের শান্তি।

* ষ্টুয়ার্ট ভ্রম ক্রমে এই যুদ্ধ সুবর্ণরেখার তীরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (Blochmann's Ain-i-Akbari 520 P. দেখ)।

তাহার প্রতি অস্ত্রচালনা করে। হস্তীর সম্মুখের পদদ্বয় ছিন্ন ও তাহার শুণ্ডে ও গাত্রে আঘাত লাগায়, এবং তাহার মাহুত নিপাতিত হওয়ায় সে চীৎকার করিয়া প্রস্থান করে। ওসমান পরে আর একটি হস্তীকে চালিত করিবার জন্য আদেশ দেন। সে হস্তীও সুজাত ও তাঁহার পতাকাবাহককে আক্রমণের জন্য ধাবিত হয়। যৎকালে তাহার সহিত সুজাতের যুদ্ধ হইতেছিল, সেই সময়ে একটি অজ্ঞাত হস্তের গুলি আসিয়া ওসমানের ললাট বিদ্ধ করে। ওসমান তথাপি আপনার সৈন্যদিগকে উত্তেজিত করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রাত্রিতে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা ওয়ালি ও পুত্র মমরেজ বাদসাহের বশ্যতা স্বীকার করেন। ওসমানের মৃত্যুর পর হইতে বঙ্গে পাঠান বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। দায়ুদের মৃত্যুর পর যাহারা অনেক দিন পর্য্যন্ত আপনাদের প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিল, উপযুক্ত নেতার অভাবে অবশেষে তাহারা শান্ত ভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। প্রথমে কতলু তাহার পর ওসমান তাঁহাদিগের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া প্রাণপণে মোগলের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আজিম খাঁ, ওয়াজির খাঁ, মানসিংহ প্রভৃতি প্রধান প্রধান সুবেদার ও সেনাপতিগণ তাহাদিগের সহিত অনেক বার রণক্রীড়ার অভিনয় করিয়াছিলেন। পরে ওসমানের পতন হইতে তাহারা হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে, ও শান্ত ভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে বঙ্গ ভূমিতে ভুঁইয়া গণের, পর্টুগীজগণের ও পাঠানগণের প্রাধান্য নষ্ট করিয়া মোগলেরা তথায় শান্তি স্থাপনে সমর্থ হন।

আমরা দেখাইলাম যে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত বঙ্গভূমি কিরূপ অশান্তিময় হইয়া উঠিয়াছিল। মোগল, পাঠান, মগ, ফিরিঙ্গী ও বাঙ্গালীর অস্ত্রঝঞ্ঝনা ও

রণহুঙ্কারে তাহা কিরূপ সন্ত্রস্ত হইয়াছিল। বাঙ্গলার ইতিহাসে এই সময়ের ন্যায় বিপ্লবময় সময় আর দ্বিতীয় ছিল কি না সন্দেহ। বঙ্গভূমির বক্ষ এতদিন ব্যাপিয়া আর কখনও রুধিরধারায় রঞ্জিত হইয়াছিল কি না জানা যায় না, এবং বাঙ্গালীর এরূপ অদ্ভুত বীরত্ব আর কখনও প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া আমরা অবগত নহি। মোগল, পাঠান, মগ, ফিরিঙ্গীর সহিত তাহাদের যেরূপ অবিরাম যুদ্ধ চলিয়াছিল, এরূপ ভয়াবহ শোণিত-ক্রীড়া বাঙ্গালীর ইতিহাসে নাই। তাই বলিতেছি, বাঙ্গালী চিরদিন নির্জ্জীব বাঙ্গালী ছিল না। এক দিন তাহারা, অসি, তরবারি, বর্ষা, বন্দুককে আপনাদের ক্রীড়াসঙ্গী করিয়াছিল! কামানের পৃষ্ঠে চড়িয়া বক্ষ পাতিয়া বিপক্ষের কামানের গোলাও ধরিয়া লইয়াছিল, এবং রণক্ষেত্রে বীরের ন্যায় জীবন বিসর্জ্জনও দিয়াছিল! ইহা কাহিনী নহে, ইতিহাস। ইতিহাস আমাদিগকে তাহার গুপ্ত পত্র উদ্ঘাটন করিয়া উহাই দেখাইয়া দিতেছে। বাঙ্গালী যদি তুমি চক্ষুষ্মান হও, ইতিহাসের সেই শোণিত-লেখা একবার পড়িয়া লও, ও বাঙ্গালীজীবনের সার্থকতা সম্পাদন কর। আর মনে রাখিও তোমরা কাপুরুষের বংশধর নহ।

উপসংহার।